— বিপ্রদাসের ডায়েরী —

— ১৩৩৪ —

বিপ্রদাসের ডায়েরী

১

গ্রামটি ছোট নয়।

হাট বসে হপ্তায় তিন দিন; মনোহারী দোকান, মুদীখানার দোকান—ধানচালের আড়ত—সব আছে,—অভাব কিছুরই নাই, কেবল যে-অভাবটা মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে সবচেয়ে বড় আর দারুণ, অতবড় গ্রামের বহু ভদ্র-অভদ্র লোকের চোখের সামনে সেইটাই বিরাট বিভীষিকার মত সেকালে যেমন ছিল, একালে এই সভ্যযুগেও ঠিক তেমনি রয়েছে।

যে-গ্রামে উকীল আছে, পাসকরা ডাক্তার আছে, কবি আছে, সাহিত্যিক আছে—প্রফেসর পর্য্যন্ত আছে, সেই গ্রামে নাই একটা ইস্কুল!

আশপাশের ছোট ছোট পাড়াগাঁয়ে যা পাওয়া যায়, অসভ্যদের মধ্যেও যার অমিল নেই—সভ্যলোকদের মধ্যেই অভাব তার পুরোমাত্রায়!

বিপ্রদাসের ডায়েরী

একবার উকীলবাবুর এক জামাই এসে ব'লে গেছলেন—গাঁয়ের ভদ্রলোক যারা, সবদোষ তাদেরই। ইস্কুল যদি তারা না করতে পারে, তবে গলায় দড়ি দিয়ে 'সুইসাইড' করুক।

কথাটা উকীলবাবু একা নয়—অনেক বাবুই শুনেছিলেন। কিন্তু হাসি ছাড়া তাদের মুখ দিয়ে আর কিছু বেরোয় নি।

বেলা আটটা বাজে, আর দশ-পনেরটি—দশ বছর থেকে পনের-ষোলো-বছরের ছেলে বগলে বই-পাতভাড়ি নিয়ে নদীর কিনারায় এসে দাঁড়ায়, খেয়াঘাটের মাঝিকে তাড়া দেয়—পার ক'রে দাও—পাকা তিন মাইল ধূলো-কাদার পথ হেঁটে যেতে হবে, সাড়ে দশটায় ইস্কুলের ঘণ্টা পড়ে, এক মিনিট দেরী হলে একঘণ্টা বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

আটটা বেলাতেই তাদের সকালকার পড়া তৈরী থেকে নাওয়া-খাওয়া পর্য্যন্ত শেষ করে নিতে হয়। ভালো রকম খাওয়া সকলকার হয় না—কেউ আলু-ভাতে ভাত, কেউ বাসী তরকারী আর ভাত, কেউ বা চিঁড়ে-দই খেয়ে সান্ধপূজার বলির ছাগের মত খেয়াঘাটের ফরাসে দাঁড়িয়ে থর-থর ক'রে কাঁপে!

যেতে হবে হেঁটে, হয়তো দেরী হ'লে শিক্ষকের নির্য্যাতনও ভোগ করতে হবে,—তারপর পড়ন্ত বেলায় ইস্কুলের শেষ-ঘণ্টা বেজে গেলে, আবার তিন মাইল পথ হেঁটে বাড়ী ফিরে আসতে হবে!

কচি বালকের দল...এই বয়সেই তাদের মেরুদণ্ড নুয়ে পড়েছে—উৎসাহ দূরের কথা,—মুখের হাসিটুকুও আর নাই!

রঘুনাথ মুখুয্যের বড়ছেলে সুকুমার ক'লকাতার এক পেশাদারি যাত্রাপার্টিতে বেহালা বাজায়। পাকা পাঁচটি মাস পরে পুজোর সময়

দেশে এসে ব'ললে—বিদেশে আর থাকবো না। নিজের দেশের ছেলেগুলোকে তৈরী করি,—ম'রে গেলে নাম থাকবে।...'মদনমোহন অপেরায়' আড়াই বছর ওস্তাদি ক'রে এলাম,—অজামিলের বৈকুণ্ঠ লাভ, চিত্রাঙ্গদা,—এমন কি গিরিশ ঘোষের থিয়েটারি 'জনা' পর্য্যন্ত আমার কণ্ঠস্থ হ'য়ে রয়েছে। দু'মাসে দল তৈরী হ'য়ে যাবে। যেমন-তেমন গেঁয়ো দল আমি করবো না—যাকে বলে খাঁটি ক্যালকাটার অপেরা!

গাঁ'য়ের যারা সুকুমারের গুণগ্রাহী ছিল, তারা বলে—তুমি কি আর একজায়গায় থাকতে পারবে হে,—শেষকালে আমাদের পালা শেষ না-হতেই একদিন ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বে। চাকরির মধু তোমার জিভেয় ঠেকেছে—স্বাধীন ব্যবসা তোমার ভালো লাগবে না। অজামিলের পালা সুরু ক'রে, বৈকুণ্ঠ লাভ না-হতে হতেই তোমার ক্যালকাটা লাভের জন্যে মন আই-ঢাই করে উঠবে! ওসব তোমার বাজে মতলব!

সুকুমার হেসে বলে—মাষ্টারের মত মান্য যদি না পাই, তা হ'লে অবশ্যই চলে যাব। ক'লকাতার মত জায়গায়,—নামকরা অপেরা-পার্টির মালিক পর্য্যন্ত আমাকে খোসামুদী ক'রে চলে। গুণের আদর গুণী না হ'লে বুঝবে কে!

জল্পনা-কল্পনা চ'লতে থাকে।

রাতদিন এক কথা—কি 'প্লে' সুরু করা যাবে—অজামিল, না জনা?

কেউ বলে—অজামিল—

কেউ বলে—জনা।

কেউ কেউ বলে—গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ খোলো, গাঁয়ের লোক কেঁদে ভাসাবে।

সুকুমার বলে—দুঃত্তোর গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম···ও-সব বহুদিনের··· গয়াসুরের পিণ্ডিলাভ হ'য়ে গেছে—সেই কোন্ সত্যিযুগে! মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমল তখনো আসে নি। আমাদের ক'লকাতায় ওসব পালার নামই কেউ মুখে আনে না।

দেখতে দেখতে পূজো নিকট হ'য়ে এলো।

সপ্তমী, অষ্টমী আর নবমী—এই তিন দিন রাতের বেলায় সুকুমার উকীলবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে বেহালা বাজিয়ে বাজিয়ে গাঁয়ের লোককে মুগ্ধ করে ফেললে!

সবাই বলে—সুকুমারের সার্থক শিক্ষা! বেহালার তারে তারে যেন জমাট-বাঁধা কান্না মিশিয়ে রয়েছে! ও যদি যাত্রার দল খোলে, সে যাত্রা ক'লকাতার বড়দলের চেয়ে একটুও খারাপ হবে না। তা ছাড়া ওর গলার আওয়াজ কি! এমন মিঠে গলা এ তল্লাটে আর কারু নেই। সুকুমার আমাদের গৌরব।

তারপর পূজোর গোলমাল চুকে গেলে, একদিন সন্ধ্যার পর উকীল-বাবুর লম্বা-চওড়া বৈঠকখানায় গ্রামের বড়-ছোট, ধনীদরিদ্র সকল লোক মিলে বারোয়ারী এক সভা করলে এবং সেই সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল—যাত্রাপার্টি করতেই হবে, আর সুকুমারই হবে তার

শিক্ষক। সে যা ব'লবে দলের প্রত্যেককে তা নির্ব্বিবাদে মেনে চ'লতে হবে। গ্রামবাসীরা যে যেমন লোক,—দেশের এই গুণী ব্যক্তির সম্মান রক্ষার্থে মাসে মাসে সাধ্যানুসারে চাঁদা দিতে বাধ্য থাকবে এবং সেই চাঁদায় দলের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হবে। আয়-ব্যয়ের হিসাব ঠিক রাখতে একজন অনারারী অফিসার পর্য্যন্ত বারো মাসের জন্য বহাল থাকবেন,—দলের তিনিই হবেন ম্যানেজার, আর স্বয়ং উকীলবাবু হবেন সেক্রেটারী!'

সভা ভঙ্গ হ'ল।

সভাপতি হয়েছিলেন—উকীলবাবুর বন্ধু—শ্রীযুত বিপ্রদাস চৌধুরী।

নিকটবর্ত্তী শহরে উকীলবাবু প্রাক্‌টিস করেন, আর বিপ্রদাস করে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কেরাণীগিরি। প্রকাশ, একজন মহারাজার যা ক্ষমতা নেই, শ্রীভগবানের দয়ায় বিপ্রদাসের তা আছে। ইংরেজী বুদ্ধির সঙ্গে বাঙ্গালীর কূটনীতি মিশিয়ে বিপ্রদাস নাকি একাই মহকুমা শাসন ক'রে আসছে। অবশ্য ভালুইপাড়ার মধ্যে এই কথাই সব লোকে মুখে মুখে ব'লে বেড়ায়। আর শহরের লোকে কি বলে, ভালুইপাড়ার এক উকীলবাবু ছাড়া অন্য কেউ তার সন্ধান রাখে না।

বিপ্রদাসের বাড়ী ভালুইপাড়ায় নয়।

শোনা যায়,—সে নাকি বড় জমিদার;—জমিদারী আছে। জমি-জমা যা আছে, এ তল্লাটে কারুর তা নাই। তবু চাকরী ক'রছে! প্রাণের সখে, কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব সারা জেলাটার মধ্যে সে ছাড়া আর কোন যোগ্যতর ব্যক্তি পান নি ব'লে,—কেন যে, সেকথা কেউ আজো তলিয়ে দেখে নি।

বিপ্রদাসের ডায়েরী

ভালুইপাড়ায় বিপ্রদাসের শ্বশুরবাড়ী।

স্ত্রী তার বেঁচে নেই—রেখে গেছে একটি মাত্র মেয়ে।

শ্বশুরমশায় স্বর্গীয় হওয়ার পর, স্ত্রী স্বর্গীয়া হ'লেন. তবু বিপ্রদাস শ্বশুরবাড়ীর মায়া পরিত্যাগ করতে পারলে না।

দ্বিতীয়বার বিবাহ করবার ঝোঁক নেই, জমিদারী থাকতেও জমিদারীর প্রতি বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই, প্রচুর আত্মীয়-স্বজন, বিস্তর নিষ্কর জমি, বিস্তীর্ণ তেজারতি কারবার—এত থাকতেও বিপ্রদাস দেশের মমতা পরিত্যাগ ক'রে পত্নীহীন শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করে। একদিন ছুটি হ'লেই নিজের বাড়ী না গিয়ে—শ্বশুরবাড়ীর দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়;—এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা যে কেন ঘটে, পল্লীর পুরাতত্ত্ববিদ্ থেকে ফাজিল বয়াটে ছোক্‌রার দল পর্য্যন্ত কেউ তা বুঝে উঠতে পারে না। অথচ উকীলবাবুর বন্ধু ব'লে গ্রামে তার খাতির ষোলো-আনা। ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের ডান হাত, ইচ্ছা করলে অনেকের অনেক কিছুই ক'রে দিতে পারে! ভালো করতে যে পারে, সে মন্দও অনায়াসে করবে—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হ'য়ে বিপ্রদাসকে ভালুইপাড়ার সমস্ত লোকেই মান্য দেখায়।

কেউ কেউ বলে—ম্যাজিষ্টর সাহেব নাকি এক এক দিন ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠেন—'বিপ্‌রাড্যাশ!'

যদি সাহেবের খানা খাওয়ার সময় কোনোদিন বিপ্রদাস কাজের তাড়ায় তাঁর খাস-কামরায় হাজির হয়,—সাহেব মুখ থেকে আধ্-চিবানো মাংসের টুক্‌রো বা'র ক'রে বিপ্রদাসের সুমুখে রেখে বলেন—'টেক্ ইট্ মাই ডিয়ার!'

বিপ্রদাসের ডায়েরী

এ-হেন ভাগ্যবান জীব বিপ্রদাস, ভালুইপাড়ার লোককে গ্রাহ্য করবে কেন?—সে সতত ভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটও যা আমিও তাই, বরং বেশীই।

যাত্রাপার্টির ভাবী উন্নতির আশায়, বিপ্রদাসকেই ম্যানেজার করা হ'ল।

পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা সংগ্রহের সমারোহ প'ড়ে গেছে।

মাসিক পাঁচ টাকা থেকে আট আনা চার আনা পর্য্যন্ত। চার আনার নীচে আর নয়, দিতে এলেও তা নেওয়া হবে না—স্বয়ং ম্যানেজারবাবুর তাই হুকুম।

কেউ দেয় সখ করে…

কেউ দেয়—প্রাণের দায়ে…দেয় কিন্তু সকলেই।

বিপ্রদাসের শ্বশুরবাড়ীর পাশে একখানা প'ড়ো বাড়ী ছিল। তাকে ভূতের-বাড়ী কেউ না ব'ললেও, গ্রামের লোকজন সেখানে যেত' না। জঙ্গলের বাড়ন্ত আগাছা আর কুকুর শিয়ালের বারো-মেসে আড্ডার কথা ভেবে পল্লীর প্রত্যেক লোক বাড়ীখানাকে বয়কট ক'রে রেখেছিল। ওয়ারিশ না থাকলেও ওপর-পড়া হ'য়ে দখল নিতে কেউ এগিয়ে যায় নি। পাড়াগাঁয়ের পক্ষে এটা অগৌরবের বিষয় সন্দেহ নেই।

কিন্তু শহর-ফেরৃতা সুকুমার পল্লীবাসী হ'য়ে এই অগৌরবের বিষয়-টুকুই আগে লক্ষ্য করলে।

নতুন যাত্রাপার্টির আখড়া-ঘর হ'ল এই নির্জ্জন পুরীর মধ্যে। জঙ্গল সাফ ক'রে, কুকুর-শিয়ালদের তাড়িয়ে, ঘর-দোর সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল। ভাঙ্গা দেওয়ালে বালির তালি পড়লো আর কালো কয়লার মতো জানলা-দরজার কপাটে সবুজ রঙের কোটিং প'ড়ে গেল।

অপেরা-পার্টির নামকরণ হলো—'বিপ্রদাস অপেরা'। অবশ্য এ নাম উকীলবাবুর দেওয়া। কথায় কথায় একদিন সুকুমারকে আড়ালে ডেকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন—'আমাদের দেশে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে আঁতুড়-ঘরের শিশু-মৃত্যুর মতই আড়ম্বরে—অনুষ্ঠানের অকালমৃত্যু ঘটে। আঁতুর-ঘরের শিশুকে পেঁচোয় পায় আর ক্লাব বলো, থিয়েটার বলো, লাইব্রেরী-ইস্কুল বলো,—এমন কি যেমন তেমন একটা পাঠশালা পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানের অকালমৃত্যু ঘটে—উৎসাহ আর পয়সার অভাবে। আমাদের নতুন অপেরাপার্টির প্রাণরক্ষা করা যদি তোমাদের বাস্তবিকই অভিপ্রায় থাকে, তাহ'লে বিপ্রদাসবাবুকে বড় ক'রে মাথায় তোলো—ওকে যত বাজাবে, ততই নাচাতে পারবে।'

সুকুমার ক'লকাতার যাত্রাপার্টির বেহালাদার, চালাকীর চূড়ান্ত সে জানে। সেইদিনই ঘোষণা ক'রে দিলে—"আমাদের দলের জন্যে যিনি জান কবুল ক'রে মেহনৎ করছেন, যাঁর নেকনজর না থাকলে 'দল' কোন্‌দিন দলিত হ'য়ে যেত'—তাঁরই বিখ্যাত নাম স্মরণ ক'রে আজ থেকে পার্টির নাম হলো 'বিপ্রদাস-অপেরা'। যাঁর ডানহাতের মুঠোয় ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব হ্যাট খুলে বিশ্রাম করেন, আজ থেকে 'বিপ্রদাস-অপেরা' তাঁর পায়ের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করুক।"

সেদিনের বক্তৃতার আসরে উকীলবাবু উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য

বিপ্রদাসও ছিল। উকীলবাবু জোরে জোরে হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে ব'লে উঠলেন—সুকুমার শুধু অপেরামাষ্টার নয় হে, ও আমাদের রত্ন। গোলআলুর মত ঝোলে ঝালে-অম্বলে, ওর তুলনা নেই।—কি বলো বিপ্রদাস!

বিপ্রদাস মুচ্‌কি হেসে ব'ললে—মিথ্যে নয়।

সুকুমারের বাপ রঘুনাথ মুখুয্যে আজ বছর দুই হ'লো স্বর্গীয় হ'য়েছেন। মরণকালে একমাত্র পুত্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি। সুকুমার তখন যাত্রা-দলে বেহালা বাজাবার জন্যে মফঃস্বলের গ্রাম-শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাপের অসুখের খবরও সে পায় নি,—মৃত্যু-খবরও না।

রঘুনাথ মুখুয্যে পুত্র থাকতেও পুত্রের হাতের আগুন পাননি, মেয়ে সৌদামিনী মুখাগ্নি ক'রেছিল।

সতের বছরের আইবুড়ো মেয়ে সৌদামিনী দরিদ্র পিতার মুখাগ্নি করলে যেদিন, তা'র একুশদিন পরে জালিমপুরের হীরুঠাকুর একখানা ক্রোকি-পরওয়ানার বলে, সৌদামিনীকে বাড়ীর বা'র ক'রে দিয়ে ঘরে-দোরে চাবি লাগিয়ে ব'ললে—ইচ্ছে হয়, কিম্বা যদি শক্তিতে কুলোয়,—আদালত থেকে ব্যবস্থা আনো গে। আমার কাজ আমি ক'রে গেলাম।

সৌদামিনীর বাপের মুখের আগুন, বোধ হয় ছিট্‌কে হাওয়ায়

উড়ে এসে, বাপের সদ্যপরিত্যক্ত সংসার পর্য্যন্ত পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিয়ে গেল !

বেচারী সকাল থেকে রাত আটটা পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে গয়লাপাড়ার রতন ঘোষের বাড়ীতে গিয়ে কেঁদে পড়লো—রতনদা, কোথাও ঠাঁই পেলাম না। আজকের রাতটুকু তোমাদের গোয়াল-ঘরে কাটিয়ে কাল আবার সকালবেলায় বেরুবো। এ গাঁয়ের বাস আমাকে ছাড়তেই হবে।

কিন্তু রতন ঘোষ গয়লা কি না ! তখনও ষাটবছর বয়েস পূর্ণ হয় নি,—জ্ঞান বুদ্ধি নিতান্ত কম, তাই সোদামিনীকে গাঁ ছেড়ে ভিন্-গাঁয়ে যেতে দিলে না।

সেইদিন থেকে সোদামিনী রতনের আশ্রয়েই বাস করছিল।

মাস পাঁচেক পরে, একদিন হঠাৎ স্থকুমার দেশে ফিরে এলো ; এবং নিজের পৈতৃক ঘর-বাড়ী দেনার দায়ে পরহস্তগত হ'য়ে গেলেও সঞ্চিত টাকার সাহায্যে যেমন তেমন একটি মাটির ঘর তৈরী ক'রে সে মা'র পেটের বোন সোদামিনীকে রতন ঘোষের বাড়ী থেকে আপন বাড়ীতে নিয়ে এলো।

ভাই আর বোন, সংসার ক্ষুদ্র হ'লেও ধূমধাম কম নয়। দিনরাত বাজে বেহালা,—কখনো হয় গান, কখনো বক্তৃতা, কখনো বা নাচের কসরৎ।

স্থকুমারের ভক্তবৃন্দের ফরমাস খাটতে খাটতে সোদামিনীর বিশ্রাম নেওয়ারও সময় মেলে না।

এমনিভাবেই দিন কাটে।

সৌদামিনী বলে—এমনি ক'রে তো দিন চলবে না দাদা! হাতের পুঁজি ফুরিয়ে গেলে, এর পর খাবে কি? জান তো, বসে খেলে রাজভাণ্ডারও টুটে যায়?

সুকুমার বলে—তুই খালি ব'সে খাওয়াই দেখেছিস। এত বড় দলটা যে তৈরী হচ্ছে,—এর যত কিছু বাহাদুরী সব একা সুকুমার মুখুয্যের, তা জানিস্? আমি না থাকলে, 'বিপ্রদাস-অপেরাপার্টি' গড়তো কে? নামটুকু পর্য্যন্ত আমার দেওয়া। তার হিসেব রেখেছিস?

সৌদামিনী তেতে আগুন হ'য়ে ওঠে।

বলে…হিসেব আমি খুব রেখেছি; আমার মতন হিসেব-নিকেশ যদি তোমার জানা থাক্‌তো, তাহ'লে আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একঘাট মেয়ের ঠাট্টা স'য়ে আসতাম না। দু'কথা ব'লবার-কইবার মুখ তুমি রাখলে না!

সুকুমার হাসে। ভা—রি মোলায়েম হাসি। ভাবনাচিন্তার নাম-গন্ধ জানা নেই, হাসিটুকু তার ঠোঁটের গোড়ায় যখন-তখন দেখা দেয়।

সুকুমার বলে—একঘাট মেয়ে রোজ রোজ তোকেই ঠাট্টা করে? এ-গাঁয়ে আর কেউ ঠাট্টা করবার নেই বুঝি? নাইতে গিয়ে তোকেই শিকার পায় ওরা?

সৌদামিনী জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে—কেন পাবে না? দুর্ব্বলকেই তো লোকে আগে মারে! সবলের কাছে এগিয়ে যাওয়া বুঝি চা'রটিখানি কথা?

সুকুমার ভাবে।

সারা গাঁয়ের ছেলেবুড়োর ওস্তাদ সে। কত পঞ্চাশ বছরের

প্রবীণ এসে তার কাছে রাগিণীর তাল বুঝে যায়, আর সে আজ সবল না হ'য়ে হো'ল কিনা তুর্ব্বল! পয়সা তার না থাক, কিন্তু মান-খাতির তো যথেষ্টই! তবে···?

বলে—তুই কেন হরেন ঘোষালের ভাগ্নীর কথা বলিস্‌নে! রাম চক্কোত্তির মেয়ে, নরেন রায়ের বোন—কা'র বয়েস, তোর চাইতে কম? হোক ওদের বিয়ে! তোর সতের বছর বয়েস আর সুনীল মুখুয্যের ভাইঝি,—আমার চেয়ে তু'বছরের ছোট। আমি পরশুদিন মাধব ঠাকুরের কাছে ওর ঠিকুজি দেখেছি, তেবশো একুশ সালের চত্তির মাসে জন্ম।

সৌদামিনীর মুখে মলিন হাসি দেখা দেয়।

বলে—যখন-তখন গল্প করো,—চৌষট্টি জেলার জল আছে তোমার পেটে। কিন্তু এই সাদা কথাটা বোঝ না কেন? আমরা যে গরীব! আমাদের মাটির ঘর, খড়ের চাল। বাক্স নেই, প্যাটরা নেই,—কিছু নেই। খালি ঐ বেহালা ব'য়ে বেড়ালে গাঁয়ের লোক কেউ মান্যি দেখাবে না। হিতোপদেশে পড়োনি—'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে' কিন্তু নিজের দেশে বিদ্বানকেও আমল দেয় না কেউ। এই ভালুইপাড়ার লোকেরা যে এখনো তোমার বেহালাখানা চুরি ক'রে নিয়ে মা-গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেয়নি—আমি এইটুকুই খালি ভাগ্য ব'লে ভাবি!

গর্ব্বে সুকুমারের বুকখানা ফুলে' ওঠে। প্রশান্ত দৃষ্টি দিয়ে দামী বেহালাখানার পানে চাইতে চাইতে বলে—সব্বাই আমাকে ভালবাসে সত্ন।—কেউ অ-খাতির করে না।

সৌদামিনী টিপ্পনি কাটে আর বলে—'খলের পীরিতি বালির বাঁধ—ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'।

সুকুমার কিছু বলে না। নিঃশব্দে বেহালাখানা মাটির দেওয়ালের কুলুঙ্গী থেকে নামিয়ে নিয়ে বাড়ীর বাইরে চ'লে যায়। যেতে-যেতে দু-একবার তারে-তারে 'ছড়' বুলিয়ে ঝঙ্কার তোলে। সৌদামিনীর কানে সে ঝঙ্কার গলানো সীসের মত এসে প্রবেশ করে। বেচারী দু'কানে আঙুল দিয়ে চোখ বুজে থাকে। মা'কে ভালো ক'রে মনে পড়ে না, তবু আর্ত্তস্বরে বলে- মাগো!

ভালুইপাড়া থেকে পঁচিশ মাইল তফাতে রামজীবনপুর। ফি-বছর ফুলদোলের সময় সেখানকার গোবিন্দজীউর মন্দিরে বিরাট ধুমধাম হয়, মেলা বসে। যাত্রা, কীর্ত্তন, রামায়ণ—অনেক রকম গান-বাজনা চলে প্রায় দশ পনের দিন ধ'রে।

এবারকার মেলায় ভালুইপাড়ার 'বিপ্রদাস অপেরা'র বায়না হ'য়েছিল। তাই ফুলদোলের দু'দিন আগে, সুকুমার দলবল নিয়ে রওনা হ'য়ে গেছে। বাড়ীতে সৌদামিনী একা।

ছোট্ট সংসার,—নিতান্তই ছোট।

কাজকর্ম্ম ব'লতেও কিছু নেই। সুকুমার থাকলে, সৌদামিনী দু'বেলা রান্না করে; এখন একলার জন্যে রোজ একবেলাও সে রান্না চাপায় না। একদিন অন্তর একদিন। অর্থাৎ একদিনে একেবারে দু'দিনের ভাত-তরকারী রেঁধে রেখে দেয়। ঘরের ছোট-খাটো কাজ সেরে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় পড়শীদের বাড়ীতে গল্প ক'রে কাটায়। সন্ধ্যে লাগলে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে ভাবে—দাদার

ঘর ছেড়ে কবে স্বামীর ঘরে যাবে—কবে তার বিয়ের ফুল ফুটবে! কপালের কলঙ্ক কতদিনে খণ্ডাবে!

বৈশাখী পূর্ণিমা।

আজই ফুলদোল।

আজ ইচ্ছা ক'রেই সৌদামিনী ডাল তরকারী আর মাছের ঝোল রান্না ক'রেছিল। তাও আবার ওর আপন পেটের জন্যে নয়,—বিনোদ রায়ের ভাগ্নি জয়া আজ যেচে নেমন্তন্ন নিয়ে গেছে।—তু'জনে ভারি ভাব কি-না! অনেকদিন থেকে একসঙ্গে খেলা-ধুলো ক'রে আস্ছে। খাওয়া-দাওয়াও মাঝে মাঝে একসঙ্গে হয়।

কিন্তু বিনোদ রায়ের ভাগনি ব'ললে, জয়ার পাকা পরিচয় দেওয়া হয় না। জয়া হ'লো সুকুমারের 'বিপ্রদাস অপেরা'র ম্যানেজার বিপ্রদাসবাবুর মা-হারা মেয়ে। পনের বছরের আইবুড়ো। সৌদামিনীর মত অভাগী না হ'লেও জয়ার সঙ্গে সৌদামিনীর আন্তরিকতা ছিল—ঠিক লোহার সঙ্গে ম'রচের মত। অনেক সময় একের জন্য অন্যের গৌরব লুপ্ত হ'তো।···

আহারাদি শেষ হ'য়ে গেছে অনেকক্ষণ।

সুকুমার ক'লকাতা-ফেরতা, তার ওপর যাত্রার দলের প্লেয়ার, সখ

তার সাধারণ নয়। পাঁচ টাকা দামের রিষ্টওয়াচ ছাড়া, আড়াই টাকার 'টাইমপীস'ও একটা কিনে এনেছিল। সেই ঘড়িটায় চারটে বেজে বাইশ মিনিট হ'য়েছে, এমনি সময় জয়া ব'ললে—চুলের ফাঁসগুলো ছাড়িয়ে দেতো সদু। আজ নিয়ে পাঁচদিন চুল বাঁধিনি ভাই, মাথাটা যেন বুনোদের মত হ'য়ে রয়েছে। পাঁচটার গাড়ীতে বাবার আসবার কথা আছে, চুল না বাঁধলে ভয়ানক রাগ করবে।

সৌদামিনী আয়না-চিরুণী আর নারিকেল তেলের শিশিটা ঘরের মেঝেয় এনে, আলনা থেকে গামছাখানা টেনে নিয়ে ব'ললে—আজ বুঝি মেসো-মশায়দের কাছারী বন্ধ?—ঝুলদোলের ছুটি?

জয়া কি যেন খুঁজছিল। ব'ললে—

পিঁড়িখানা কোথা রে? মাটিতে আমি ব'সবো না ভাই। ন'টাকা চোদ্দ আনা দিয়ে গেল-শনিবারে বাবা এই শাড়ীখানা এনে দিয়েছে। ধুলোতে কয়লার মত কালো হয়ে যাবে। এসে যদি দেখে—

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি একখানা ছেঁড়া কাপড় বিছিয়ে দিয়ে ব'ললে—পিঁড়ি-ফিড়ি আমাদের যা-ছিল সব জালিমপুরের হীরু ঠাকুরের বাড়ীতে। আপাততঃ কাপড়েই ব'সে যা। তবে কয়লার দোকানের মেঝে নয় এটা। ব'সলেও কাপড়খানা কালো কয়লা হ'তো না। দু'বেলা ঝাঁটা বুলোই, গোবরজল দিয়ে লেপি, ধুলো বড় একটা দাঁড়ায় না। তা' মেসোমশায় আজ কি আনবেন?—বরাত ক'রেছিলি কিছুর?

—নাঃ—

ব'লে জয়া কাপড়ের আসনে ব'সলো। তারপর সুমুখের একটা

কুসুঙ্গীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে ব'ললে—ওটা নিয়ে আয়। সাদা নারকেল তেল দিয়ে চুল বাঁধা…রাম চন্দর…গন্ধ নইলে আনন্দ হয় না ভাই!…ওটার যা গন্ধ!…তের সিকের তেল…মাথায় এক ফোঁটার বেশী দিসনে যেন। যা ঠাণ্ডা! রাতারাতি সর্দ্দি না লাগে!…কিন্তু কি ব'লছিলি?—আর কিছুর বরাত? না ভাই, এখন যে মাসের মাঝামাঝি। পয়লা দোসরা না হলে বরাত চলে না।

—ক'দিন থাকবেন—মেসোমশায়?

—ফুলদোলের তো ছুটি নয়, এটা হ'লো 'এম্পরার্স বার্থ ডে'। কাল শনিবার ছুটি, কাজেই রবিবার নিয়ে দু'দিন।

চুল বাঁধা চ'লেছে হাতে, আর গল্প চ'লেছে মুখে-মুখে।

ঘড়িটার আওয়াজ আসে টিক্ টিক্ ক'রে। কাঁটা তা'র পাঁচটার ঘর পার হয়ে যায়। টিক্ টিক্ শব্দকে ছাপিয়ে রেলগাড়ীর বিকট আওয়াজ আসে কানে। সৌদামিনী ব্যস্ত হয়, জয়া তাগিদ দেয় ঘন ঘন—তাড়াতাড়ি কর সদু, বাবা এলো হয়তো এতক্ষণ।

সৌদামিনী মনে মনে ভাবে—এরই নাম বাপের মেয়ে। মুখে বলে—গাড়ী যে এখনো এষ্টেশানে থামলো না জয়া, এরই মধ্যে আসবেন কেমন করে?

জয়া বিরক্ত হ'য়ে ওঠে।

বলে—আসবেন না তো কি—ব'সে থাকবেন?…তোর বড্ড ঢিমে কাজ।

সৌদামিনী কিন্তু একটুও বিরক্ত হয় না। ও খালি মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসে।

জয়া তো দেখতে পায় না, আপন মনেই বকে চলে।

গাড়ীর শব্দ আর পাওয়া যায় না।

সৌদামিনী ঘড়িটার পানে চেয়ে দেখে দু'টা বাজতে দশ মিনিট মাত্র দেরী।

সৌদামিনী সত্যি-সত্যি তাড়াতাড়ি করে।

ওর কপালে নিয়ত ঝরে ঘাম, মুখখানা অস্তাচলের সূর্য্যের মতই রাঙা হ'য়ে ওঠে, মাথার ঘন-কালো চুলের রাশ পিঠ বেয়ে ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে, শাড়ীর আঁচলখানা সেই লুণ্ঠিত চুলের ওপর আবরণ এনে যোগান দেয়।

চুল-বাঁধা শেষ হ'য়ে গেলে সৌদামিনী মাটি থেকে নিজের চুলগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিল, এমনি সময় আচম্বিতে দুই সখীর কানে যা'র আওয়াজ এলো, সে আর কেউ নয়, স্বয়ং বিপ্রদাস।

জয়া মুখখানায় হর্ষ আর বিরক্তি এনে ফেললে।

যেন একই সঙ্গে রোদ আর বৃষ্টি!

ব'ললে—দেখলি?—বাবা এখান পর্য্যন্ত এসে প'ড়েছে।

বিপ্রদাস তখনো উঠোনে দাঁড়িয়ে।

সৌদামিনী গায়ের কাপড়-চোপড় সামলাতেই বেশী ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। মেসোমশায়—অর্থাৎ জয়ার বাপকে সাদর-অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতে ওর রীতিমত ভুল হ'য়ে গেল।

৩.

কিন্তু বিপ্রদাস নিজেই কথা কইলে—সে কিরে ! সদু, এতবড় হয়ে পড়েছিস ! কই এতদিন তো তেমন লক্ষ্যও করিনি—য়্যাঁ !

সৌদামিনী একখানা সতরঞ্চির আসন এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দিয়ে মুখ নামিয়ে দাঁড়ালো। তারপর কি-ভেবে, বিপ্রদাসের পায়ের গোড়ায় মাথা নুইয়ে টিপ্ ক'রে একটা প্রণাম করলে।

বিপ্রদাস আশীর্ব্বাদ করলে—বেঁচে থাকো।

ডেঁপো আদুরে-মেয়ে জয়া ব'লে উঠলো—তার চেয়ে ওকে আশীর্ব্বাদ করো বাবা—শীগ্‌গির বিয়ে হোক। গাঁয়ের মেয়েগুলো ঠাট্টায়-ঠাট্টায় বেচারীকে জ্বালিয়ে খেলে !

সৌদামিনী ততক্ষণে সপ্রতিভ হ'য়ে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করলে—বাড়ী থেকে শুনেই বুঝি ধূলো-পায়ে এসে পড়লেন ? জয়াও খুব তাড়াতাড়ি করছিল।

জয়া মুখ ভেঙচে ব'লে উঠলো—তুই মুখপুড়ী মিছিমিছি আমায় দেরী করিয়ে দিলি।···জানো বাবা, অকম্মার ঢেঁকি। খালি বচন আওড়াতে ওস্তাদ !

বিপ্রদাস সৌদামিনীর মুখপানে তাকিয়ে ব'ললে—সদুর চেয়ে বোধ হয় বছর দু'তিন ছোট···আবদার দেখ না !

সৌদামিনী কিছু ব'ললে না।

আঁধার না হ'লেও, সন্ধ্যার সীমানা এগিয়ে আসছিল, গা-ধোয়ার সময় হ'য়ে এসেছে ভেবে, সৌদামিনী ঘর থেকে কলসী বা'র করে আনলে।

জয়া ব'ললে—চলো বাবা, তোমাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে, আমরা ঘাটে যাবো। সদু একা গেলে ওকে সবাই ঠাট্টা করে।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে—তুই গেলে বুঝি ভয়ে সব জড়সড় হ'য়ে পড়ে?

জয়া গর্ব্বিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

সৌদামিনীর কোমরটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হাসতে হাসতে ব'ললে—ভয় ব'লে ভয়! জানো বাবা?—বিশ্বাস না-হয় সুদিকে জিজ্ঞেস করো,—সেদিন মঙ্গলবার পিসির তেলের বাটী নিয়ে মধ্যি পুকুরে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম!···ইয়ারকি! ব'ললে কি জানো?—বলে, 'সুকুমারকে বলিস সদু, ক'লকাতা থেকে এক বোতল চুলের কলপ কিনে এনে দেবে। চুল পাকতে তোর আর কতই বা দেরী!' মাগীর এখন মনে পড়ে না, গত বছর মঙ্গলবার যখন বিয়ে হয়, পাকা উনিশ বছর বয়েস। পাড়ায় পাড়ায় টিটকিরি প'ড়তো কি কম?

বিপ্রদাস সৌদামিনীর পানে চেয়ে গম্ভীর হ'য়ে বসে রইলো।

সৌদামিনী তখন পিতলের কলসীটা কাঁখে নিয়ে গামছাখানা সেই কলসীর মুখের উপর জড়িয়ে রাখছে।

জয়া বিপ্রদাসের হাত ধরে টান্‌তে লাগলো।

২

ভালুইপাড়াতেও ফুল-দোলের উৎসব হয়। তবে ধুমধামের উৎসব নয়, না করলে চলে না, তাই ঘণ্টাখানেক গোপীরমণের মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন হয়, খোল বাজে, করতাল বাজে আর ভক্তবৃন্দরা, দু'টুক্‌রো শশা-কলায় লোভে 'রাধাগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন,—দয়া কর হে', ব'লে খোল-করতাল বাজিয়ে চাকামুখে চীৎকার করে।

সেই বেসুরো সুর শুনতে আর শ্রীগোপীরমণের ফুল দিয়ে সাজানো শ্রীমূর্ত্তি দেখতে গাঁয়ের অনেক লোক জমায়েত হয়। মন্দিরে মাটির প্রদীপ জ্বলে অনেক। জীর্ণ মন্দিরের সাজসজ্জা দেখলে মনে হয় যেন 'স্কেলিটনে'র গলায় ফুলমালা পরিয়ে 'স্কেলিটন'কেই অপমান করা হচ্ছে!

তবু সেই অপমানের পালা দেখতে আর শুন্‌তে ছেলেবুড়ো'র বাড়াবাড়ি হয় ভীষণ। যেন প্রসাদের একটুখানি কণার জন্যে রাজ্যের কুকুর এসে জড়ো হ'য়েছে।

ভক্তি-হীন ভক্তবৃন্দ!

নির্লজ্জ ঝগড়াটে প্রতিবেশীর মত।

ফুলের 'দোলই হো'ক আর ফাগের দোল—ফাগুয়াই হো'ক,—বেচারী সৌদামিনীর কোন কিছুতেই আনন্দ নেই।

রাত ন'টা বাজতেই খাওয়া-দাওয়া সেরে, দোরে খিল কপাট দিয়ে শুয়ে প'ড়েছে।

সৌদামিনী শু'য় শুয়ে ভাবছে।

ভাবনার আর কূল-কিনারা নেই।

—কবে শুভদিন আসবে। পঞ্জিকার শুভদিনের নির্ঘণ্ট প'ড়ে প'ড়ে সৌদামিনীর অরুচি ধরে না। রোজ একবার ক'রে পড়ে আর ভাবে—বোশেখ গেল, জ্যষ্ঠির পঁচিশ তারিখ ছাড়া দিন নেই, আষাঢ় মাস অকাল, শ্রাবণ মাসে মাত্র উনিশে আর একুশে···দু'টি দিন!···

জ্যোৎস্নায় দিগন্ত প্লাবিত হ'য়ে গেছে।

বসন্তের কোকিলগুলো তখনো গ্রীষ্মকালের মান খুইয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে ডানা ওড়ায়নি! যখন তখন কুহু কুহু করে!

সৌদামিনীর মনের মাঝে কুহু শুনে 'উহুর' সাড়া না এলেও, মন তর চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

— আজ ফুল-দোলের রাত্রি,···বোধ হয় পোড়ারমুখো কোকিলগুলো বুঝতে পেরেছিল।

প্রতিনিয়ত ডাকে—কুহু—কু—হু—উ—উ··

সৌদামিনী শুয়ে শুয়ে বুকে হাত রেখে ভাবে।

টাইম্‌পীসটা দম খেয়ে ঘুম ভাঙ্গাতে পারে, কিন্তু ঘণ্টা-আধঘণ্টায় বেজে উঠ্‌বার মত কলকব্জা তার অবয়বের মধ্যে নেই, খালি টিক্‌-টিক্‌ ···অবিরাম।

শিয়রে ছিল দেশালাইয়ের বাক্স। সৌদামিনী খস্ ক'রে একটা কাঠি জ্বেলে দেখে—রাত এগারোটা হ'তে খুব বেশী দেরী নেই, সাত-আট মিনিট মাত্র বাকী।

গোপীরমণের জীর্ণ মন্দিরে উৎসবসমারোহ শেষ হ'য়ে গেছে। লোকজনের আর সাড়া মেলে না। পথচলতি দু'একজনের পায়ের শব্দ আসে কানে। আর ক্বচিৎ কখনো কুকুরের ভেউ ভেউ আওয়াজ পাওয়া যায়।

সৌদামিনীর মনে হ'লো—ওদের বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে কে-যেন ডাকছে।

বাড়ীর চারিধারে পাঁচিল নেই, সুতরাং সদর দরজারও বালাই নেই। যে আসে সে উঠোনেই বরাবর চ'লে আসে।

ঘা খেয়ে-খেয়ে পাথরের বুকে আগুন বেরোয়, অথবা টুক্‌রে টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙ্গে যায়, তবু গলে' জল হয় না।

সৌদামিনীর সাহস ছিল প্রচুর। বেয়াড়া বিদ্রূপ আর গেঁয়ে তামাসাকে সে বরাবরই ঘৃণা ক'রে এসেছে। যে যাই-ই ব'লতো সৌদামিনী অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে যেত' তবু তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে চাইতো না।

সৌদামিনী বাহিরের ডাক শুনে, সাহস ক'রে দোর খুলে এসে দাওয়ায় দাঁড়ালো। ধীরভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলে—কে—?

—আমি...সত্ন।

—কে—মেসোমশায়!...এতরাত্রে...হঠাৎ যে? ...সব ভালো আছে তো?

বিপ্রদাস দু'এক পা ক'রে এগিয়ে এসে দাওয়ার উপরে ব'সে পড়লো। তারপর বুক-পকেট থেকে একখানা রেশমী রুমাল বার ক'রে ঘন ঘন মুখ মুছতে লাগলো।

রেশমী রুমালের গায়ে যে সুগন্ধি এসেন্স মাখানো ছিল, তারই গন্ধ এলো সৌদামিনীর নাকে; মুগ্ধ না হ'য়ে সৌদামিনী যেন বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। আঁচলের এক অংশ নাকে দিয়ে ব'ললে—মাটিতে ব'সলেন কেন, উঠুন আমি আসন পেতে দিচ্ছি।

বিপ্রদাস কিন্তু উঠলো না।

ব'ললে সুকুমারকে আমি নিজের ভাইয়ের মতই ভালবাসি সদু; তার বাড়ীতে আদর-অভ্যর্থনা আমার একটুকুও পছন্দ নয়। আসন তোমাকে আনতে হবে না এসে বসো, যার জন্যে এলাম, তাই তোমাকে শুনিয়ে যাই।

সৌদামিনী আর কিছু না ব'লে ঘর থেকে প্রদীপ জ্বেলে বাইরের দাওয়ায় নিয়ে এলো, তারপর অকুণ্ঠিত হ'য়ে বিপ্রদাসের কাছাকাছি একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে ব'সলো।

বিপ্রদাস খানিকক্ষণ কোনো কথাই কইলে না। পকেট থেকে সিগ্রেট্ বা'র ক'রে ধরালে, দু'একবার টেনে সৌদামিনীর সুমুখে ধোঁয়া ছাড়লে, তারপর হাতের সিগ্রেটটা উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, বিরক্তির ভাবে বলে উঠলো—ভাল লাগে না।...ঘরে তামাক-টামাক কিছু আছে, সদু?...সুকুমার তো বেজায় তামাক টানে দেখেছি! হুঁকো-কল্‌কে...আছে তো?

সৌদামিনী 'হু' বলেই গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। ওর মনে হ'লো রাত

এগারোটায় নিজের নির্দ্দিষ্ট জায়গা ছেড়ে, হঠাৎ এভাবে তামাক খেতে চাওয়ার মতলব কেন ?

বিপ্রদাস ততক্ষণে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। শুধু দাঁড়ানো নয়, একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেও ওর বাধে নি।......

সৌদামিনী খুঁটি ধরে বাহিরে দাঁড়িয়ে।

বিপ্রদাস ঘরের মধ্যে—অন্ধকারে।

প্রদীপটা দখিন্ হাওয়ার পরশ সইতে পারে নি, অনেকক্ষণ নিভে গেছে।

বিপ্রদাস ডাক্‌লে—সদু !

—কেন ?

—আলোটা—? দেশলাই আমার কাছেই রয়েছে !

ব'লতে ব'লতে, সৌদামিনীর অপেক্ষা না করেই বিপ্রদাস বাইরের দাওয়া থেকে প্রদীপটা নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে জ্বেলে দিলে, তারপর জিজ্ঞাসা করলে—কই, তামাকের সাজসরঞ্জাম ?

সৌদামিনী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ব'ললে—ঐ তো···দেখুন না ?···

বিপ্রদাস তামাকে টান দিচ্ছিল।

সৌদামিনী অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌লো।

ব'ললে—রাত দুপুরে কি জন্যে এসেছিলেন, তা তো কই ব'ললেন না, মেসোমশায় ?

বিপ্রদাস সঙ্কেতে সবুর করতে বলে, দুটি চক্ষু বুজে আরামে তামাক টানতে লাগলো।

প্রায় তিন-চার মিনিট পরে, বল্‌লে—আসল কথা কি জানো,

বিনোদবাবু বয়েসে আমার চেয়ে বড় নয়, কিন্তু সম্বন্ধে বড়। জয়ার মা ওঁকে বড়দা বলে ডাকতো। সেই বিনোদবাবুর সামনে তামাক-টামাক আমি খাইনে। সমীহ ক'রে চলি। লোকটা রাত একটা অবধি ঘুমোয় না কিনা, আমারও তাই তামাক খাওয়া চলে না। অথচ আমার শহরের বাসায় যদি কখনো যাও, সদু, দেখবে পাঁচহাত লম্বা শটকা, আর এক ডজন কলকে···সবগুলোই তামাকে ঠাসা।

গম্ভীর হ'য়ে সৌদামিনী ব'ললে—তা হ'লে আপনি শুধু তামাক খেতেই এসেছিলেন! আর কোনো কাজ ছিল না?

চোখ বুজে বারকতক ঘন ঘন হুঁকোয় টান দিয়ে, গোলালো ধোঁয়া সৌদামিনীর দিকে ছেড়ে, অনেকক্ষণ বিপ্রদাস তার পানে চেয়ে রইলো। যেন কতই আনমনা! তার পর ব'ললে—কাল বাদে পরশু দিন বিকেল নাগাত—সুকুমার বাড়ী ফিরবে। এসব যাত্রা-অপেরা নিয়ে মেতে থাকলে সংসার চ'লবে না। তাকে বুঝিয়ে ব'লো—

ঠিক ঘায়ের মুখে ওষুধ পড়েছে।

বিপ্রদাস পাকা লোক না হলে ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রিয় হয়? সৌদামিনীর যে কোন্‌খানে ব্যথা, তা ও জেনে নিয়েছিল।

সৌদামিনী বিপ্রদাসের কথা শেষ হতে না দিয়েই, তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো—বহুবার তাকে বুঝিয়েছি, মেসোমশায়। দু'একবার নয়, হাজার বার! কথায় কান না দিলে আমি করবো কি?

ডান হাতের হুঁকোটা বাঁ হাতে নিয়ে বিপ্রদাস বিপুল বিস্ময়ে সৌদামিনীর মুখপানে চাইতে লাগলো।

—বলো কি, সদু! এত অবোধ আমাদের সুকুমার! কেন, সে কি আজো বোঝেনি যে, তাকে বোনের বিয়ে দিতে হবে, আর সেই বোনের বয়েস সতেরো পার হ'তে চলেছে?

সৌদামিনী ব'ললে—তার বেহালা বেঁচে থাক্! ও-সব কথা সে কোন দিনই ভাববে না।...কিন্তু সত্য ব'লছি, মেসোমশায়! আপনাকে দাদা যথেষ্ট খাতির করে, আপনি যদি তাকে ঘর-সংসারের কথা বুঝিয়ে না বলেন, তা হ'লে একদিন রাতদুপুরে বেহালায় আগুন ধরিয়ে দেব। কিম্বা নিজের কাপড়ে-চোপড়ে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বালবো।

বিপ্রদাস ব'ললে—ও-সব বুদ্ধি নয়, সদু, ওর নাম দুর্ব্বুদ্ধি। কেরোসিন জ্বেলে আত্মহত্যা করাটা খুব বাহাদুরী নয়। আমি যখন আছি, একটা কিছু করবোই। সুকুমার এলেই আমার কাছে শহরে পাঠিয়ে দিয়ো। -তোমার দাদার চেয়েও তোমার বিয়ের ভাবনা আমি বেশী ভাবি আজকাল।

সৌদামিনী মুখ নত ক'রে ব'ললে—আপনি আমার বাপের মত—

বিপ্রদাস ব'ললে—বাদ দাও, ওসব কথা এখন বাদ দাও, সদু, কে বাপ, কে মেয়ে—দুনিয়ায় কে কার? সব আপন আপন।...কিন্তু বাজে কথা যাক। সুকুমারকে ব'লো,—ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবকে ব'লে ক'য়ে তার জন্যে যা হোক একটা চাকরী জুটিয়ে আমি দেবই। সে ক্ষমতা আমার দস্তুরমত আছে। অন্ততঃ চল্লিশটে টাকা মাস গেলে ঘরে আসবে।... এই ভালুইপাড়ায়, অপেরা পার্টির ওস্তাদিতে তার কিচ্ছু হবে না।

সৌদামিনী অল্প হেসে ব'ললে—কিন্তু অপেরা পার্টি নিয়েই তো গাঁ-শুদ্ধ লোক মেতে উঠেছে : আপনিও বড় কম মাতেন নি, মেসোমশায়, আপনার নামেই তো অপেরা পার্টির নাম।

মজিয়ে মজিয়ে বিপ্রদাস ব'লতে লাগলো—বড় কঠিন ঠাঁই সৌদামিনী, এ বড় শক্ত ঠাঁই। নামেই হো'ক, আর খেতাবেই হো'ক,...তেল মালিশ ক'রে বিপ্রদাস চৌধুরীর কাছে কেউ নখ বসাতে পারবে না। ও-সব আমি ঢের বুঝি। আমার তর্জ্জনীর ইসারায় সারা জেলাটা তোলপাড় হ'য়ে ওঠে। আজ অপেরা পার্টি, কাল কীর্ত্তনের আখড়া হ'তে পারে।...তুমি একটুও ভেব' না সদু, বিয়ের ভাবনা সুকুমার না ভাবে, আমি ভাববো।

সৌদামিনী সলজ্জ হ'য়ে ঘাড় হেঁট করলে।

ওর দৃষ্টিতে লজ্জার সঙ্গে কৃতজ্ঞতার সংমিশ্রণ ছিল।

সোনা-রূপোর মেডেলের একছড়া মালা আর নগদ পঞ্চাশটি টাকা পুরস্কার নিয়ে সুকুমার-ওস্তাদ রামজীবনপুর থেকে দলবল সহ ফিরে এলো।

গাঁ-ময় টি-টি প'ড়ে গেল।

কেউ বলে—গাঁয়ের নাম আজ বিখ্যাত হ'য়ে গেল।

—সুকুমার ওস্তাদ ভালুইপাড়াকে বাংলার একটা গ্রামের মত গ্রাম ব'লে জানিয়ে দিয়ে এসেছে।

—রামজীবনপুরের লোক পায় তো সুকুমারকে মাথায় ক'রে নাচে।—

এমনি কত কথা!

কিন্তু আশ্চর্য্য এমনি, বিকেল পাঁচটায় গ্রামে ফিরে এসেছে, তবু সুকুমার এখনো বাড়ী ঢোকে নি।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।

দাওয়ার উপর মাদুর বিছিয়ে সৌদামিনী অন্ধকারে একাই শুয়ে ছিল।

মেডেলের মালা প'রে বাড়ী ঢুকবে, শাকপাতার চচ্চড়ি আর পুঁটিমাছের অম্বল যদি মুখে না রোচে,—এই ভেবে সৌদামিনী রান্না-ঘরের ত্রিসীমানা মাড়ায় নি। যখন আসে আসুক, যা হুকুম করে করুক,—যত রাতই হোক নির্ব্বিবাদে সৌদামিনী সে হুকুম পালন করবে।

জয়া এসে ডাক্‌লে—সদি!

সৌদামিনী উঠে বসলো, কোনো কথা কইলে না।

—কি আক্কেল তোর, সদি? এখনো রান্না চাপাসনি যে? সুকুমারদা এসেচেন, খবর পাসনি?

সৌদামিনী ধরাগলায় গম্ভীরমুখে ব'ললে—পেয়েছি।

—তবে—? রান্না-বান্না সব শেষ হ'য়ে গেছে বুঝি?

—না।

—চুপচাপ শুয়ে আছিস যে? দেহ ভালো নেই?···

—আছে।

সুকুমারদা এখনো বাড়ী আসেন নি?…তা আসবেনই বা কেমন করে? তাঁর অবসর কোথা? সারা-গাঁখানার লোক ঝুঁকেচে মেডেল দেখতে।…কিন্তু তুই আর দেরী করিস নি ভাই, উনুনটা ধরিয়ে ফেল। মামাবাবু ডোমপুকুরে একটা আড়াই সের রুই ধরেচে, ছিপে। খানকতক মাছ আমি এনে দিয়ে যাচ্ছি। ঝোল.ভাত তৈরী ক'রে নে। সুকুমারদা যে কখন ফিরবেন…শুনলাম এইবার মিটিং হবে! ফুলের মালা পরিয়ে সুকুমারদাকে গাঁয়ের লোক সম্মান দেখাবে।

সৌদামিনী হেসে উঠলো।

জয়া ব'ললে—হাসি নয়, মাইরি—আমি আপন চোখে দেখে এসেছি, আয়োজনের সাড়া পড়ে' গেছে। মেডেলগুলোও দেখে নিয়েছি।

বিদ্রূপের স্বরে সৌদামিনী ব'লে উঠলো—তবে তো মহাকাজই ক'রে এসেছিস, জয়া! তোর ভাগ্যে দেবদর্শন হ'য়ে গেছে।

জয়া ব'ললে—ঠাট্টা-তামাসা যতই করো সহ্য, দেবদর্শন না হোক, দর্শনযোগ্য জিনিস যে, তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। আমাদের গ্রামের প্রত্যেক লোকেরই এটা দর্শনযোগ্য।

সৌদামিনীর গাম্ভীর্য্য অটুট রইলো।

ব'ললে—দর্শনের অযোগ্য—এমন কথা তো আমি বলিনি, জয়া! ঠাট্টা-তামাসাই বা আমি কোথায় করলাম? দর্শনযোগ্য জিনিষ মাত্রেই দুর্লভ, আমি তাকে দেবদর্শনেরই সামিল ব'লে বিবেচনা করি।…তা কি রকম দেখলি? বেশ বড় বড় মেডেল?—না, ছোট?

জয়া উত্যক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

ব'ললে—বাপের আদুরে মেয়ে, আহ্লাদে' মেয়ে—এসব বিশেষণ আমার বিস্তর আছে, সদি। কিন্তু জয়া যে 'বোকা মেয়ে'—এ বিশেষণ আজো কেউ দিতে পারেনি। বুঝি আমি সব···। কিন্তু তবু ব'লচি, মেডেলগুলো সত্যিই দামী, আর দেখবার মত। কোনটা গোল, কোনটা চৌকা, কোনটা ত্রিভুজের মত,—একটা দেখলাম ঠিক অশথ-পাতার মত আকার। এগারোটা আছে, তার মধ্যে সাতটা সোনার।

—আর বাকীগুলো?

—'বাকীগুলো সব গোবর মাটির।'

ব'লেই জয়া দাওয়ার উপর থেকে নেমে জোরে জোরে বল্‌তে লাগলো।—রামজীবনপুরের মধ্যে যে সবচেয়ে মানী লোক, 'ইউনিয়ন বোর্ডের হাকিম, সে সুকুমার-দা'র হাত ধ'রে সাধাসাধি করেছে।

তাড়াতাড়ি সৌদামিনী ব'লে উঠলো—কেন রে, কিসের জন্যে সাধাসাধি করেছে?—দাদার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে বলে? না—কী?...

জয়া আর জবাব দিলে না। দম্ দম্ ক'রে পা ফেলে পথ দিয়ে গেল।

তখন চাঁদের রূপালি উৎসব সুরু হ'য়ে গেছে।

দিকে দিকে ডাকছে কোকিল।

বনে-জঙ্গলে, বাগানে-কাননে ফুটেছে অগণিত ফুল। দক্ষিণ হাওয়া হ'য়ে উঠেছে মাতাল!

সৌদামিনী দাওয়া থেকে প্রাঙ্গণে নেমে এল।

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে—উৎসব সুরু হ'য়েছে সত্যিই, কিন্তু বাজনা এখনো বাজেনি। ফুল অসংখ্য ফুটেছে, অলিসমাগম তখনও হয়নি!

সৌদামিনী উনুনে আগুন দিয়ে, রান্নার আয়োজন করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে জয়াদের ঝি আটখানা কাটা-মাছ নিয়ে এসে বল্লে—জয়াদিদি পাঠিয়েছে।

সৌদামিনী অবাক হ'য়ে গেল। জয়ার আচরণে তার বিস্ময় এলো অনেকখানি। নিজে 'আসবো' বলে—এলো না!

জিজ্ঞাসা করলে—জয়া এলো না যে?

—না। সে এতক্ষণ ঘুমিয়ে প'ড়েছে।

সৌদামিনী মনে মনে হাসলে।

ঘড়িতে বেজেছে দশটা।

সৌদামিনীর রান্না শেষ হ'য়ে গেছে অনেকক্ষণ।

বেহালায় সুর টানতে টানতে সুকুমার বাড়ী ঢুকলো।

সৌদামিনী হারিকেনের আলো জেলে, হাত মুখ ধোবার জল ঠিক ক'রে দিয়ে আবার মাদুরের ওপর ব'সে পড়লো,—দাদার সঙ্গে কথা কইলে না।

সুকুমারের বেহালা তখন থেমে গেছে। কণ্ঠে এসেছে গুন্ গুন্ আওয়াজ।

গুন্ গুন্ ক'রে গান গায়, আর পাশের পকেট, বুক-পকেট থেকে টাকা-পয়সা নোট—কত কি বার করে।

সৌদামিনী নীরবে ব'সে ব'সে তাই দেখে।

টাকা-পয়সা সিকি-দুয়ানি আর নোট—সবগুলো মুঠো ভর্ত্তি ক'রে সুকুমার বোনের সুমুখে রেখে দিয়ে ব'ললে—যাত্রাটা খুব ভালোই হ'য়েছিল।

তারপর একফুট লম্বা একটা কাঠের সরু বাক্স আর বেহালাখানা মাদুরের উপর রেখে দিয়ে ব'ললে—এগারোটা মেডেল আছে ঐ বাক্সটায়।—খুলে দেখ!

সৌদামিনী খুলে না দেখলেও বাক্সটায় বার কতক হাত বুলিয়ে নিলে। টাকাগুলো আর নোটগুলো মিলিয়ে দেখলে চল্লিশ টাকা সাত আনা।

জিজ্ঞাসা করলে—তবে যে শুনলাম পঞ্চাশ টাকা!

সুকুমার তখন পা ধুতে ধুতে গান ধরে দিয়েছে—আজ শরতের রূপ-দীপালী…

সৌদামিনী আবার জিজ্ঞাসা করলে—পঞ্চাশ টাকা পেয়েছিলে শুনলাম যে?

সুকুমার ব'ললে—বেড়ে চাঁদখানা উঠেচে—কি বলিস সদু? তোর রান্নার যদি দেরী থাকে, তাহ'লে বেহালাখানা দে, উঠানে বসে খানিক বাজাই…

—আজ শরতের রূপ-দীপালী…

সৌদামিনী ব্যাপার দেখে আর কিছু ব'লতে চাইলো না। নীরবে ভাত বেড়ে নিয়ে এলো, নীরবেই ঠাঁই ক'রে দিলে!

সুকুমার হাতে জল দিয়ে ভাতের গ্রাস তুলবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সুর ভাঁজতে লাগলো।

অন্য অন্য দিনের চেয়ে সুকুমারের আজ সকালবেলায় ঘুম ভাঙতে অনেকখানি দেরী হ'লো।

সৌদামিনী ইচ্ছা ক'রেই ডাকলে না।

গত ক'দিনের অনিয়ম আর রাত্রি জাগরণ…মানুষের শরীর তো!…

জয়া এলো লাফাতে লাফাতে।

—হ্যাঁরে, সদি, কাল নাকি সুকুমার-দা' রিয়েসাল-ঘরে ব'সে মদ খেয়েছিল?

সৌদামিনীর ভয়ানক রাগ হ'লো।

গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—কি-জানি।

—কত রাত্রে বাড়ী ফিরলো?

—ঘড়ি দেখিনি।

জয়াও এইবার গম্ভীর হ'য়ে উঠলো।

ব'ললে—ঘড়ি দেখা তোর উচিত ছিল। যাত্রা-থিয়েটারের লোক গুলো প্রায় সবাই মদ-ভাঙ খায় শুনেছি। সুকুমার দাদা'কে সাধারণের মত হ'তে দেওয়া উচিত নয়।

তারপর ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাক সুরু করলে—সুকুমার-দা'! —অ সুকুমার-দা'!

সুকুমারের তখনো নাক ডাকে।

সৌদামিনী ব'ললে—যা হ'বার হ'য়ে গেছে জয়া। ঘুমুলে যদি দেহটা সুস্থ হয়, ঘুমোক না। পরে যা ইচ্ছে কৈফিয়ৎ তলপ করিস। এখন থাক্।

জয়া রেগে উঠলো।

ব'ললে—ভবে তাই থাক্। যা খুশী করুক। আমার এত মাথাব্যথা কিসের! কিন্তু চুপ ক'রে যদি থাকিস, ঘর-সংসার দূরে যাক্, তোর বিয়ে পর্য্যন্ত পণ্ড হ'য়ে যাবে। বাবার মুখে শুনেচি, অজ্ঞানের দায়িত্ব-জ্ঞান থাকে না।

সৌদামিনী আপনমনে ঘরের কাজ করতে লাগলো। জয়ার কথায় কোনো জবাব দিলে না।

বেলা দশটায় সুকুমারের ঘুম ভাঙলো।

জয়া বহুক্ষণ বাড়ী চ'লে গেছে।

সৌদামিনীও উপস্থিত নেই; পুকুরে গেছে নাইতে।

সুকুমার বেহালা বাজিয়ে গান ধরলো—

'মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী—'

সৌদামিনী স্নানান্তে ফিরে এলো, সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারের গানও বন্ধ হ'য়ে গেল। সৌদামিনীর অসাধারণ গাম্ভীর্য্য দেখে ওর ভয় হ'য়েছিল।

সৌদামিনী জলের ঘড়াটা নামিয়ে শুক্‌নো কাপড় আনতে ঘরে ঢুকলো।

সুকুমার চট্ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো—তোর আটপৌরে শাড়ী আছে ক'খানারে, সদু?

সৌদামিনী গম্ভীরভাবেই জবাব দিলে—এই একখানা।

—বলিস কি! মোটে?...দে দে, টাকা বার করে দে, জোড়া-তিনেক শাড়ী তোর আজই কিনে এনে দিই।

সৌদামিনী বাইরে এসে কাপড় ছাড়লে। তারপর পুনরায় ঘরে গিয়ে ব'ললে—উঠে হাতমুখ ধোও। বেলা কত হ'য়েছে দেখেছ? কাপড় এখন আনতে হবে না। ভালুইপাড়ার দোকানদার গলা কেটে দাম নেবে। আজ সন্ধ্যের গাড়ীতে শহরে যাও। মেসোমশায়, জয়ার বাপ—বার বার ক'রে তোমাকে যেতে ব'লে গেছেন। ভয়ানক জরুরী দরকার। কাপড়-চোপড় যা কিনতে হয় শহর থেকেই কিনো।

সুকুমার বিস্মিত হ'য়ে ব'ললে—জয়ার বাপ...কে, বিপ্রদাসবাবু? আমাকে যেতে ব'লেছেন—শহরে? কিন্তু কেন তা জানিস?

সৌদামিনী ব'ললে—সেসব কথা তাঁর কাছেই শুনো। অতশত জানিনে।

চিন্তিত হ'য়ে সুকুমার ব'সে রইলো।

দাওয়াটা রৌদ্রে ভরে গেছে। গ্রীষ্মের তাপে চারদিক তেতে আগুন হ'য়ে উঠেছে। আগুনের হল্কার মত বইছে হাওয়া! বাইরে যাওয়াই সঙ্কট।

সুকুমার ব'ললে—আজ তো আমার যাওয়া সম্ভব নয়,—কালও নয়। পরশু...বোধ হয় পরশুও ঘটে উঠবে না। দিনচারেক বাদে না হয়—

সৌদামিনী অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে—তবে যেয়ো না। নিজের পায়ে, নিজের হাতে কুড়ুল মারতে তুমি যেমন ওস্তাদ, তেমন আর এক-

জনও নয়। তুমি আপন গলায় ছুরি চালাতেও পারো, কিন্তু ওই বেহালার গায়ে আঁচড় কাটতে তোমার হাত কাঁপে। কিন্তু আজ আমি বাসিমুখে তোমাকে সিধেকথা জানিয়ে দিচ্ছি দাদা, ওই বেহালাই হবে তোমার কাল। তোমার ঘরের লক্ষ্মী পালাবে।

সুকুমার বোনের অভিমান দেখে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগলো। ব'ললে--তিন দিনে নগদ পঞ্চাশ টাকা আর না-হবে দু'শো-আড়াইশো টাকার মেডেল—এত বড় গাঁখানার মধ্যে কোন্ ব্যাটা আনতে পারে আমায় দেখাবি সদু? মেডেলের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম, টাকার কথা তো ছাড়লে চলবে না।

—উনুনে ভাতের হাঁড়িটা বসিয়ে, সেই হাঁড়িতে জল ঢালতে ঢালতে সৌদামিনী ব'ললে—কোনো-কিছুর কথাই তো আমি ছাড়িনি।

—তবে? বেহালার অপমান করছিস যে?

সৌদামিনী ফিরে দাঁড়ালো। মেডেলের বাক্সটা আর নগদ টাকার থলিটা বার ক'রে সুকুমারের সুমুখে রেখে ব'ললে—তিনদিনের উপার্জ্জন, আমি একবারও অস্বীকার করি নি, কিন্তু এর পর থেকে তিনমাস কি তিন বছর ব'সে থাকতে হবে তো? বাঁধা আয় না থাকলে সংসার চলে? রামজীবনপুরের মত পাওনা যদি আর না হয়? যদি আর কোথাও তোমাদের দলকে কেউ না ডাকে!

সুকুমার জোরে হেসে উঠ্‌লো।

—পাগলি কোথাকার! দে, তেল-গামছা দে, ডোমপুকুর থেকে মাথাটা ডুবিয়ে আসি।

সৌদামিনী তেল গামছা দিয়ে বললে—মেসোমশায় তোমাকে চাকরী

দেবেন,—দিব্যি ক'রে বলে গেছেন। শহরে তোমাকে আজ যেতেই হবে দাদা। না গেলে আমি দেওয়ালে মাথা ঠুকবো।

তেল মাখতে মাখতে,—সুকুমার বলে উঠ্‌লো—বোকামি করতে যেয়ো না। মাটির দেয়ালে মাথা ঠুকলে খালি ফুলে' ওঠে, মাথা দু'টুক্‌রো হয়ে ভাঙ্গে না, রক্তারক্তিও হয় না।…কিন্তু আমি তো নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে নেই, সদু! বিয়ে তোর দেবই। গাঁয়ের লোক আমাকে সমাজে পতিত করতে পারবে না,—এ তুই পাকাপাকি ধ'রে রাখিস

সৌদামিনী জোরে জোরে ব'লতে লাগলো—বামুন-বাগ্‌দী একসঙ্গে বসে ওই রিয়েসাল-ঘরে মদ পাঁঠার শ্রাদ্ধ ক'রেছ, এর পর বাগ্‌দী-ডোমের বাড়ীতে ব'সে তাদের হাঁড়ির ভাত খেতেও তোমার বাধ্‌বে না। সেই দিন থেকে সমাজপতিরা তোমাকে মাথায় ক'রে নাচবে।

সুকুমার আবার হেসে উঠ্‌লো।

রাত্রি প্রায় আটটা।

সুকুমার একটা কাগজে-মোড়া পুলিন্দা হাতে ক'রে বাড়ী ঢুকলো।

সৌদামিনীর তখনও রান্না শেষ হয় নি। একবার মুখ ফিরিয়ে চাইলে মাত্র, কথাবার্ত্তা কিছু কইলে না।

সুকুমার ব'ললে—জানিস সদু,—তুই যা ব'লছিলি, একটুও মিথ্যে নয়। ভালুইপাড়ার দোকানদারগুলো সত্যিই গলা কেটে জিনিসের দাম নেয়। সাধে এই সব পাড়াগাঁয়ের ব্যবসা চলে না।···এই দেখ না,—এক জোড়া ধোয়া ধুতি, যার ক'লকাতার দর তিন টাকার বেশী নয়, ঐ ব্যাটারা দিব্যি হাসতে হাসতে ব'ললে—পাঁচ টাকা ছ'পয়সা! মুখে একটু বাধলো না!

সৌদামিনী এগিয়ে এলো। রাগ-রাগ ভাবে ব'ললে—তোমাকে যে ব'ললাম—শহর থেকে কিনো! কাপড় যা আছে, দু-দিন আমার চলে যাবে।

সুকুমার পুলিন্দাটা খুলতে-খুলতে ব'ললে—ব'ললাম যে, শাড়ী নয়, ধুতি। আমার জন্যে কিনতে হ'লো। না কিনলে উপায় নেই, তাই। নইলে একজোড়া গেঞ্জির দাম দু'টাকা দশ আনা আমি দিই! ক'লকাতায় যা পাঁচসিকেয় কিনতাম!

সৌদামিনী আর কোন কথা কইলে না। মুখ ফিরিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল, সুকুমার ডাকলে—একটা কথা আছে সদি, ও-বেলা থেকে ব'লবো-ব'লবো ক'রে তোকে বলা হয়নি। শোন্—

সৌদামিনী ফিরে দাঁড়ালো।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে—রান্না হয়ে গেছে?

—না। দেরী আছে।

—কত দেরী?

—বেশী নয়, হ'লো ব'লে। খাবে এখুনি?

—হ্যাঁ, আমাকে সাড়ে ন'টার ট্রেনে রামজীবনপুর যেতে হবে।

সৌদামিনীর কৌতূহল হ'লো অদম্য।

জিজ্ঞাসা করলে—আবার কেন? বায়না এসেছে নাকি?

সুকুমার আমতা আমতা ক'রে উঠলো।

ব'ল্লে—বায়নারই সামিল। কথা দিয়ে এসেছি, না গেলে ছোটলোক বল্‌বে। তা নইলে বিপ্রদাসবাবুর অনুরোধ আমি ঠেলে রাখি। নসীরামবাবুকে কথা দিয়ে না এলে, আজই তো শহরে চলে যেতে পারতাম।

—নসীরামবাবু—? তিনি আবার কে?

রামজীবনপুরের মধ্যে সবচেয়ে বড়লোক আর মানী লোক তিনি। ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, মস্ত বড়লোক। ষোলোখানা হালের চাষ। বাগানপুকুর, জমি-জায়গা,—সীমা-সংখ্যা নেই। তেজারতী কারবারে ষোলো-সতের হাজার টাকা খাটে।

সৌদামিনী শুন্‌তে শুন্‌তে মসগুল হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলে,—তোমাকে চাকরি-বাকরি কিছু দিতে চেয়েছেন বুঝি?

সুকুমার হেসে উঠ্‌লো।

বল্‌লে,—চাক্‌রি নয়, সুদু, দিতে চেয়েছেন আমাকে যথাসর্ব্বস্ব। তাঁর একটিমাত্র মেয়ে, সেই মেয়েই হ'লো অতবড় সম্পত্তির মালিক, সে আমার বেহালা শুনে মোহিত হ'য়ে গেছে। তাই…নসীরামবাবু… মেয়েটিকে আমারই হাতে…দিতে চেয়েছেন। ভারী আগ্রহ দেখলাম। …কিন্তু তুই আর দেরী করিস্‌নি সদি। যা হ'য়েছে, আমাকে বেড়ে দে। ডাল-ভাত হ'য়ে গেছে তো? এর পর খাওয়ার জন্যেই যদি ট্রেন

ফেল করি, তাহ'লে সে-দেশের লোক বোকা ছাড়া আর কিছু বলবে না।

সৌদামিনী ভাবছিল জয়ার কথা।

জয়া কাল রাত্রে এই কথাই ব'লে গেছলো। কিন্তু সে উড়িয়ে দিয়েছিল হেসে! বরং কথা শেষ করতে না দিয়ে বিদ্রূপের বাণে জয়াকে জর্জ্জরিত ক'রে দিয়েছিল।

সৌদামিনীর মনে এলো নানা কথা।···অনেক কথা। কিন্তু উচ্চবাচ্য না ক'রে নসীরামবাবুর ভাবী জামাতাকে সে অন্নব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত করতেই বেশী ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।

বাড়ী থেকে ষ্টেশন খুব বেশী দূরে নয়।

সুকুমারের খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, এমনি সময় টিকিটের ঘণ্টা বাজলো।

সৌদামিনী এবং সুকুমার দু'জনেই তা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল।

খাওয়া অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই সুকুমার আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো।

সৌদামিনী ব'ললে—সবে তো টিকিট-ঘণ্টা। গাড়ী আসতে অনেক দেরী। উঠ্‌লে কেন?

অত্যন্ত শ্লেষের সুরে সুকুমার ব'ললে—উঠলাম তোমারই অত্যাচারে। মা'র পেটের বোন, তবু তোমার এতটুকু মমতা নেই। খালি আপন স্বার্থই দেখে আস্‌চো তুমি। রেলকোম্পানী আমার কত্তাবাবা হয় কি-না, ..তাই দেরীতেও আমার জন্যে গাড়ী থামাবে।

সৌদামিনী কি একটা বলতে যাচ্ছিল, সুকুমার রুদ্রচীৎকারে বলে উঠলো—চোপ···বেইমান···নেমকহারাম কাঁহাকার!

সৌদামিনী চোখে-মুখে আঁচল চাপা দিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। কথা আর মুখ দিয়ে ওর বেরুলো না।

এমনি সময় জয়া এসে ডাকলে—সুকুমার-দা' আছ নাকি?

সুকুমার তখন কাপড়-চোপড় ছাড়বার আয়োজন করছিল। জয়াকে মুখ ভেঙিয়ে উঠলো—কেন? রাতদুপুরে সুকুমারদা'কে নিয়ে কি কাজ?

জয়াও অপ্রতিভ হ'লো।

কিন্তু অপ্রতিভ হ'য়ে নীরব থাকবার মত মেয়ে সে নয়। ব'ললে—তোমাকে বাবা ডাকছে। এক্ষুণি একবার চলো।

সৌদামিনী ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

সুকুমার সৌদামিনীর মুখপানে চেয়ে অনেকখানি নরম হ'য়ে বললে—তোর বাবা···আজ এসেছেন নাকি?

—হ্যাঁ, এই তো সন্ধ্যের গাড়ীতে এলেন।

—হঠাৎ যে? ছুটি তো নেই!

—ছুটি নিয়ে এসেছেন। কাল আমার মায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ কি-না, তাই—

সুকুমার যেন শুনতে পেলে—দূরে সাড়ে ন'টার গাড়ীখানা হুস হুস শব্দে ছুটে আসছে।

ওর মন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

ষোলখানা হালের চাষ—ষোল হাজার টাকা তেজারতীতে খাটে, জমি-জায়গা, বাগান-পুকুর অসংখ্য!

নসীরামবাবু ইউনিয়নান বোর্ডের হাকিম।

তাঁর শাসনে বাঘে-বকরিতে একঘাটে জল খায়।

মান-খাতির কত! অমন লোক ভালুইপাড়ায় নেই।

তাঁর একমাত্র মেয়ে...

রাজত্ব এবং রাজকন্যা!

সুকুমার আরো চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

সাড়ে নট'ার গাড়ীখানা এলো হয়তো এতক্ষণ।

অথচ বিপ্রদাসবাবুকেও চটানো চলে না।

সুকুমার সৌদামিনীর মুখপানে চেয়ে ভাবতে লাগলো।

জয়া বললে—ফরসা জামা-কাপড় কেন? সুকুমার-দা'? কোথায় যাবে?

সুকুমার কি ভেবে চট ক'রে ব'লে বসলো—না, আজ ময়লাগুলো বদলাতে হয়েছে কি-না তাই।... তুই যা, আমি মিনিট দশ-পনের পরেই যাচ্ছি। বিপ্রদাসবাবুর জন্যে ভালো তামাক সেজে নিয়ে যাবো—বলিস।

তখন সত্যি সত্যিই ট্রেনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

সৌদামিনী ভেবেছিল, সুকুমারের তরফ থেকে আর কোন সাড়া না পেয়ে বিপ্রদাসবাবু রাত্রেই একবার আসবেন, এবং যদি আসেন তাহ'লে তাঁরই সুমুখে সবকথা ব'লে মনের বোঝা সে অনেকখানি হাল্কা করে নেবে।

কিন্তু রাত্রে আসা দূরের কথা, পরের দিন সকালেও যখন বিপ্রদাস এলো না, তখন সৌদামিনী ভাবলে, আজ—এ-বেলায় আসা সম্ভব নয়। আজ জয়ার মায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ। মন্ত্র পড়তে হবে, লোকজন খাওয়াতে হবে,—হাতে অনেক কাজ।

অবশ্য জয়া তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে গেছলো।

দুপুরে—ও-বাড়ীতে খেতে গিয়ে সৌদামিনীর সঙ্গে বিপ্রদাসের যা দু'চার কথা হ'লো, তাতেই সুকুমার-চরিত্রের মর্ম্মকথা অনেকখানি প্রকাশিত হ'য়ে গেল।

কিন্তু বিকেলবেলা কেন, সন্ধ্যা—তা-ও উত্তীর্ণ হ'তে চ'ললো—তবু বিপ্রদাস আর এলো না।

সৌদামিনী মনে মনে অভিমান করতে গিয়ে মনে মনেই খানিক হাসলে?

ভাবলে, সূর্য্যের আলো না পেলে চাঁদের আলো খোলে না। সুকুমারকে ভালবাসেন ব'লেই কি তিনি কোনদিন খোঁজ-খবর নিতে এসেছিলেন?

রান্না-বান্নার বালাই নেই। সৌদামিনী ঘরের দরজা দিয়ে সকাল সকাল শুয়ে প'ড়েছিল। বিশ্বগ্রাসী চিন্তার বাড়বানল তার মাথায় মাথায় জ্বলে উঠেছে, বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ সবই বুঝি সেই আগুনে ভস্মসাৎ হ'য়ে যাবে। সংসারের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় তার ভূমিকম্পের কাঁপনে ঠক্ ঠক্

করে কাঁপছে, হয় ত' এক সঙ্গে ধ্বসে প'ড়ে যাবে নয় ত' একটু একটু ক'রে লুপ্ত হবে,—যা যাবে আর হয়ত তা মিলবে না।

বাপের বড় সাধের সৌদামিনী সর্ব্বহারা হ'য়ে অনাথার বেশে সাধারণের দোরে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে…

ভাবা আর চলে না!

কী দুর্ব্বিষহ চিন্তা।

কপালে কি সত্যি-সত্যিই তাই লেখা আছে!

সৌদামিনী দু'টি হাত যোড় ক'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

—হে বিধাতাপুরুষ! আমার বিধিলিপি কি সত্যিই তাই?

বারোটার ট্রেন আসছে। বিকট আওয়াজ!

যান্ত্রিক শব্দের কাছে সৌদামিনীর মনের তোলপাড় স্তব্ধ হয়ে আসে!

ঐ গাড়ীর তলায়…গলাটা লোহার রেলের উপর পেতে দিয়ে…

—'সৌদামিনী, আছিস নাকি?'

সৌদামিনী ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে এসে পরণের কাপড়-চোপড় সামলাতে সামলাতে বললে—আসুন!

বিপ্রদাস দাওয়ার উপর উঠতে উঠতে বললে—সময় কি আর পাই! একটি একটি ক'রে গু'ণে দেখলাম—আড়াইশো লোক আজ খেয়েছে। বিনোদবাবুকে এই জন্যই আমার ভয় লাগে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে জানে না। আমার কথা ছিল পঞ্চাশ জনের একজনও যেন বেশী না হয়।…গোলমাল এতক্ষণে শেষ হলো।

—আপনার খাওয়া ? হয়ে গেছে তো ?

—রাম বলো ! আমার আবার খাওয়া। বাঁধাধরায় থাকি। দশটা-পাঁচটা আফিস করি। অনিয়ম সহ্য হয় না। খাওয়া আমার আজকের মত শেষ।...কিন্তু তুই বুঝি খুব রাগ করেছিস—আমার ওপর ? হয়তো ভেবেছিস, বিপ্রদাসবাবু সেদিন রাত্রে কত না কথা ক'য়ে গেল, আর আজ আমার এমন বিপদেও একটিবার উঁকি মারলো না।... ভেবেছিস তো ?

সৌদামিনী অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে বললে—না মেসোমশায়, আমি একবারও তা ভাবি নি। আপনি যে কত ব্যস্ত ছিলেন, খেতে গিয়ে আপন চোখে তা আমি দেখে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন, আমি আলো জ্বালি।

বিপ্রদাস আসনে না ব'সে বরাবর আবার ঘরের মধ্যেই ঢুকে পড়লো।

বললে—আলো জ্বালবি ?...তা জ্বাল্। একটিবার তামাক খাওয়া যাক। কাল থেকে সুকুমার লোভ দেখিয়ে রেখেছে।

দক্ষিণ খোলা ঘর।

হু হু ক'রে রাতের হাওয়া আসছিল।

বিপ্রদাস একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে, সৌদামিনীর বিছানাতেই শুয়ে পড়লো, তামাক খাওয়ার কোন লক্ষণই দেখালে না।

সৌদামিনী কিন্তু এতখানি পছন্দ করে নি।

ব'ললে—খাটা-খাটুনির দেহ। সারাদিনটাই অনিয়মে কেটেছে। শুয়ে পড়লে আর উঠতে পারবেন না মেসোমশায়, বরং তামাক আমি

সেজে দিচ্ছি, হুঁকো কলকে নিয়ে বাড়ী চলে যান। বিনোদমামা কি এখনো জেগে থাকবেন! আর থাকলেই বা কি?

বিপ্রদাস উঠে বসলো।

ব'ললে—তাই যাবো। কিন্তু তোর সঙ্গে কাল আমার দেখা হবে না, সদু।...সুকুমারের যা রকম-সকম দেখছি, নিজের বিয়ে নিয়েই মেতে উঠলো। তোর কথা হয়তো ওর আর মনে থাকবে না। তারপর যে রকম শুনছি,—শ্বশুর হচ্ছে ধনী, অত্যন্ত পয়সাওয়ালা। শ্বশুরের টাকার তাতে জামাইয়ের মেজাজ যদি তেতে যায়, তাহ'লে দুনিয়াকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চাইবে না।

সৌদামিনী ঘরের মেঝেয় ব'সে তামাক সাজতে লাগলো,—কোন কথাই কইলে না।

বিপ্রদাস ব'লতে লাগলো—পথে-ঘাটে, গাঁয়ে-গাঁয়ে নানা জনে নানা কথা কয়, শুনতেও তো ভালো লাগে না। জয়ার মাত্র তেরো-চৌদ্দ বছর বয়েস, তবু আমি ওর বিয়ের জন্যে আধডজন ঘটক লাগিয়েছি। লোকের মুখে হাত দেওয়া—রাজা-রাজড়ারও ক্ষমতায় কুলোয় না।

সৌদামিনী ব'ললে—দাদা বোধ হয় বিয়ে না ক'রে আর ফিরবে না।

বিপ্রদাস মাথা নাড়তে নাড়তে ব'ললে—বয়েস খারাপ, ঝোঁকটাও চেপেছে পুরোমাত্রায়। কি যে করবে ঠিক বলা যায় না।...তা, তুই বরং এক কাজ কর,—যদি অসুবিধে হয়, আমার সঙ্গে দিনকতক শহরে গিয়েও থাকতে পারিস। দিব্যি দোতালা বাড়ী, তিন-চারখান শোবার ঘর, স্বচ্ছন্দে থাকা চ'লবে।

বিপ্রদাসের ডায়েরী

সৌদামিনী ক'লকের আগুনে জোরে জোরে ফুঁ দিতে লাগলো।

আগুনের রক্তাভায় ওর মুখখানা হ'লো ঠিক সাঁঝের সন্ধ্যামণির মত।—শোভা ছড়িয়ে পড়লো অপূর্ব্ব সুন্দর হ'য়ে।

বিপ্রদাস বসে বসে দেখে, আর কত কি ভাবে—হয়তো মতলব আঁটে।

সৌদামিনী হুঁকো আর কল্‌কে বিপ্রদাসের হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি তো কালই চলে যাবেন?

—যেতে হবে বইকি। গবর্ণমেণ্টের কাজ, মাস গেলে একরাশ টাকা মাইনে নিচ্ছি, কামাই করবার যো কী! তা ছাড়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমি একদণ্ড কাছছাড়া হ'লে দুটী চক্ষে অন্ধকার দেখেন। আমাছাড়া কি জেলার কাজ চলে!...তুই যদি যাস, দেখতে পাবি কত ঝক্কি আমাকে পোয়াতে হয়।

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলে—জয়াকেও তাহ'লে নিয়ে যাবেন?

দাঁতে জিভ কেটে বিপ্রদাস ব'ললে,—পাগল! জয়াকে কেন নিয়ে যাবো? সে গেলে তার দিদিমা যে দম আটকে মারা যাবেন! জানিস তো...নইলে একমাত্র মেয়ে, তাকে আমি এই পাড়াগাঁয়ে ফেলে রাখি!

সৌদামিনী অনেকখানি বিস্মিত হয়ে বললে—তবে আপনি আমাকে একাই সেখানে যেতে বলছেন! কিন্তু তাও কি সম্ভব মেসোমশায়?

মেসোমশায় ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগলো—সম্ভব সবই সৌদামিনী। আজ যদি তোমার সমস্ত ভার আমারই ঘাড়ে এসে চাপে, তাহলে অনেক কিছুই সম্ভব হতে পারবে। সেজন্যে তুমি একটুও ভেব না।

সৌদামিনীর মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর হয়ে উঠলো। কথা সে কইলে না বটে, তবে কথা কইবার জন্যে ভিতরে ছটফট করতে লাগলো।

রাত একটা বেজে গেল।

বিপ্রদাস বকর বকর ক'রে খালি বকে।

সৌদামিনী ওর কথার আগাগোড়া কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। অনেকক্ষণ—প্রায় দেড়টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন দেখলে বিপ্রদাস উঠে যাওয়ার কোনো লক্ষণই দেখায় না, তখন সৌদামিনী ব'ললে—ঘুমে আমার চোখ দু'টো জড়িয়ে আসছে মেসোমশায়; আজকের মতন আপনি বাড়ী যান। শহরে, আপনার বাসায় যাওয়াটা আমি এখন ভালবুক্তি মনে করিনে। জয়া গেলে অবিশ্যি কথা ছিল না। তাছাড়া, দাদা তো আমাকে ফেলে চলে যায় নি! চারদিনের মধ্যেই তার ফিরে আসবার কথা। যদি তেমন-তেমন হয়, নিশ্চয়ই আপনাকে খবর দেব।

বিপ্রদাসকে বাধ্য হয়ে উঠতে হলো।

ব'ললে—সেই ভালো। তবে যাবার সময় তোমাকে একটা কথা ব'লে যাচ্ছি, সদু, দুনিয়াসুদ্ধ লোক যদি তোমাকে না চায়, আমি চাইবো আদর ক'রে। কোথাও যদি তোমার ঠাঁই না থাকে, আমার ঘর চিরদিন খোলাই থাকবে। আমার কাছে থেকে তুমি যা চাইবে,

সাধ্যের অতীত না হ'লে হাসতে হাসতে তোমাকে আমি তা-ই দেব।

সৌদামিনী গলবস্ত্র হ'য়ে বিপ্রদাসকে প্রণাম করলে।

পাশের বাড়ীর দুতিনজন মেয়েমানুষ, নিশি রাতে বিপ্রদাসকে সৌদামিনীর খোঁজ নিতে আসতে দেখে, এতক্ষণ কানাঘুষো করছিল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্ত্তাও অনেকবার শুনে গেছলো। তারা আবার এসে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সৌদামিনীকে বিপ্রদাস শেষে যেসব কথা ব'ললে, তারা স্পষ্টই সব শুনলে, এবং নীরব হ'য়ে আর না থেকে, ঘরের বন্ধ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অনুচ্চকণ্ঠে ব'লে গেল—গরীবের মেয়েকে গৃহলক্ষ্মী ক'রে নিন না, চৌধুরীমশায়। বেচারী সুকুমার হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে, মেয়েটাও সুপাত্রে পড়বে। অমন লক্ষ্মী মেয়ে—

বিপ্রদাস তাড়াতাড়ি দোর খুলে ব'ললে—কে? কে তোমরা?

কিন্তু কারুকেই দেখা গেল না।

বিপ্রদাসকে পরোক্ষে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলেও, প্রত্যক্ষভাবে মুখোমুখি কিছু ব'লবার সাহস এগ্রামে একজনেরও ছিল না।

ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের ডানহাত, জেলার হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা।

বিপ্রদাস স্তিমিত চাঁদের আলোয় অনেকক্ষণ উঠানে দাঁড়িয়ে রইলো, কিন্তু কেউ আর এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো না।

বিপ্রদাস তখন উদ্দেশে ব'ললে—কথার জবাব তোমরা শুনে যাও! আমি যদি বুঝি, তাহ'লে সৌদামিনীকে গৃহলক্ষ্মীই করবো। বুঝি কি—বুঝেছি।

সৌদামিনী তখন থর থর ক'রে কাঁপছে!

দিন-তিনেক পর···

সৌদামিনী দুপুরে আহারাদির পর একলা ঘরে শুয়ে বিশ্রাম করছিল।

অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে জয়া এসে বন্ধ দোরে ঘা দিতে লাগলো।

সৌদামিনী দোর না খুলে, ভিতর থেকেই জিজ্ঞাসা করলে—কে?

—আমি···জয়া।

সৌদামিনী দোর খুলে দিয়ে ব'ললে—আয়। এত রোদ্দুরে যে?

জয়ার মুখপানে তখনো সৌদামিনী ভালো করে তাকায়নি। তাকালে ওর মুখের ভাব দেখে অবাক হয়ে যেত!

জয়া অত্যন্ত রুক্ষকণ্ঠে ব'ললে—এসব কি শুনছি,—সৌদামিনী?

সৌদামিনী অবাক হ'য়ে চাইলে।

জয়া রাগ-রাগ ভাবে ব'ললে—বল, এসব কথার মানে কি?

সৌদামিনী ব'ললে—কি কথা না ব'ললে তো বুঝবো না জয়া। এত রোদ্দুরে এমন মারমুখী হয়ে···ব্যাপার কি?

—ব্যাপার মাথা আর মুণ্ডু—

ব'লে জয়া সৌদামিনীর মুখের কাছে হাত দুটো নিয়ে অঙ্গভঙ্গী করলে।

সৌদামিনীর মুখে রা' নেই।

জয়া ব'লতে লাগলো—এত রোদ্দুরে···যার মাথায় জ্বলছে দাউ দাউ

আগুন, যার গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটতে সুরু হ'য়েছে, তার রোদ্দুরে কি করবে, সদি ? কিন্তু যা শুনছি, তা-কি সত্যি ?

—কি সত্যি ?

আবার জয়া সৌদামিনীর মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে ব'ললে—সত্যি মিথ্যে তুমি জানো না ? নেকি ! উনিশ বছরের বুড়ী, বয়সের সীমা-সংখ্যা নেই,—তোর দ্বারা সব হতে পারে।...কিন্তু আমি যে লজ্জায় সারা হয়ে যাচ্ছি ! কোন্ আক্কেলে, তুই আমার বাবাকে বিয়ে করতে চাইলি ! হ্যাঁলা পোড়ার মুখী, তোকে যে আমি বড়দিদির মতো মান্য করি।...তোর পেটে-পেটে এত !

সৌদামিনীর মুখে এলো হাসি !

প্রশান্ত হাসি !

কালো মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের লুকোচুরি হাসির মতই মিষ্টি !

ব'ললে—ব্যস্ত হবার কিছু কারণ নেই জয়া। লোকের মুখে অনেক কথাই শোনা যায়। আমাদের এই পাড়াগাঁয়ের লোকের মুখে তুই ঢের-ঢের কথাই ইচ্ছে করলে শুনতে পাবি। কে কা'র ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়, কে আবার সেই আগুনে জল ঢেলে নিবোয়,—সব তারা জানে ভাই। ভগবান অন্তর্য্যামী হ'য়ে যা জানে না, এগাঁয়ের লোক তা অনায়াসে জেনে নেয়।—

সৌদামিনীর কথার ও মুখের ভাবে জয়ার মেজাজ অনেকটুকু নরম হয়ে পড়লো।

ব'ললে—ছেলেবেলা থেকে দুজনে একসঙ্গে খেলে আসছি, পাঠশালে পড়েও এসেছি, নাওয়া-খাওয়া আমাদের নামের মধ্যে দশ-বারো দিন

একসঙ্গে হয়েছে, আজ যদি তুই আমার সৎ-মা সেজে বাবার সঙ্গে শহরের বাসায় বাস করতে যাস, তা'হলে আমার মত বদরাগী মেয়ের মেজাজ কখনো ঠিক থাকে? মার মৃত্যু হয়েছে কবে—ভালো ক'রে আমার মনেও পড়েনা। বাবা খালি আমার মুখ চেয়ে···

জয়া হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

সৌদামিনী অপ্রস্তুতের চরম হ'য়ে গেছে।

জয়াকে না দিতে পারলে সান্ত্বনা, না কইলে দুটো কথা। পটের ছবির মত দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

জয়া বার কতক চোখ মুছলে, দু'তিনবার সৌদামিনীর পানে চেয়ে দেখলে, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে গেল।

চারিদিকে শন্‌শন্‌ করে বইছে মধ্যাহ্নের আগুন হাওয়া, তাপদগ্ধা মেদিনীর বুকে প্রকৃতির রুদ্রলীলা চলেছে, ফুলের গায়ে অগ্নিকণা, ফলের বুকে অঙ্গার, মৌমাছির চক্রে আগুনের পিচকারি!

দুনিয়া পুড়ছে!

জীবন্ত জানোয়ার যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ছে—ছাই হবে ব'লে নয়,—পুড়বে ব'লেই।

সৌদামিনী থপ্‌ করে ঘরের মেঝেয় ব'সে পড়লো। দরজা রইলো খোলা।

বিপ্রদাস ভালুইপাড়া থেকে চলে যাবার পর আজ তিনদিন গত হয়েছে। এই তিনদিনেই সৌদামিনীর হ'য়েছে তিন শো রকমের দুরবস্থা।

বিপ্রদাস সেদিন মিথ্যে বলেনি—

সত্যিই লোকের মুখে হাত দেওয়া রাজারাজড়ারও শক্তির বাইরে। নইলে সৌদামিনীর কি এমন দোষ, যার জন্যে আজ জয়া পর্য্যন্ত করালী-মূর্ত্তি ধরে বাড়ী বয়ে অপমান করে গেল!

বেলা পড়ন্ত…

কিন্তু সৌদামিনীর অপরিসীম দুঃখের আর রকমফের নেই। যেন ওর মনে আজ রাজ্যের জ্বালা কায়েমি বন্দোবস্ত ক'রে বাসা বেঁধেছে।

সন্ধ্যা হতে আর বেশী বিলম্ব নেই।

সৌদামিনী নিরুপায় হ'য়ে ব'সে থাকবার মেয়ে নয়। অনেক চিন্তার পর প্রকাণ্ড একখানি চিঠি লিখে লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে নিজেই ডাকঘরে গেছলো। চিঠি ডাকবাক্সে দিয়ে ফিরবার মুখে 'পাড়ার একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ওপাড়ায় গেছলি কেন, সদু? কোনদিন তে: তোকে ওখানে যেতে দেখিনি!

সৌদামিনী ব'ললে—দরকার পড়েছিল, তাই গেছলাম। একখানা চিঠি নিয়ে ডাকবাক্সে দিয়ে এলাম।

মেয়েটী মুখ টিপে হাসলো।

ব'ললে—চৌধুরীমশায়কে লিখলি বুঝি?

সৌদামিনীর মুখখানা লাল হয়ে উঠ্‌লো।

ব'ললে—চৌধুরীমশায়…কে?

—ওমা! কে—তা জানো না? কেন, যাকে মাথার দিব্যি

দিয়ে কত কথা সেদিন ক'য়েছিল—তিনিই! জয়ার বাপ। তাঁকেই লিখলি তো?

সৌদামিনী গম্ভীর হয়ে ব'ললে—হুঁ।

আর কিছু বলবার প্রয়োজন হ'লো না। "হুঁ"টাই পাড়ায় পাড়ায় বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হ'য়ে প্রকাণ্ড এক মহীরুহ হ'য়ে পড়লো।

নির্লজ্জা সৌদামিনীর স্বভাব সম্বন্ধে কানাঘুষোই চ'লে আসছিল, এইবার প্রকাশ্যে, জনতার মাঝখানে সমালোচনার সমারোহ পড়ে গেল।

কিন্তু জয়া আর এলো না।

এক একদিন ক'রে দশদিন অতীত হ'য়ে চ'ললো তবু সুকুমারও ফিরলো না।

সৌদামিনী বাক্স খুলে দেখলে, স্নেহশীল দাদাটি তার বোনের জন্য এক পয়সাও রেখে যায়নি। বড়লোকের বাড়ী বিবাহ করার লোভে, বড়লোকি চালচলন দেখাতে পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত বাক্স থেকে তুলে নিয়ে গেছে।

ঘরে চালডাল ছিল না—তাই, নইলে বাক্স খোলার প্রয়োজনই হতো না।

আজ থেকে সৌদামিনীর উপবাস সুরু হ'লো।

পরনিন্দার মত মুখরোচক পল্লীগ্রামে আর কিছু নেই,—দরিদ্র এক বালিকার নিন্দায় অতবড় গ্রাম মুখর হয়ে উঠল। যেন এতবড় আশ্চর্য্য ব্যাপার ভালুইপাড়ার মধ্যে আর কখনও ঘটেনি।

শুধু এই একটি আশ্চর্য্য নিয়েই সকলে মেতে রইলো না, শনিবার সন্ধ্যায় চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বিপ্রদাসকে আসতে না দেখে

গাঁয়ের লোক ধরে নিলে—শহরে ব'সে বিপ্রদাস বিবাহের আয়োজন করছে! হয়তো এক দুপুর রাতে, তার প্রেরিত লোকজন এসে সৌদামিনীকে শহরের বাসায় নিয়ে যাবে।

এই বিবাহে বরকর্ত্তা হবেন—স্বয়ং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব; তাঁর মেমসাহেব ধরবেন বরণডালা, আর বড় বড় সরকারী অফিসার সব হৈ চৈ ক'রে বিবাহবাসর মস্‌গুল্ ক'রে তুলবেন।

সৌদামিনীর সৌভাগ্য বটে!

রবিবার সকালে বিনোদ রায় গেল শহরে। জয়া কাঁদতে কাঁদতে তার সঙ্গ নিলে।

সৌদামিনী বাড়ীতে বসে উপবাসে দিন কাটায়, সব কথাই তার কানে আসে; বেচারী বুভুক্ষার জ্বালা আর বিবাহ সম্বন্ধীয় অসঙ্গত বিদ্রূপের বাণে জর্জ্জরিত হ'য়ে ডাকে শুধু ভগবানকে!

বিপদে মধুসূদন ছাড়া মানুষের আর গতি-মুক্তি নেই।

আজ সাতদিন কাল সৌদামিনী প্রায় অনাহারে আছে।

কোনো কাজে যায় না, কারু সঙ্গে কথা কয় না, খালি অদৃষ্টচিন্তা করে।

অদৃষ্ট মন্দ না হ'লে দেশের লোকে উল্টো বোঝে!

চিঠি লিখলে রামজীবনপুরের ঠিকানায় দাদা সুকুমারকে, আর

গাঁয়ের লোক পরমপরিতৃপ্তির সঙ্গে বিপ্রদাসের নাম জড়িয়ে কুৎসায় চারিদিক ছেয়ে দিলে। দুঃখের দরদী জয়া পর্য্যন্ত সেই কথা বিশ্বাস ক'রে, বাপকে পাহারা দিতে শহরে চলে গেল!

হা-রে লোকচরিত্র!

সৃষ্টিকর্ত্তা লোক সৃষ্টি করেন দু'হাত দিয়ে, কিন্তু তাদের চরিত্র সৃষ্টি করে তারা আপন আপন হাতে। নইলে নাস্তিক হ'য়ে মানুষ ভগবানকে তাঁর আপন সীমানা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়!

তাই বলে গ্রামের সবাই কিন্তু সৌদামিনীর শত্রু নয়। হয়তো একজনও নয়। তারা শুধু সমালোচনাই ক'রে আসছে, অত্যাচার তো করে নি!

বিশেষতঃ সুকুমারের তৈরী অপেরা পার্টির বহু ছাত্র তাকে অবিকল গুরুর মতই শ্রদ্ধা করে। সেই সুকুমারের বোন্ সৌদামিনীর অন্নাভাবের সংবাদ তারা পায় নি, পেলে কখনই চুপচাপ থাকতো না।

কিন্তু আত্মাভিমান সৌদামিনীর চরিত্রের মহা বিশেষত্ব। বিন্দু বিন্দু ক'রে শরীরের সমস্ত শোণিত ক্ষয় হোক—যৌবনপুষ্ট লাবণ্যময় দেহ হ'য়ে যাক কঙ্কাল-শেষ, তবু সৌদামিনী দু'হাত বাড়িয়ে শত্রু-মিত্র কারুর কাছেই ব'লবে না যে—'অন্ন দাও,—'আমি অনাহারী।'

সৌদামিনী জ্বালা সহ্য করে, আর মনে আনে নিবিড় দৃঢ়তা,—একান্ত একনিষ্ঠতা।

ওভাবে, কত পূতচরিত্র মহাপুরুষ পরের তরে উপবাস-যন্ত্রণা বরণ ক'রে নিয়েছেন, কতজনে উপবাসী হ'য়েই পরলোকযাত্রা করেছেন, কত শত সাধু-মহাত্মা অন্যের জন্য অন্নকষ্ট স'য়েছেন,—আর সে' ক্ষুদ্র অনাথা

এক নারী, নিজের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে আত্ম-বিসর্জ্জন করতে পারবে না! এতই কি কঠিন!

বিপদ একা কখনো আসে না—এ-কথা এই বয়সেই সৌদামিনী বুঝতে পেরেছে—অনেকবার।

ক্লিষ্ট দেহ, নড়ে বসবার শক্তি নেই।

বেলা বাড়ছে তবু সৌদামিনী বিছানা ছাড়তে পারেনি। কাল পর্য্যন্ত উঠে বসেছিল, ঘর-দোরে জল ছিটিয়ে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করেছিল, কিন্তু আজ আর তাও পারলে না।

উঠোনে দাঁড়িয়ে কে একজন ডাকলে—সুকুমারবাবু, বাড়ী আছেন?

সৌদামিনী ক্ষীণস্বরে জবাব দিলে—না।

—কোথায় গেছেন?

—অনেকদিন তিনি বাড়ীছাড়া, ঠিক জানিনে। আপনি কোথেকে আসছেন?

—একবারটি বাইরে আসুন, বলছি।

—আমি অসুস্থ। বাইরে যাবার শক্তি নেই। বিশেষ দরকার থাকে, দাদা এলে, তাঁকেই যা-হয় বলবেন।

—একটিবার আসতে পারবেন না?

সৌদামিনী ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়লো। শুয়ে শুয়ে ঘাড় নেড়ে অক্ষমতা

জানালে, কিন্তু বাইরের লোক তা দেখতে পেলে না। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে—সুকুমারবাবু কবে আসবেন, আপনি জানেন ?

সৌদামিনী আবার শুয়ে ঘাড় নাড়লে, কথা কইতে পারলে না।

ঘণ্টাখানেক পরে...

সৌদামিনীর অলস তন্দ্রা এসেছে...

ঘরে এসে ঢুকলো এক বৃদ্ধ।

—সৌদামিনী !

সৌদামিনী চোখ মেলে চাইলে।

চিনতে একটুও বিলম্ব হ'লো না। জীর্ণ অনশনক্লিষ্ট দেহ ও ক্লান্ত হৃতস্বাস্থ্য মন তার দু'লে উঠলো। হৃদপিণ্ডের রক্তপ্রবাহ হ'লো চঞ্চল।

জালিমপুরের হীরুঠাকুর।

একদিন যে পাওনাদার হয়ে এসে সৌদামিনীকে আশ্রয়হারা করেছিল,—পিতৃভিটে থেকে তাড়িয়ে, ঘরদোরে চাবি লাগিয়ে মনুষ্যত্বের চরম উৎকর্ষ দেখিয়ে গেছলো—সেই ! নিকৃষ্ট কুসীদজীবী মহাজন। ঋণগ্রস্তের বিধাতা-পুরুষ, সভ্যসমাজের কলঙ্ক।

আসল নাম হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। মাতামহ রাসবিহারী ঠাকুরের সম্পত্তি ভোগ করছে, তাই লোকে বলে—হীরুঠাকুর। সুকুমার রামজীবনপুরের নন্দারামবাবুকে বড়লোক ব'লে গর্ব্ব করেছিল, কিন্তু তার চেয়েও ধনী এই হীরুঠাকুর। লোকে বলে—হীরুঠাকুরের শয়নঘরের

মেঝেটা সোনা রূপোর টাকা দিয়ে বাঁধানো, সেই ঘরের মেঝেয় যে লোহার সিন্ধুকটা আছে, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তা পাঁচ হাত—তিন হাত! সেই সিন্ধুক দশ টাকা হতে হাজার টাকার নোটে আর কোম্পানীর কাগজে ঠাস্‌বন্দী!

হীরুঠাকুরের পুকুর আছে পঞ্চাশের উপর। সেই সব পুকুরে রুই-কাতলা মাছ,—ওজন আধমণ থেকে আধপোয়া পর্য্যন্ত। বাগানের আমকাঁঠাল আর নারকেল বেচে বছর-সালিয়ানা ওর হাজার তিনেক টাকা লাভ হয়।

কপালদোষে হীরুঠাকুর ইউনিয়ান বোর্ডের হাকিম হতে পায় নি। পায় নি ব'ললে মিথ্যে বলা হবে,—হ'তে চায় নি। খত-তমঃসুক আর হ্যাণ্ডনোটের সুদ আদায় করতে এবং সম্পত্তি দেখতেই ওর চব্বিশ ঘণ্টার আঠারো ঘণ্টা কেটে যায়। পরের জন্যে মাথা ঘামাবার সময় কোথা?

টাকার পাহাড় আর শ্রীকৃষ্ণঠাকুরের শতনামের মত বদনামের সহস্র নাম নিয়ে হীরুঠাকুরের দিন একরকম মন্দ চলে না।

কেউ দেয় গালাগাল, কেউ করে খাতির।

ওর বুকের এক পাশে জ্বলে কুল কাঠের আঙরা আর এক পাশে ফোটে মাধুর্য্যের সহস্র শতদল।......

সৌদামিনী ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাইতে লাগলো।

হীরুঠাকুর ব'ললে—সুকুমার কবে আসবে জানো না?

—উঁহু।

—'তোমার কি অসুখ? জ্বর?'

ব'লেই হীরু সৌদামিনীর কপালে গায়ে হাত দিয়ে চম্‌কে উঠলো।

ব'ললে—এ যে ঠাণ্ডা হিম! কী হয়েছে তোমার সৌদামিনী?

সৌদামিনীর কোটরগত চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে; ঠিক ঝরে না, চক্ষু কোটরেই জমায়েত হয়।

হীরুঠাকুর বিস্ফারিত চোখে চাইতে চাইতে আনমনা হয়ে এক সময় সৌদামিনীর শয্যার এক ধারে বসে পড়ে' আনমনা হয়েই ওর তুষার-শীতল ললাটে হাত বুলোয়!

সৌদামিনীর ক্ষীণ গণ্ড দুটি বেয়ে, অবিরল ধারে অশ্রু বয়ে যায়,—শত্রুর কাছে সান্ত্বনার পরশ...মনে ওর তুফান ওঠে!

—কী হয়েছে, সদু?

সৌদামিনী জবাব না দিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—আপনি আবার কেন এসেছেন?

হীরুঠাকুরের মনে গ্লানি আসে হয়তো।

সহানুভূতির বিপুল ভারে ওর কণ্ঠও যেন রুদ্ধ হয়ে আসে।

রুগ্না সৌদামিনীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই হীরুঠাকুর বললে—যে জন্যেই এসে থাকি, তোমার কোনো ভয় নেই। সুকুমার না এলে, আমার কোনো কাজই হবে না।...কিন্তু সত্যি কথা বলো, সৌদামিনী, তোমার কী হ'য়েছে? চিকিৎসা চ'লছে? ডাক্তার-বদ্যি কেউ এসেছিল?

সৌদামিনীর দুর্ব্বলতার জন্যই হোক অথবা যে জন্যই হোক্ কথা কয় না।

হীরুঠাকুর ঘন ঘন চায় আর পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করে—কি হ'য়েছে সদু?—কেন তুমি পড়ে আছ?—কে তোমাকে দেখছে?'

যত বড় শত্রুই হোক না, সহানুভূতির সুরে যদি কথা কয়, রাগ তার ওপর অনেক সময় থাকে না। বিপন্ন অবস্থায় সান্ত্বনার বাণী যদি শত্রুর মুখে শোনা যায়, মিত্রের নীরবতাকেও লোকে অবজ্ঞা ক'রে শত্রুর শরণাপন্ন হয়।

মনস্তত্ত্বের আর এক পিঠ।...

সৌদামিনী সত্য আর গোপন করে রাখলে না।

ব'ললে—আমি আজ দশবারো দিন না খেয়ে আছি।

হীরুঠাকুর অবাক!

জিজ্ঞাসা করলে—না খেয়ে দশ বা—রো দিন! কিন্তু কেন?

—ঘরে কিছু ছিল না ব'লে। না চালডাল, না একটা তামার আধলা পয়সা।

হীরুঠাকুর গম্ভীর অথচ আর্ত্তকণ্ঠে ডাকলে—সীতানাথ!

সীতানাথ ওর কর্ম্মচারীর নাম।

সামান্য কাজেও হীরু সীতানাথকে সঙ্গে নেয়। যেমন বিশ্বাসী, তেমনি কাজের লোক।

সীতানাথ ছিল বাইরে রাস্তার ধারের বটতলার বাঁধানো বেদীতে ব'সে। সে একা নয়, সঙ্গে আছে পাঁচজন পেয়াদা।

সীতানাথ উঠোনে এসে দাঁড়াতেই হীরুঠাকুর ব'ললে—এখানকার সব চেয়ে যে ভালো ডাক্তার, তাকে ডেকে আনো ত'—টাকা যা নেয় পাবে।

ব'লেই আবার সৌদামিনীর মাথার রুক্ষ জট-পাকানো চুলে আঙুল বুলোতে লাগলো।

হীরুঠাকুরকে অন্তরে অনেকেই শ্রদ্ধা করতো না, কিন্তু অর্থশালী ব'লে মৌখিক খাতির সবাই দেখাতো।

আজ দশ-বারো দিন পরে সৌদামিনীর খোঁজতল্লাস নিতে দলে দলে ভালুইপাড়ার ভদ্র-অভদ্রদের সমাগম হ'তে লাগলো।

সৌদামিনীর জন্য পাড়া-প্রতিবেশীরা আহার্য্য তৈরী ক'রে আনলে, গ্রামের মাতব্বর উকীলবাবুর বাড়ী থেকে হীরুঠাকুর আর তার লোকজনদের খাবার এলো। কোনো দিকে কিছুমাত্র ত্রুটি রইলো না।

সৌদামিনী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হ'য়ে এই সব কথাই মনে মনে ভাবছিল। ভাবছিল—অর্থের মহিমা। ভাবছিল অর্থশালীর প্রতিপত্তি।

সন্ধ্যা হ'য়ে এলো।

হীরুঠাকুরের পাল্কী এসে দোরগোড়ায় হাজির।

জালিমপুর ভালুইপাড়া থেকে নিতান্ত কাছে নয়।

লোকজনদের বিদায় দিয়ে, পাল্কীতে উঠবার সময় হীরুঠাকুর সৌদামিনীর হাতের মুঠোয় পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে ব'ললে—এসেছিলাম 'বাকী পাওনার জন্যে নতুন বন্দোবস্ত করতে. কিন্তু সুদখোর, বেইমান—যত রকমের খেতাবই আমার থাকুক না, মানুষ আমি। সইতে পারলাম না সৌদামিনী। টাকাগুলো রেখে দাও। সুকুমার এলে আবার পাওনার জন্যে তাগিদ দিতে আসবো।

সৌদামিনীর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো।

ব'ললে—দাদা কি সহজে আসবে? রামজীবনপুরে কে একজন বড়লোক আছেন, তাঁর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ঠিকঠাক হ'য়ে

গেছে। বড়লোকের জামাই,—ভাবী বড়লোক, গরীব বোনের কথা হয়তো সে ভুলে গেছে।

হীরুঠাকুর হেসে উঠলো।

ব'ললে—রামজীবনপুরের বড়লোক—নদীরাম সরকার, তারই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে!···তা হোক। নদীরামকে আমি চিনি সদু, সে-ও আমাকে কম চেনে না। আজ আর বসবো না। তুমি একটুও ভেব'না। দরকার হ'লে আমার কাছে লোক পাঠিয়ে দিয়ো। সুকুমার যদি বড়লোক হ'য়ে গরীব বোনের কথা ভুলেই যায়, যাবে। সংসারে কে বড়লোক আর কে ছোট, বোঝা খুব কঠিন। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক আমি, আমাকে কেউ ছোটলোক ছাড়া বড় বলে না। সকালবেলায় আমার নাম পর্য্যন্ত মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে না। পাছে সারাদিন কষ্টে কাটে!

সৌদামিনী ধীরে ধীরে উঠে বসলো। তারপর নতজানু হ'য়ে হীরু-ঠাকুরের পদধূলি নিয়ে আপন মাথায় স্পর্শ করলে।

পাল্কী পথ ধরে চ'ললো।

তখন সন্ধ্যা হ'তে দেরী নেই। কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথি, আঁধারের ঘনজালে দিগন্ত সমাচ্ছন্ন হ'য়ে আসবে—দূর পথের মাঝখান দিয়ে পাল্কী যাবে নক্ষত্রগতিতে ছুটে, হীরুঠাকুর ব'সে ব'সে কি ভাববে কে জানে!

সৌদামিনীর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক চিন্তাভার-ক্লান্ত হ'য়ে এলো।

জ্যৈষ্ঠমাস শেষ হতে চলেছে। আজ বোধ হয় পঁচিশ কি ছাব্বিশ তারিখ,—আকাশে কালবৈশাখীর আয়োজন হচ্ছে হয়তো!

আজ কুসীদজীবী হীরালালের জন্য সৌদামিনীর চিন্তার অন্ত নেই।

অথচ একদিন তারই অত্যাচারে নিরাশ্রয় হ'য়ে সে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিল।

একদিন যার বিরুদ্ধে বিধি-দরবারে নালিশ জানিয়েছিল, আজ সৌদামিনী তারই বিপদমুক্তির জন্য সেই দরবারেই আপীল দায়ের করতে দুটি কর যুক্ত করে বসলো। চোখে বইলো অশ্রু, মুখে ফুটে উঠলো উদ্বেগের ব্যাকুলতা।

অনশনজনিত দেহের যে ক্লিষ্টতা, অনশন ভঙ্গের পর দু'চার দিন অতীত হতে হতেই তা ঘুচে গেল। ক্রমে সৌদামিনীর অঙ্গে অঙ্গে সজীবতার লক্ষণ ফুটে উঠলো।

কিন্তু দেহের লাবণ্য পুনঃ পরিস্ফুট হলেও, অবিকল পূর্ব্বের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। তার কারণ মানসিক দুশ্চিন্তা। পরের কাছে প্রচুর সহানুভূতি পাওয়া গেলেও, আপনার জন থাকতে, সে যদি মুখ ফিরিয়ে দূরে পালায়, সে কষ্ট হয় যম-যন্ত্রণার মতই। সুকুমারের উদাসীনতায় সৌদামিনী নিয়ত মনমরা হয়ে থাকে। অর্থের অসচ্ছলতা না থাকলেও অন্তরের অবসন্নতায় ওর মন-আকাশে কালবৈশাখীর ওঠে। ঘনঘটা গুরুগর্জ্জনে হৃদ্‌পিণ্ড শঙ্কিত হয়, দোল খায় বিশ্বচরাচর ভাবে পর হ'লো আপন—অত্যাচারী হলো দরদী, আর আপন সহোদর ভাই, একই পিতৃরক্তে জন্ম, সে রইলো ভুলে রজত-কাঞ্চনের মায়ামুগ্ধ হ'য়ে!

সুকুমার যে কতদিনে ফিরে আসবে, ভগবান ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

চিঠি দিলে তার জবাব মেলে না, সৌদামিনী আর কিসের ভরসা করবে?

কিন্তু চিঠি একখানা এলো।

সৌদামিনী দাদার উপর মনে মনে যত রাগই করুক, দাদার চিঠি পেয়ে সমস্ত রাগটুকু তার গলে জল হয়ে গেল। খামখানা হাতে করে অনেকক্ষণ সে মনে মনে কত কি ভাবলে, বার বার ভগবানকে ধন্যবাদ দিলে!

চিঠি তখনো খোলা হয় নি······

তবু সৌদামিনী মনে মনে ভাবতে লাগলো—চিঠিতে হয়তো লেখা আছে, বিয়ে হ'য়ে গেছে। বর-বধূ আজ না হয় কাল এসে পড়বে। রাজার দুহিতা আসবে দরিদ্রের জীর্ণ দুয়ারে! ভিখারিণী হয়ে সৌদামিনী কোন্ সাহসে তাকে সম্বর্দ্ধনা করতে এগিয়ে যাবে! কুললক্ষ্মী রাজপ্রাসাদ ছেড়ে কুটীরে আসবে, কুটীরের রক্ষয়িত্রী হিসাবে সৌদামিনী অভ্যর্থনার কতটুকুই বা আয়োজন ক'রতে পারবে।

কিন্তু কল্পনা বাস্তবে এসে ভিন্ন রূপ ধরলো।

চিঠিখানা খুলে সৌদামিনী দেখে, সুকুমার তা' লেখেনি। লিখেছে হীরালাল!

লোকটার দুর্ব্বোধ্য চরিত্র!

অত্যাচারী ব্যাধের হাতে বনকুসুমের মালা। বিয়ের বদলে করপুটে তার কারুণ্যের স্নিগ্ধ সুধাপাত্র!······

হীরালালের আন্তরিকতায় সৌদামিনী মুগ্ধ হ'য়ে গেল

হীরুঠাকুরের আচরণ দেখে সমগ্র গ্রামখানার লোক আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছে। যে মানুষ একটি পয়সা সুদ ছাড়তে হ'লে ভেবে আকুল হ'য়ে ওঠে, সেই মানুষ আপন পাওনা-গণ্ডা আদায় করতে এসে—পাওনা আদায় তো দূরের কথা, উল্টে নগদ পঞ্চাশটি টাকা সৌদামিনীর হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়ে গেল! তাই কি ওই পঞ্চাশ টাকাই, আরো অনেক দিতে হ'য়েছে। সৌদামিনী এখন আর উপবাসে দিন কাটায় না, সুকুমার ফিরে আসুক আর না-ই আসুক—সে তোয়াক্কাও আর রাখে না। গরীবের মেয়ের অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না, পাড়ার লোককে দস্তুরমত অগ্রাহ্য ক'রে চলে!

কেউ বলে—মহাজনী চাল,—ভিতরে অন্য কিছু আছে।

কেউ বলে—জল দিয়ে জল বের ক'রে নেওয়ার কৌশল।

এমনি বহুরকমের জল্পনা-কল্পনা চলে দিনরাত।

সৌদামিনীর কানে আসে সব কথাই; কিন্তু সত্যিই—ও গ্রাহ্য করে না। এতদিন গ্রাহ্য ক'রে তো দেখলে, এইবার অগ্রাহ্য ক'রেই ও দেখবে—ভাগ্যে আর কত বিড়ম্বনা ঘটতে পারে!

বিনোদ রায় শহর থেকে ফিরে এসেছে। কিন্তু বিপ্রদাস আসেনি, জয়াও আসেনি।

একদিন সৌদামিনীকে ডেকে, বিনোদ রায় ব'ললে—বিপ্র তোকে

যেতে ব'লেছে সদু!—কালই যাওয়া চাই। জয়াও বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছে। কাল ন'টার গাড়ীতেই—সব ঠিকঠাক ক'রে রাখিস। আমি নিজে গিয়ে তোকে রেখে আসবো।

সৌদামিনীর মুখে অনেক কথাই জমা হ'য়েছিল, কিন্তু বিশেষ কিছু ব'ললে না। কেবল জানিয়ে দিলে—'আমি তো স্বাধীন নই মামা! দাদার মত না নিয়ে, বাড়ী থেকে এক পাও বেরুতে আমি পারবো না।—বেরুনো আমার উচিতও নয়।

বিনোদ রায় স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।

ব'ললে—সুকুমার যে বিপ্রের কথায় ওঠে-বসে, একথা তো তুই জানিস্ সদু? বিপ্র নিজে তোকে অনুরোধ ক'রেছে। না গেলে সুকুমারও অসন্তুষ্ট হ'বে। তা'ছাড়া, আমাদের বিপ্রকে চটানো, তোর কেন—এই এতবড় গাঁ-খানার মধ্যে কোনো লোকেরই উচিত নয়। জেলার জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট তার হাত-ধরা।

শ্লেষের হাসি হেসে সৌদামিনী ব'ললে—সে আমি জানি মামা। কিন্তু গরীবের মেয়ে সৌদামিনীর ওতে কিছুই যায় আসে না। যার আপন ভাই ভুলে থাকে, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের কতটুকু শক্তি আছে তার মত অভাগীর মনে শান্তি এনে দেয়? মেসোমশায়কে আমার প্রণাম জানিয়ে ব'লবেন,—দাদাকে না জিজ্ঞেস ক'রে আমি কোথাও যাবো না। তা'ছাড়া কি জন্যেই বা যাবো? জয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে বিপ্রদাসবাবু আমার আত্মীয়। সেই জয়াই একদিন বাড়ী ব'য়ে আমাকে অপমান ক'রে গেছে। সে অপমান তো আমি ভুলিনি, মামা।

বিনোদ রায় কুপিত হ'য়ে ব'ললে—তবে যাবি নি?

দৃঢ়কণ্ঠে সৌদামিনী ব'ললে—না।

—কিন্তু বিপ্র যদি নিজেই এসে পড়ে? তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবি?

সৌদামিনী হাসলো।—শ্লেষের হাসি।

বিপ্রদাসের কল্যাণে বিনোদ রায় ভালুইপাড়ার মধ্যে মানী লোক, পয়সাকড়ি প্রচুর না থাক, নিতান্ত কম নেই। সেই বিনোদ রায়কে অসন্তুষ্ট হ'তে দেওয়া যে কোনো গ্রামবাসীর পক্ষেই উচিত নয়—একথা আর পাঁচজনের মত সৌদামিনীরও জানা আছে। তবু জয়ার দুর্ব্ব্যবহারে ওর সমস্ত দেহমন তিক্ত হ'য়ে উঠেছিল, নইলে অতখানি রূঢ়কথা হয়তো সে ব'লতো না।

সৌদামিনী পরম্পর শুনতে পেলে, বিনোদ রায় শহরে চ'লে গেছে।

তা যাক্‌··

সৌদামিনী এতদিন অদৃষ্টের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই ক'রে এসেছে। জয় হোক আর পরাজয়ই হোক পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কোনোদিন ক'রে নি, আজও করবে না।

হয়তো কালই বিপ্রদাস নিজে এসে পড়বে। শহরের বাড়ীতে প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছল-কৌশলের চরম দেখাবে; কিন্তু সৌদামিনী আজ করজোড়ে ভগবানের কাছে বর চায়—ছল-বল-কৌশল সকল কিছুর হাত থেকেই যেন সে মুক্তি

পায়। বিপত্নীক বিপ্রদাসের অভিসন্ধির গূঢ় অর্থ তো তার বিন্দুমাত্র বুঝতে বাকী নেই! সাধারণে তাকেই দোষী সাব্যস্ত ক'রে যত কিছু রটিয়েছে, দোষ তার না থাকুক, কিন্তু সাধারণের ধারণা ভ্রান্ত নয় — বিপ্রদাস যে কি চায়, সৌদামিনী তা জানে।

জয়ার সৎমা···! ছি-ছিছি! এ-ও অদৃষ্টে ছিল! চুরি করুক আর না করুক, 'চোর' আখ্যা পাওয়াটাও কম শাস্তি নয়।

নানা দুশ্চিন্তার ভিতর দিয়ে দিনমান গেল কেটে, পরের দিনও একটা বেলা অতীত হ'য়ে চললো—সৌদামিনীর মত পরিবর্ত্তিত হ'লো না।

বিকেল থেকে আকাশ জুড়ে মেঘ ক'রে এসেছিল। এবার সারা বৈশাখ গেছে, কাল-বৈশাখীর রুদ্রমাতন একদিনও দেখা যায় নি। জ্যৈষ্ঠের শেষে আকাশে কালবৈশাখীর লক্ষণ দেখে গ্রামের লোক সতর্ক হচ্ছিল। মাঠের গরুবাছুর বাড়ী ফিরে আসছিল, কৃষক ফিরছিল তার লাঙ্গল কাঁধে, গ্রাম্য মেয়েরা অপরাহ্ণের গা-ধোয়া জলতোলার কাজ অন্যদিন অপেক্ষা সকাল-সকাল শেষ করবার জন্য স্নানের ঘাটে ভিড় করছিল, তবে আজ আর সভা বসেনি। সমালোচনার সময় নেই বুঝে, যে যার কাজ শেষে ক'রে বাড়ী ফিরে আসছিল।

সৌদামিনীও ঘরে-দোরে চাবি দিয়ে পুকুরঘাটে গেছলো; ওর ফিরে আসতে আসতে রাজ্যের ধুলো উড়িয়ে ঘূর্ণী এলো ধেয়ে! আঁধারে-আঁধারে চারদিক ছেয়ে উঠলো। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই লোকে সন্ধ্যাদীপ জ্বালতে সুরু ক'রে দিলে।

মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন, দেবরাজের বিকট বজ্র-নির্ঘোষ, চপলার চকিত বিকাশ…

জনহীন পল্লীঘাটে, পল্লীবাসিনী সৌদামিনী রীতিমত বিপন্ন হ'য়ে পড়লো।

যে যার কাজ শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে গেছে। কেউ আর ঘাটে নেই: নির্জ্জন ঘাট, ততোধিক নির্জ্জন পথ,—সম্মুখে ঝঞ্ঝা-পীড়িত বিজন অরণ্য ;—পল্লীর শ্যামল প্রান্তরে, সৌদামিনী একা !

স্নানের ঘাট, গ্রামের প্রান্তে—মাঠের মধ্যে।

তিনদিকে ফসলের ক্ষেত, একদিকে জঙ্গল।

সৌদামিনী মধুসূদন স্মরণ করতে করতে কলসী নিয়ে পথ ধরলো। পা কাঁপে, বুক কাঁপে, চোখে দেখে ঝাপসা,—তবু পথ চলতে হয়।

বৃষ্টির ঝাপ্টা আর ঝড়ের তীব্র তাড়না, সৌদামিনী সহ্য করতে আর পারে না।

পিছন থেকে পুরুষ-কণ্ঠে সাড়া এলো—একটু দাঁড়ান।

সৌদামিনীর সাহস এলো না, এলো—দারুণ শঙ্কা।

কিন্তু সে থামলো।

পশ্চাতের মানুষ সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

ভদ্রলোক।

মাথায় ছাতা, হাতে একটা চামড়ার সুটকেস। ছাতাটা ঝড়ের অত্যাচারে কাঁপছে।

কিন্তু মানুষটি সৌদামিনীর আশঙ্কাকে সাহস এবং আনন্দে ছেয়ে ল।

মাথা হেলিয়ে নমস্কার ক'রে ব'ললে—কলসীটা আমাকে দিন মা, আপনার বড্ড কষ্ট হচ্ছে !

সৌদামিনী তো অবাক্।

চিনতে পারে না।

বিজন পথে, তুফানের মত্ততার মধ্যে—কে এই অচেনা !

লোকটি বিনীতভাবে ব'ললে,—আমাকে বোধহয় চিনতে পারেন নি মা। আঁধার হয়ে এসেছে, আর যে রকম দুর্য্যোগ…

সৌদামিনী থমকে দাঁড়ালো। মুখে কিছু ব'ললে না। হয়ত মনে ওর ভয় এসেছিল।

লোকটি ব'ললে—আমি সীতানাথ।—জালিমপুর থেকে আসছি।

সৌদামিনী চট ক'রে কাঁধের কলসীটা পথের উপর নামিয়ে রেখে, বিস্মিতকণ্ঠে বললে—কিন্তু এ-পথ তো জালিমপুরের নয়! ব'লতে ব'লতে গায়ে-মাথার কাপড় গুছিয়ে নিতে লাগলো।

সীতানাথকে ও এতক্ষণে চিনতে পারলে। সীতানাথ হীরালালের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। আত্মীয়ের মতই।

সীতানাথ বললে—আমি বরাবর বাড়ীতে গেছলাম। পাড়ার লোকে বললে, আপনি ঘাটে এসেছেন একা। ঝড়-জল সুরু হলো, তাই…তাড়াতাড়ি আসছি।…চলুন, কলসীটা আমিই নিয়ে যাবো।

সৌদামিনী লজ্জিত হয়ে উঠলো।

ঘনঘটাচ্ছন্ন প্রমত্ত তুফানের মাঝে, সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকারে জনহীন প্রান্তরের শূন্য পথরেখায় দাঁড়িয়ে সে যুবতী—কুমারী, তার সম্মুখে তার—সুবেশধারী হিতৈষী যুবা !

লজ্জিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সীতানাথ হাতের সুট্‌কেসটা বগলে নিয়ে, ডান হাতে সৌদামিনীর কলসীটা তুলে নিতেই সৌদামিনী ব্যস্তিব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো—আপনি···না না; ও আমি দিব্যি নিয়ে যেতে পারবো, আপনি চলুন।

কিন্তু সীতানাথ তা' শুনলে না, বললে—আমিও নিয়ে যেতে পারবো মা, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আসুন।

সৌদামিনী তখন সীতানাথের বগল থেকে সুট্‌কেসটা কেড়ে নিয়ে ব'ললে—তবে চলুন। শক্তি থাকতে এত কষ্ট আপনাকে আমি দেবনা।

ঝড়-জলের তখনও বিরাম নেই।

সমানে মেঘগর্জ্জন আর বিদ্যুৎ-বিকাশ হচ্ছে। পল্লীপথ তেমনি জনহীন। জনমানবের সাড়া মেলে না। মাঝে মাঝে শিয়াল-কুকুরের আর্ত্ত-চীৎকার আসে কানে, অরণ্য-শীর্ষে বিপন্ন পাখীদের ডানা ঝাড়ার শব্দ হয়।

রাত্রি প্রায় প্রহরাধিক।

ঝড়-জল থেমে গেছে।

শুক্লা-সপ্তমীর খণ্ড-চাঁদ চক্রবালের কোলে দোল খাচ্ছে। ভাঙা মেঘের ছুটোছুটিতে আকাশে নক্ষত্রের মুখ দেখা যায় না।

সৌদামিনী রান্নায় ব্যস্ত।

বৃদ্ধ হীরালালের কৃপায় ঘরে ওর কোনো সামগ্রীর অভাব ছিল না; ডাল, তরকারী, ভাজা,—সৌদামিনী কত রকম রান্নারই যে যোগাড় ক'রেছে, তার আর ইয়ত্তা নাই।

সীতানাথ জালিমপুরেই ফিরে যেতে চেয়েছিল।

ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলে, যখন সে ব'ললে—এইবার আমি আসি মা, মিছিমিছি আমার জন্যে আপনি কষ্ট পাবেন না। এই তো সেদিন অতবড় অসুখ থেকে উঠেছেন, দেহ এখনো তেমন সুস্থ হয়নি—

সৌদামিনী তখন ব'লেছিল—আপনার মনিবের কি কড়া হুকুম আছে যে, যত দুর্য্যোগ হোক্—যত ঝড়ই হোক্—এই এতখানি রাস্তা আপনাকে পায়ে হেঁটে ফিরে যেতে হ'বে?

সীতানাথ কুণ্ঠিত হ'য়ে জবাব দিয়েছিল—হুকুম না থাক্‌লেও, অনুরোধ আছে মা। কাজ ছাড়া আজ পর্য্যন্ত তিনি অকাজে কখনও সময় নষ্ট করেন নি। আপনি যদি লিখে পাঠা'তেন, যে সুকুমারবাবু আজো বাড়ী ফিরেন নি, তা'হলে হয়তো দাদাবাবু আমাকে পাঠাতেন না।

সৌদামিনীর সর্ব্বাঙ্গ রি-রি ক'রে উঠলো।

ব'ললে—ও,...এই জন্যেই বুঝি চিঠি লিখেছিলেন? কিন্তু আমি সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি, সীতানাথবাবু। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে অসুস্থ অবস্থায় রেখে গিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, তাই—

তাড়াতাড়ি সীতানাথ ব'লে উঠ্‌লো—সে কথা তো একটুও মিথ্যে

না, মা! মামাবাবু সুদখোর, অর্থলোভী অনেক কিছুই হ'তে পারেন, কিন্তু নিতান্ত নিষ্ঠুর নন।

ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে সৌদামিনী ব'ললে—তা তো বুঝতেই পারছি। ...তাহ'লে যান, গিয়ে আপনার মামাবাবুকে ব'লবেন—দাদা ফেরেন নি, এবং কবে যে ফিরবেন সে খবরও আমি জানি না। কিন্তু হীরালাল বাবু কি সত্যিই আপনার মামা? আমরা তো জানতাম তিনকুলে কেউ তাঁর বেঁচে নেই।

সীতানাথ বললে—তা সত্যিই নেই। গ্রাম্য সম্পর্কে মামা। ছেলেবেলা থেকে আমাকে মানুষ করেছেন কিনা,—তাই খুব ভালোবাসেন।

সৌদামিনী হাসতে হাসতে ব'ললে—না বেসে উপায় কি? স্নেহ দিয়ে দুনিয়া বশ করা চলে। আজ যদি মাইনে-করা বাজে লোক হ'তেন, তা'হলে ঝড়-জলকে অগ্রাহ্য ক'রে আপনি কখনো ফিরে যেতে চাইতেন না—আঁধার রাতে।...চাইতেন?

সীতানাথ ব'ললে—ও-সব কথা বাদ দিন মা, বয়সে আপনি ছোট, তবু মামাবাবুর আদেশ, আপনাকে আমি 'মা' ছাড়া অন্য কিছু ব'লে ডাকবো না। যদি ছেলেকে খাইয়ে আপনার তৃপ্তি হয়—রান্না সুরু করুন। যত রাতই হোক, আমি না খেয়ে যাবো না।

হাসতে হাসতে উনুন ধরাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে সৌদামিনী ব'ললে—তবু যেতেই হবে?

সীতানাথ বললে—যেতে আমাকে হবেই।

তারপর সৌদামিনী রান্নার কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।—সেই রান্না এখনো ওর শেষ হয় নি।

ঘরের মধ্যে বিছানায় আধশোয়া হ'য়ে সীতানাথ কি সব কাগজ-পত্র দেখছিল, হঠাৎ সুমুখের কুলুঙ্গীতে ঘড়িটার পানে নজর পড়তেই, অনুচ্চ-কণ্ঠে ডাকলে—মা!

ভিজে গামছায় হাত মুছতে মুছতে সৌদামিনী রান্নাঘর থেকে এ-ঘরে এসে দাঁড়ালো।

সীতানাথ আঙুল দিয়ে ঘড়িটা দেখালে।

ব'ললে—একটা বাজে। অন্ধকার রাত্রি, সঙ্গে আলো নেই,—একখানি লাঠি পর্য্যন্ত নেই। আপনার আর কত দেরী?

ঈষৎ হেসে সৌদামিনী ব'ললে—মেয়েমানুষে কখনো ঘড়ীর তদ্বির ক'রে চলতে জানে? ঘোড়ার মত দৌড় ওই ঘড়িটার! রাত বেশী হয়নি। তা ছাড়া রান্নাও আমার হ'য়ে গেছে। আমার ওই শাড়ীখানা এইবার ছেড়ে ফেলুন, আপনার কাপড়-জামা আমি উনুনের তাতে শুকিয়ে রেখেছি।

সীতানাথ কি-একটা ব'লতে যাচ্ছিল, কিন্তু সৌদামিনীর দাঁড়িয়ে তা আর শোনা হলো না।—হঠাৎ এত রাত্রে উঠোনে আলো দেখে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়ালো।

লণ্ঠন নিয়ে বিনোদ রায় আর বিপ্রদাস এসে দাঁড়িয়েছে!

একজনের হাতে লাঠি, আর একজন ধরে আছে একটি হ্যারিকেন-লণ্ঠন।

সৌদামিনীর বুকখানা ধক্ ক'রে উঠ্‌লো।

মনে হ'লো যেন ওর বাঁ চোখ ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে। ওর কান থেকে কপাল পর্য্যন্ত সব ঘামে ভিজে উঠ্‌লো।

ব'ললে—আসুন, মেশোমশায়। এই সন্ধ্যের গাড়ীতেই এলেন বুঝি?...জয়া এসেছে?

বিপ্রদাস এক-পা এক-পা ক'রে দাওয়ার উপর উঠে এলো। বিনোদ রায়ও এলো।

সৌদামিনী পল্লীগ্রামের লোকচরিত্র হাড়ে হাড়ে বুঝে নিয়েছে। দোষী কি নির্দ্দোষ সে বিচার এখানকার কেউ করে না; খালি ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়। মাছির মত পুঁজ-রক্ত ছাড়া আর কিছুর দিকে তাদের দৃষ্টি নেই। তাই নিজেকে কলঙ্কের হাত থেকে মুক্ত রাখবার জন্য ঘরের আলোটা বাইরে এনে রাখলে।—ঘর হ'লো অন্ধকার।

সীতানাথ কি ভাববে......

তা ভাবুক। সে ওকে 'মা' বলে ডাকে। মায়ের মর্য্যাদা সে রাখবেই।

শুধু আলোটা নয়, একখানা মাদুর পর্য্যন্ত সৌদামিনী ঘর থেকে এনে বাইরের দাওয়ায় বিছিয়ে দিলে।

ব'ললে—বসুন, মেসোমশায়। মামাবাবু, বসুন।

বিপ্রদাস ব'ললে—রাতি দু'টোর গাড়ীতেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। পরশু তারিখ জয়ার পাকা-দেখা। তোকে নিতে এলাম যাওয়ার জন্যে তৈরী হ'য়ে নে।

সৌদামিনী হর্ষ প্রকাশ ক'রে বললে—জয়ার তাহ'লে বিয়ে হচ্ছে—কোথায়? শহরেই তো?

—হ্যাঁ। রসিকবাবু উকীলের ছেলের সঙ্গে। ক'লকাতার কলেজে পড়ে!—এবার বি-এ দেবে।

সৌদামিনী সত্যি সত্যিই খুশী হ'লো।

ব'ললে,—বেশ বর হবে। কিন্তু এ মাসে তো আর বিয়ের দিন নেই, মেশোমশায়।

বিপ্রদাস ব'ললে—যে মাসে আছে, সেই মাসেই হবে, পাকা দেখাটা হ'য়ে থাকতে দোষ কি ?...তাহ'লে আমরা এখন চলি, ঠিক সময়ে এসে ডাকবো। তৈরী হ'য়ে থাকবি।...তোর খাওয়া-দাওয়া এখনো হয়নি বুঝি ? এত রাত্রি...এখনো জেগে কেন ?

সৌদামিনীর জবাব দেওয়ার আগেই, বিনোদ রায় প্রশ্ন করলে—কা'র সঙ্গে যেন কথা ব'লছিলি মনে হ'লো !

সৌদামিনীর মুখের রক্তিমাভা অথবা বিব্রত ভাব কেউ লক্ষ্য করতে পারলেন না। ততখানি সূক্ষ্ম নজর ওদের দু'জনের মধ্যে একজনেরও ছিল না।

সৌদামিনী জবাব দিলে—হ্যাঁ, আমাদের মহাজনের লোক এসেছেন, পাওনা টাকার তাগিদ দিতে, কথা তাঁরই সঙ্গে হচ্ছিল।

বিনোদ রায় বিপ্রদাসের পানে চেয়ে ভ্রূকুটী করলে।

সৌদামিনী তা দেখলে।

ব'ললে—মুখ-চাওয়া-চাওয়ির কোনো আবশ্যক নেই, মামা। আপনি তো জানেন, জালিমপুরের হীরুবাবুর কথা। তিনিই লোক পাঠিয়েছেন। সীতানাথবাবুকেও বোধ হয় আপনার জানা আছে।

বিনোদ রায়ের রাগ হয়েছিল।

ব'লে উঠলো—জানা আমার খুব আছে। কিন্তু সীতানাথবাবু এই রাত-দুপুরে, তোমার বিছানায় ব'সে-ব'সে কত টাকা আদায় করছিলেন, শুনি ? আর তুমিই বা ঘরের কপাট ধরে দাঁড়িয়ে ক'হাজার টাকা তাঁকে

শুনে' দিচ্ছিলে ? গাঁয়ের মেয়ে, আপনার লোক—সুকুমারের বোন তুই, সদু ! মনে রাখিস, সমাজে থেকে বাড়াবাড়ি অনিয়ম চলে না।...বিপ্র, তুমিও নেহাৎ কম আহাম্মোক নও।—নাই দিয়ে মেয়েটাকে মাথায় তুলেছ। অতবড় পাজী বেহায়া কি আর গাঁয়ের মধ্যে আছে ?

বিপ্রদাস কিন্তু একটুও বিরক্তির ভাব দেখালে না। শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে—কত টাকা পাওনা ?

সৌদামিনীর জবাব দেওয়ার আর অপেক্ষা না ক'রে, সীতানাথ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

ব'ললে—পাওনা সামান্যই।—কিন্তু তবু তা পাওনা। হীরুঠাকুর খয়রাৎ করবার লোক নয়, তা তো আপনারা জানেন।

সীতানাথ সৌদামিনীর দুর্ব্বলতা বুঝতে পেরেছিল।

বিনোদ রায় ব'ললে—রাত দুপুরে এসেছেন কেন ?

সীতানাথ একটুও বিরক্ত হ'লো না। ব'ললে—রাত দুপুরেই ঠিক আসিনি। দেশে একটা খণ্ড-প্রলয় হ'য়ে গেলো, দেখেন নি ? সময়ে এসেও আটক পড়ে গেছি। তাই ফিরে যেতে অসময় হ'য়ে পড়েছে।

বিনোদ রায় চোখমুখ রাঙা করে ব'ললে—বুঝতে পেরেছি। চ'লে এসো বিপ্র, তোমার ভীমরতি হ'য়েছে। নইলে এমন মেয়েকেও বিয়ে করতে ঝোঁক্ হয় ! ও-মেয়ে লক্ষ পুরুষের কান কাটতে পারে। তোমার তোয়াক্কা ও একটুও রাখে না।

সৌদামিনী ঠক্ ঠক্ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো তা'হলে বিপ্রদাসের মতলব সাধারণের গোচরীভূত হতেও আর বাকী

নির্লজ্জ পুরুষ !···যার তরুণী কন্যা এখনো অবিবাহিতা, সে খুঁজে বেড়ায় অন্য তরুণীর পাণি ! আর সে অন্য কাউকে নয়, তারই তরুণী-কন্যার সহপাঠিনী সখীকে ! !

সীতানাথ অবাক্ বিস্ময়ে এই দু'টি আগন্তুককে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। এক্ষেত্রে তার মধ্যস্থতায় কাজ হবে না এবং মধ্যস্থ হওয়াও তার উচিত নয়,—এইটুকু ভেবেই সে কোনো কথা কইতে চায় নি।

বিপ্রদাস সহসা সৌদামিনীর বাঁ হাতখানা ধ'রে ব'ললে—তোমাকে একটা কথা ব'লে যাব সদু, শোনো।

ব'লে সৌদামিনীকে ঘরের দিকে টানতে লাগলো।

সৌদামিনী এতক্ষণ যে কাঁপছিল, তা ঠিক ভয়ে নয়, কতকটা রাগ ও বিরক্তিতে।

ব'ললে—গোপন কথা আমার সঙ্গে আপনার কী-ই বা থাক্‌তে পারে মেসোমশায়, আপনি যা ব'ললেন, সবার সুমুখেই বলুন না! তাতে কোনো লজ্জা নেই,—আপত্তি নেই।

বিপ্রদাস তবু শুনতে চায় না।

ব'ল্‌লে—লক্ষ্মীটি, বেশী কিছু নয়, জয়া তোকে বল্‌তে ব'লেছে, তাই। নইলে আমার কোনো কিছুই ব্যক্তব্য ছিল না।

সৌদামিনী সামান্যক্ষণ—মিনিটখানেক বিপ্রদাসের মুখপানে স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে আলোটা হাতে ক'রে ব'ললে—চলুন, জয়া কি ব'লেছে শুনি।

বিনোদ রায় শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বল্‌লে—বুড়ো বয়সের ঝোঁক··· সামলানো দায় !···গলায় দড়িও জোটে না !

সীতানাথ মাদুরের এক ধারে ব'সে পড়লো।

বিনোদ রায় রইলো দাঁড়িয়ে।

ঘরের মধ্যে এসেই একটুখানি আড়ালে দাঁড়িয়ে, বিপ্রদাস সৌদামিনীর দু'টি হাত ধরে বল্‌লে—আমি পাগল হয়েছি সদু, তোমার জন্যে সত্যিই দিনে রাতে আমার ঘুম নেই। আষাঢ় মাস অকাল হলেও, অরক্ষণীয়া কন্যার বিয়েতে বাধা নেই। আমিও পাগল হয়ে গেছি। সুতরাং শাস্ত্রবিরোধী কাজ আমাদের হবে না। জয়ার পাকা দেখার দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা। তারপর আমাদের পাকাপাকির আয়োজন হবে।...তুমি যা চাও সৌদামিনী, যত টাকার গহনা-কাপড় তোমার ইচ্ছে, আমি একবার 'না' বলবো না। নিজে পছন্দ ক'রে তুমি কিনবে।...আমার একলা-ঘর অন্ধকার হয়ে আছে।

সৌদামিনী হাসবে কি কাঁদবে, অথবা রাগের মাথায় হ্যারিকেনটা বিপ্রদাসের মাথায় ছুঁড়ে মারবে—কোনো কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পারলে না। খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে থেকে, সহসা বিপ্রদাসের পায়ের গোড়ায় ঠক্ ক'রে আপন মাথাটা ঠুকে দিলে।

বিপ্রদাস আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলো। সৌদামিনীর হাত দু'খানা চেপে ধরে উল্লাসের উচ্ছ্বাসে ব'লে উঠলো—সেইদিন তোমাকে দেখে অবধি, আমার আর দিনে-রাতে সোয়াস্তি ছিল না সদু। রাত দুপুরে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি! দিনের বেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব যখন আফিসে বসে ডাকাডাকি করেছেন, তখনো তোমার কথাই আমি ভেবেছি। নিয়ত তোমার ভাবনা আমার সার হ'য়েছিল। তোমার নাম হ'ছিল আমার জপমালা!...তুমি যদি বিশ্বাস না করো

সৌদামিনী—চলো, শহরে গেলে একদিন অফিসের মোটা চামড়ায় বাঁধা খাতাখানা তোমায় এনে দেখাবো, কত জায়গায় তোমার নামের গোড়ায় ইংরেজী অক্ষর S (এস্) লিখে লিখে খাতাখানা ভর্ত্তি ক'রে ফেলেছি। কতজনকে চিঠি লিখতে গিয়ে, 'শ্রীশ্রীদুর্গা'র বদলে ভুল ক'রে লিখেছি—'শ্রীশ্রীসৌদামিনীচরণ ভরসা'।

সৌদামিনী খিল্ খিল ক'রে হেসে উঠলো।

ব'ললে—মেসোমশায়, আপনি সত্যিই পাগল!

বিপ্রদাস ব'ললে—পাগল না হ'লে এমন কখনো হয়, সদু? বিনোদ বাবু মিথ্যে বলে নি। কিন্তু ছন্নছাড়া আমার জীবনের মধ্যে তোমার জীবনের সংস্পর্শ—

সৌদামিনী আর একবার বিপ্রদাসকে প্রণাম ক'রে আবার খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠলো।

বিপ্রদাস এইবার নিতান্ত অপ্রতিভ হ'য়ে গেল।

সৌদামিনী ব'ললে—বেশ গুছিয়ে গুছিয়ে যা যা আপনি ব'ললেন তা অপাত্রে বলা হ'লো মেসোমশায়। আপনি জয়ার বাপ, আমার মেসোমশায়। আপনার জয়াও যা, আমিও তাই-ই। হিন্দুর সামাজিক নিয়ম আর ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের অাফিসের আদব-কায়দা ঠিক এক জিনিস তো নয়, মেসোমশায়, যে যখন খুশী তখনই আপনি বদলে নেবেন!

বিপ্রদাস থ' হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সৌদামিনী ব'ললে—চলুন, ওঁরা সব কি ভাবছেন—কে জানে!

ব'লেই বিপ্রদাসের পানে একবারও আর না চেয়ে, আলো নিয়ে বাইরে চ'লে এলো।

বিনোদ রায় জিজ্ঞাসা করছিল সীতানাথকে—'মশায়, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।'

সীতানাথ বলছিল—'মনে কিছু করলেও, জিজ্ঞাসা করবেন তো? তা বলুন না!'

—'আপনাদের জালিমপুরের পুরুষরা বুঝি আমাদের এখানকার মেয়েদের মত শাড়ী পরে থাকে? ধুতি ব্যবহার করে না?'

—'আজ্ঞে করে বই কি! আপনাদের এখানে যদি কোনো দরকারে আসতে হয়, তা'হলে আমাদের ওখানকার পুরুষরা আপনাদের এখানকার মেয়েদের মত শাড়ী পরেই আসে। আপনারা মেয়েদের কাছে যেরকম মিষ্ট ভদ্রতা দেখান, সেই ভদ্রতাটুকু দেখবার বা বুঝবার লোভ আমরা কেউ সামলাতে পারি না, তাই পুরুষ হ'য়েও নারীর বেশ ধরতে চাই।'

—'মশায়ের বুদ্ধি আছে ব'লতে হবে।'

—'বুদ্ধিমান না হ'লে কেউ বুদ্ধিমানকে বুঝতে পারে না, এ সম্বন্ধে আপনারাও পরম বিজ্ঞ।'

এমনি সময় সৌদামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বিনোদ রায়ের সঙ্গে সীতানাথের কথোপকথনও শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করতে পারেনি।

ব'ললে—বাবা সীতানাথ, তুমি আর দেরী করো না, ঠাঁই করে খাবার এনে দিই, খেয়ে তুমি রওনা হ'য়ে পড়ো। যেতে যখন হবেই, মিছিমিছি দেরী করে লাভ নেই।

বিনোদ রায় বেয়াকুবের মত দাঁড়িয়ে রইলো। সৌদামিনীও আর কোন দিকে না চেয়ে, রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

বিপ্রদাসও তখন বাহিরের দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। সৌদামিনীকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে ব'ললে—তাহ'লে আমরা চললাম সৌদামিনী। তোমার আর কিছু বলবার নেই তো?

রান্নাঘর থেকে আসন হাতে বাহিরে এসে সৌদামিনী ব'ললে—ট্রেণের সময় হয়ে আসছে। যাবেন বই কি!...আমার বলবার যা তা তো ব'লেছি, মেসোমশায়। নতুন করে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

তারপর গম্ভীর হ'য়ে সীতানাথের জন্য আহারের ঠাঁই করতে লাগলো।

বিনোদ রায় বল্লে—চলে এস বিপ্র, এ সব বদমাইসির সাজা আপীলে ঠিক হবে। এখন চুপ করে থাকো। কাল শহরে গিয়েই ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবকে সব কথা জানিয়ে দিয়ো, তিনদিনে তিনশো অবস্থা হবে।

সৌদামিনী তবু কোনো কথা কইলে না।

বিপ্রদাস ও বিনোদ রায় দুজনে দাওয়া থেকে উঠোনে নাম্‌লো। সীতনাথের পানে একটা তীব্র ভ্রূকুটী ক'রে বিনোদ রায় বললে—বুঝতে পেরেছেন তো, আপীলে টের পাবেন।

সীতানাথ বিদ্রূপের ভঙ্গীতে ব'ললে—আজ্ঞে আচ্ছে।

রাস্তার ঘেয়ো কুকুর, গৃহস্থবাড়ীর রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়ে যে ভাবে লাঞ্ছিত হয়ে পালায়, বিপ্রদাস কতকটা সেই ভাবেই দ্রুত চলে গেল।

আহার প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

সীতানাথ ব'ললে—গাঁয়ে বাস ক'রে গাঁয়ের মোড়লদের সঙ্গে মনান্তর হওয়াটা ভালো কথা নয় মা! ওঁরা হয়তো তোমায় বিপদে ফেলবেন।

সৌদামিনী ক্লিষ্ট হাসি হেসে ব'ললে—হয়তো নয়,—নিশ্চয়ই ফেলবেন। কিন্তু ও-সব কথা এখন ভেবে কোনো লাভ নেই। বিপদ আমার দশদিকে, কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টার কথা ভাববো, ঠিক পাই না। এর জন্য আপনারা মিছিমিছি আর মাথা ঘামাবেন না। বিপ্রদাসবাবু ইচ্ছে করলে, ভালুইপাড়ার লোকদের মাপ ক'রে ক'রে নাকখৎ দেওয়াতে পারেন,—এখানকার লোকে বিনাকারণে ওঁকে মান্য করে—ভয়ও করে।

সীতানাথ খাওয়া বন্ধ ক'রে সৌদামিনীর মুখপানে অবাক্ হ'য়ে চাইতে লাগলো।

—তা হ'লে উপায়?

—কিন্তু আপনি খাওয়া বন্ধ করলেন কেন? খেয়ে নিন, ঘোড়ার মত দৌড় হ'লেও, ঘড়িটার দৌড়োবার একটা সীমা তো আছে; চেয়ে দেখুন না, আড়াইটে বাজে। ছুটোর গাড়ীখানাও প্রায় এসে পড়লো। টিকিটের ঘণ্টা পড়তে শুনেছি অনেকক্ষণ।

সীতানাথ দু'এক গ্রাস আহার্য্য মুখে তোলে, আবার খানিকক্ষণ চিন্তা করে। কিন্তু চিন্তা ক'রেও উপায় ঠিক করতে পারে না।

সৌদামিনী ওর ভাবগতিক দেখে' হেসে উঠলো।

ব'ললে—আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাতে মধুসূদন ছাড়া আর কেউ পারবে না, সীতানাথবাবু। যার সহোদর ভাই নিশ্চিন্ত হ'য়ে ফেলে চলে যায়, তাকে কে আর বাঁচাবে! আপনার লোক ব'লতে দাদা ছাড়া আর কেউ আমার বেঁচে নেই!

সীতানাথ ভাবতে ভাবতে আসন ছেড়ে উঠে পড়লো।

সৌদামিনী শশব্যস্তে ব'লে উঠলো—ও কি! উঠলেন কেন? আমার একার জন্যে রাতদুপুর পর্য্যন্ত আমি রান্না-বান্না করিনি। আজ আপনি আমাকে অপমান করলেন।

সীতানাথ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হ'য়ে বললে—ও-কথা ভাববেন না মা, খেতে আর আমি পারতাম না।

সৌদামিনী আর কিছু না ব'লে হাত-মুখ ধোয়ার জল ঠিক করে দিল

তখন আকাশে অগণিত নক্ষত্র ফুটেছে। কোথায়ও মেঘের লেশ নাই। অনন্ত অম্বর অনন্ত অন্ধকারে স্তব্ধ গম্ভীর হ'য়ে সুপ্ত চরাচরের দিকে অনিমেষে চেয়ে আছে।

নিবিড় নিস্তব্ধতার বুক চিরে বিরাট গর্জ্জন করতে করতে যাত্রীবাহী ট্রেণখানা চলে গেল।

সৌদামিনী ঘড়িটার পানে চেয়ে দেখলে—প্রায় তিনটে বাজে।

সীতানাথ তখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে।

সৌদামিনী ব'ললে—আপনার মামাকে আমার প্রণাম জানিয়ে ব'লবেন—যদি কখনো আমার ভাগ্যগুণে দাদা বাড়ী ফিরে আসেন, তৎক্ষণাৎ আমি তাঁকে চিঠি লিখে জানাবো।

৬

মাস তিনেক পরে…

'বিপ্রদাস অপেরাপার্টি'র বায়না হ'য়েছে দুর্গাপূজোর সময় হীরু-ঠাকুরের বাড়ীতে।

হীরুঠাকুরকে দেশশুদ্ধ লোকে সুদখোর, কৃপণ ষণ্ড যাই বলুক, তার দুর্গোৎসবের আয়োজন দেখে' কেউ নিন্দে ক'রতে পারতো না। সপ্তমী অষ্টমী নবমী—তিন দিনের মধ্যে জালিমপুর আর আশপাশের গ্রামগুলোতে যত লোক আছে, সকলকার নিমন্ত্রণ হ'তো, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, কাঙ্গালী বিদায়ের ধুমধামে লোকেরা এমনিভাবে মেতে উঠতো যে, প্রত্যেকেই ভাবতো তাদের নিজের বাড়ীর পূজো। হীরুঠাকুর পূজোর ক'টাদিন কারুকে পর হয়ে থাকতে দিত না।

অন্য অন্য বছর ক'লকাতা অঞ্চলের ভালো ভালো যাত্রার দল আসে, দু'তিন বছর ক'লকাতার থিয়েটারও হ'য়েছিল। কিন্তু এবারে সীতানাথের অনুরোধে হীরুঠাকুর ভালুইপাড়ায় বায়না দিয়েছে। অবশ্য তার মধ্যে একটুখানি অন্যরকমের উদ্দেশ্য সীতানাথের না থাক, হীরালালের ছিল।

বায়নার পর নগদ পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দিয়ে একটা রসিদ নেওয়া হ'য়েছে। তাতে সই ক'রে দিয়েছে 'বিপ্রদাস অপেরাপার্টি'র ম্যানেজার স্বয়ং বিপ্রদাস চৌধুরী।

বিপ্রদাসের ডায়েরী

হীরুঠাকুর ওর জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কাঁচা কাজ কখনো করেনি, ম্যানেজার বাবুর সইটাই ও চেয়েছিল।

এদিকে জেলার লোকের মরণ-কাঠি জীয়ন-কাঠি যার হাতে, সেই বিপ্রদাস চৌধুরীও একটা কিছু পাকা চাল চালবার জন্যে আগ্রহ সহকারে বায়না-নামায় সই দিয়ে অপেরা পার্টির পক্ষ হ'তে পঞ্চাশ টাকা পকেটস্থ করেছিল।

চন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের মাথার মণি হ'লেও, আইন অমান্য করবার শক্তি বিপ্রদাসের নেই। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরেরও সে শক্তি হাতধরা নয়,—বিপ্রদাস তো চালা ঘরের পরচালা।

বায়নার টাকা নিয়ে, কাগজে-কলমে রসীদ দিয়ে বিপ্রদাস একটু-খানি চিন্তিত হ'য়ে পড়লো। তার কারণ দলের মাষ্টার সুকুমার মুখুয্যে তখনো গ্রামে অনুপস্থিত। রামজীবনপুরের জমীদার কন্যাকে বিয়ে ক'রে সে রাজ্য ও রাজকন্যাসহ পরমসুখে খাচ্ছে আর ঘুমুচ্ছে। দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণঠাকুরের মত মথুরায় গিয়ে রাজা হ'য়ে তুচ্ছ বৃন্দাবনের কথা আর তার মনে নেই।

বিপ্রদাস সাতদিনে তিনখানা চিঠি লিখলে, কিন্তু সুকুমার এলো না। আসা দূরের কথা, চিঠির জবাব পর্য্যন্ত দিলে না। এদিকে দিন নিকট হ'য়ে আসছে। বড় জোর আর পনের দিন।

এই অল্প সময়ের মধ্যে রিহার্সাল দিয়ে দস্তুরমত পালা সেট ক'রে নেওয়া চাই।

রাজার অভাবে রাজ্য দু'চার দিন চলতে পারে, কিন্তু মাষ্টারের অভাবে স্কুল চলে না একবেলাও।

বিপ্রদাসের ডায়েরী

বিপ্রদাস শহর থেকে রামজীবনপুরে সুকুমারকে চিঠি লেখে, শহর থেকেই সংবাদ নেয়, সে এলো কি এলো না। সৌদামিনীর কাছ থেকে তীব্র অপমান পেয়ে আগের মত হামেসা ভালুইপাড়ায় সে আর আসে না। আসতে কি-রকম লজ্জা হয়।

তাছাড়া জয়ার বিয়ের পাকা-দেখা হবে বলে মিথ্যা সংবাদ দিয়ে সৌদামিনীকে শহরের বাসায় নিয়ে আসবার যে বীভৎস কৌশল খাটাতে বিপ্রদাস চেয়েছিল, সৌদামিনীর কাছে, এমন কি—গ্রামের অনেকের কাছেই এখন তা ধরা প'ড়ে গেছে। জয়ার বিয়ে হয়নি, বিয়ের কথা পর্য্যন্ত সে সময় ওঠেনি।

একদিন শহরে ব'সেই সুকুমারের একখানি রূঢ়-পত্র পেয়ে বিপ্রদাস বেহায়া কুকুরের মত লাজ-লজ্জার মাথায় পয়জার মেরে ভালুইপাড়ায় এসে হাজির হলো। বেহায়ার মত এলো বটে, কিন্তু ওর মেজাজ হ'য়ে রইলো ক্ষ্যাপা-কুকুরের মত বিবেকবর্জ্জিত!

সুকুমার নাকি লিখেছে—'যাত্রার দল ক'রে আমি মনুষ্যত্ব হারিয়েছিলাম। আমার বেহালা বেঁচে থাক্, মনের খোরাক তাতে যথেষ্ট মিলবে। পেটের খোরাকের জন্য যাত্রা-পার্টির মাষ্টারী করাকে এখন আমি অপমান মনে করি। যাত্রা-পার্টির মাষ্টারই বলুন, আর ম্যানেজারই বলুন,—সবা হয় বেহায়ার বেহদ্দ। এখানে ওসব ভাবের চিঠি লিখলে আমায় লাঞ্ছনা করা হয়। সুতরাং চিঠি আর লিখবেন না।'

বিপ্রদাস পাকা খেলোয়াড়। সুকুমারের এই শেষ চিঠি পেয়ে পাকা চাল চালবার জন্যই প্রস্তুত হ'তে লাগলো।

শহর থেকে এলো বেশী মাইনের মাষ্টার। অপেরা-পার্টির রিয়ার্সাল চললো পুরোদমে, আর বিপ্রদাসের মগজের খেলাটাও রিহার্সালের মতই বেগে চ'লতে লাগলো।

বিনোদ রায় ব'ললে—এক ঢিলেই দুটোপাখীই বধ করতে হবে হে। এই সুযোগে সদুটাকেও রীতিমত শিক্ষা দিয়ে দাও।

বিপ্রদাস হেসে ব'ললে—সে কথাও ভাবছি ক'দিন ধরে। তুমি এক কাজ করো, সৌদামিনীকে একটিবার জিজ্ঞেস করে এসো,—সেবার জীবনপুরে যাত্রা-পার্টিতে যাওয়ার সময় রাণী সাজবার জন্যে আসল গিনি সোনার কতকগুলো গহনা দিয়েছিলাম আমি—

বিনোদ অবাক হয়ে গেল।

ব'ললে—সে কি হে! যাত্রার দলে রাণী সাজতে কি কেউ গিনির গহনা পরে! গিল্‌টির চুড়ি নেক্‌লেস্ তো অনেক ছিল!

—তা ছিল বটে, কিন্তু বড়লোকের বাড়ীর আসর!—জাঁক-জমকের দরকার হয় বেশী। তাই সুকুমারের কথায় জমার কতকগুলো পোষাকী দামী গহনাই আমি তাকে দিয়েছিলাম। কথা ছিল পালা শেষ ক'রে এসে ও-গুলো আমাকে ফেরৎ দেবে।

—যাক্...ফেরৎ দেয় নি তো?

—না। ব্যাটা পয়লা নম্বরের পাজী যে! বড়লোকের জামাই হ'য়ে ধরাকে দেখছে সরা। আজ আসে কাল আসে ক'রে আমিও এতদিন চুপচাপ ছিলাম, কিন্তু সে যখন এলো না, তখন আর তো দামী জিনিষ পরের ঘরে ফেলে রাখা যায় না।

—তা সৌদামিনীকে জিজ্ঞেস করতে যাবো কেন? উল্টে অপমান

মাথায় নিয়ে ফিরতে হবে তো? গহনা রইলো সুকুমারের হাতে। সতু তার করবে কি?

—ওর কাছেই যদি থাকে! যাত্রা গেয়ে ফিরে আসার পর তো সুকুমারের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি! যদি সতুর কাছেই সেগুলো রেখে গিয়ে থাকে।

বিনোদ রায় এইবার লাফিয়ে উঠ্‌লো।

ব'ললে—রেখে গিয়ে থাকে, ভালোই করেছে। ও-সব আর তাকে জিজ্ঞেস করে দরকার নেই, বিপ্র। যে রকম দজ্জাল মেয়ে, চুরির চার্জ্জ দিয়ে ঘর-বাড়ী খানাতল্লাস করাও। মাল থাকে, বেরিয়ে পড়বে।

—আর যদি না থাকে?

—না থাকে নাস্তানাবুদ হবে। যেন-তেন ক'রে ওর দেমাক ভাঙতে হবে।

বিপ্রদাস ব'ললে—আচ্ছা, ভেবে দেখি। সকল দিক বজায় থাকে, এমন কিছু মতলব খাটাতে হবে!

বিনোদ রায়ের এ-কথা ঠিক মনে লাগলো না। ব'ললে—আমি ও-সব র'য়ে-ব'সে কাজ করার পক্ষপাতী নই। হাতের মুঠোয় যা আসবে, তাকে ছেড়ে দিলেই পস্তাতে হবে। মনে আছে তো—'ছাড়িয়া মুখের গ্রাস যে অবোধ জন—'

বিপ্রদাস ব'ললে—তবু ভাববার অনেক আছে হে। ক'লকাতা হাওড়ার বড় বড় দল থাকতে, হীরুঠাকুর যে কেন ভালুইপাড়ার দলে বায়না দিয়ে গেল, এটাও একটুখানি ভেবে দেখ।

বিনোদ হেসে উঠলো।

—তুমি সত্যিই বড় বোকা। এই বুদ্ধি নিয়ে কেমন ক'রে যে জেলার কাজ চালাও, আমি তো ভেবেই পাইনে। হীরুঠাকুর হ'লো কৃপণের রাজা। তাঁবার আধলা পয়সার জন্যে সে শীতকালের দুপুর-রাতে পচা ডোবায় ডুব দিতে পারে। বলি, ক'লকাতার দল আনতে খরচ কত তা জানো? ও-ব্যাটার যত বয়েস বাড়ছে, ততই হচ্ছে টাকার ওপর মমতা।

বিপ্রদাস কিন্তু এ যুক্তি মেনে নিতে পারলে না।

বললে—ঠিক তা নয়, হে। নিশ্চয় এর ভেতর সেই সীতানাথের কৌশল আছে। লোকটাকে সেদিন সভার সুমুখে তুমি যাচ্ছেতাই অপমান করেছিলে। বড়লোকের কর্ম্মচারী তো, কায়দা ক'রে মাথা খেলাচ্ছে।

বিনোদ রায় জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে বললে—কখ্‌খনো তা নয়, হীরুঠাকুর পয়জার খেয়েও পয়সার জন্যে হাত বাড়ায়। সীতানাথ তারই কর্ম্মচারী। ও-সব তোমার বাজে কথা।...তুমি আজই শহরে গিয়ে সাহেবের হুকুম নাওগে। বাড়ীটা খানাতল্লাস করাও।

বিপ্রদাস গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলো।

বেলা তখন দশটার কাছাকাছি।

সৌদামিনী পুকুর ঘাট থেকে স্নান ক'রে বাড়ী এলো।

কিন্তু বাড়ীতে ঢুকেই ও অবাক্ হয়ে গেল।

দেখলে ঘরের দাওয়ায় খুঁটি ঠেঁস দিয়ে বিপ্রদাস ব'সে রয়েছে। ওর মুখখানা ভয়ানক গম্ভীর।

জলের কলসীটা নামিয়ে রেখে গায়ে মাথায় ভিজে কাপড়খানা ভালো ক'রে জড়াতে জড়াতে সৌদামিনী ব'ললে—আপনি...কতক্ষণ এসেছেন মেসোমশায়? আজ বুঝি কাছারি বন্ধ?

বিপ্রদাস গম্ভীর হয়ে জবাব দিলে—হুঁ।

—'আমার সঙ্গে কি আপনার কোনো দরকার আছে, মেসোমশায়?'

ব'লেই জবাবের জন্য অপেক্ষা না ক'রে সৌদামিনী কাপড় ছাড়তে ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লো।

বিপ্রদাস রইলো একা তেমনিভাবে গম্ভীর হ'য়ে ব'সে।

সৌদামিনী এলোচুল পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

বিপ্রদাস ব'ললে—কতকগুলো গহনাপত্র আছে, বোধ হয় তুমি তা জানো। সেগুলো আমি চাই।

অবাক হয়ে সৌদামিনী প্রশ্ন করে উঠ্‌ল—কিসের গহনা মেসোমশায়? কার? আছেই বা কোথায়?

বিপ্রদাস ভ্রূকুটী ক'রে উঠলো।

ব'ললে—গহনা আমার মেয়ে জয়ার, আছে—এই তোমাদের ঘরে। এনেছিল তোমার দাদা।...কিন্তু গহনাগুলো আমি এক্ষুণি নিয়ে যাব সদু। কোথায় আছে বার ক'রে দাও।

সৌদামিনী খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ধপ ক'রে বিপ্রদাসের সুমুখেই মাটির উপর ব'সে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে—এটা আপনার মাথা থেকে বেরিয়েছে, না আপনার সাহেবের মাথা থেকে বেরিয়েছে, মেসোমশায়? শেষ পর্য্যন্ত একটা অনাথা আইবুড়ো মেয়েকে জব্দ করবার জন্যে আপনাদের এ-ফিকিরও খাটাতে হলো? কিন্তু এটা লজ্জার কথা মেসোমশায়। এ যেন সেই মশা মারতে কামান-দাগার ব্যবস্থা করছেন আপনারা।

বিপ্রদাস রেগে আগুন হ'য়ে উঠ্‌ল।

ব'ললে—ছোটমুখে বড় কথা মানায় না, সৌদামিনী। বুঝেসমঝে জবাব দিয়ো। যদি মশা মারতে সত্যি সত্যিই কামানের প্রয়োজন হয়, তা'হলে কামানের অভাবে মশা কখনো বাঁচবে না জেনো। একটা কেন দশটা কামান আমি তোমার বাড়ীর সুমুখে বসিয়ে দিতে পারি।

সৌদামিনী ব'ললে—একশোবার তা পারেন মেসোমশায়! আমি কি আপনার ক্ষমতাকে অস্বীকার করছি? কিন্তু একটা কথা আপনি ভুলে যাবেন না, মেসোমশায়। আপনি যেমন দরকার হ'লে আমার বাড়ীতে কামান বসাতে পারেন, যদি শক্তিতে কুলিয়ে ওঠে, তা'হ'লে সেই কামানকে না পারি অন্ততঃ কামানওয়ালাকে কুকুর-তাড়া ক'রে তাড়াতেও আমি পারবো।

বিপ্রদাস রুখে দাঁড়িয়ে উঠলো।

—কি বললি, দজ্জাল, ছোটলোক কাঁহাকার?

সৌদামিনী কিন্তু জোরে চীৎকার করলে না। শান্তভাবে অথচ

ক্রোধের ভঙ্গীতে ডান হাতখানা বাড়িয়ে ব'ললে—উঠে যান আমার বাড়ী থেকে। বেরিয়ে যান এক্ষুণি—দূর হ'য়ে যান।—

'বিপ্রদাস অবাক!

সৌদামিনীকে বিপ্রদাস যেন দেখলে ঠিক রুষ্টা ভৈরবীর মূর্ত্তিতে।

ওর এলায়িত কুন্তল বেয়ে বিন্দু বিন্দু করে গরল ঝরে—মুখে জ্বলে আগ্নেয়গিরির আগুন! ওর কথার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে লক্ষ বিষাণের আওয়াজ আসে। ওর প্রতিটি ভঙ্গীমায় বিপ্রদাসের চোখে বিভীষিকার ভীতি ফুটে ওঠে।

বিপ্রদাস কথা কইতে পারলে না। সৌদামিনীর চেহারা দেখে সত্যিই ওর ভয় হলো।

সৌদামিনী বলতে লাগলো—উঠুন এক্ষুণি। থানা, পুলিস, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকীল-মোক্তার যা আপনার খুশী, যেখানে যেতে হয় যান। তার আগে এক মিনিটও এখানে থাকতে দেব না আমি।

বিপ্রদাস চড়-খাওয়া বাঁদরের মত লাফাতে লাফাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল। অপেক্ষা করার মত এতটুকু সাহস ওর হলো না।

সৌদামিনী ক্লান্ত হয়ে অনেকক্ষণ একই অবস্থায় ব'সে রইলো।

আশ্বিনের খররৌদ্র এসে ওর গায়ে মাথায় ছড়িয়ে প'ড়েছে, পেটে জ্বলেছে ক্ষুধার আগুন, পদাহত ফণিনীর মতই রুদ্ধ আক্রোশে সৌদামিনী রোষে-ক্ষোভে ফুলতে লাগলো।

আজ ওর মনে হলো, একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকার যে শক্তি আছে, ওর বুঝি তাও নেই। আহতই ওকে হতে হবে, আঘাত করতে পারবে না কোনোদিন।

আজ যদি নিজের যৌবন-পরিপুষ্টদেহ, আশা-আকাঙ্ক্ষাময় মন, জীবনের যত কিছু ভবিষ্যৎ ভরসা—সব ওই লম্পট প্রৌঢ়ের পায়ের তলায় অঞ্জলি ভরে সমর্পণ করতে পারতো, হয়তো তা'হলে এই আশু দুর্গতির হাত থেকে ওর রেহাই মিলতো।

কিন্তু তা কি সম্ভব ?

মন-কোকনদের সঞ্চিত মধু বিন্দু বিন্দু ক'রে উজাড় ক'রে নিয়ে শয়তানের সেবায় সঁপে দেওয়া কি চলে ?

অন্তর-শতদলের চন্দনচর্চ্চিত আভা সৌদামিনীর মন-মুকুরে প্রতিফলিত হয়ে উঠলো। সৌদামিনী ভাবলে, অদৃষ্টে যদি আত্মহত্যাই লেখা থাকে অবশ্য তা' ফলবেই, বিধির লিখন স্বয়ং বিধাতাই খণ্ডন করতে পারে না। তুচ্ছ একটা হীন মানুষের ভয়ে ও আজ নারীত্বকে অপমান করবে না—কিছুতেই না।



পড়ন্ত বেলা।

অভুক্ত সৌদামিনী ঘরের মেঝেয় প'ড়ে রয়েছে।

ওর শুকনো চোখদুটো কেউটে সাপের চোখের মত জ্বল জ্বল ক'রে জ্ব'লছে।

বিপ্রদাস আর বিনোদ রায়ের এমনি অপার মহিমা, যে ভুলেও কোনো পাড়াপ্রতিবেশী সত্বর খোঁজ-খবর নিতে আসে না। সৌদামিনী যদি দিন দুপুরে দম বন্ধ হ'য়ে ম'রেও যায়, তবুও পাড়ার লোকে কেউ এগিয়ে দেখবে না। যেন বিপ্রদাসবাবু তাদের জন্য সৌদামিনীর বাড়ীর চার পাশে একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডী ঠিক ক'রে দিয়েছে, পার হওয়ার শক্তি কারুর নেই। পার হ'লে ফৌজদারী সোপর্দ্দ হবে, হয়তো বা ফাঁসীকাঠে, নয়তো জেলেই হবে তাদের মৃত্যু।

ঘরে সান্ধ্যদীপ জ্বালতেও আজ আর সৌদামিনীর মনে হয়নি। সব আজ ওর ওলোট-পালট হ'য়ে গেছে। দুর্ভাবনার জ্বালায় ওর মগজটা যেন বোলতার চাকের মত ছ্যাঁদা হ'য়ে গেছে।

বেচারী নিৰ্জ্জীবের মতই ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে প'ড়ে আছে, ঘর-দোর-উঠোন—সবই সন্ধ্যার অন্ধকারে ছেয়ে গেছে!

আশ্বিনের হিমসঙ্কুচিত হাওয়া এসে ওর অলকে-ললাটে সান্ত্বনার পরশ দিচ্ছিল।

প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে বাজে শঙ্খ, শঙ্খের আওয়াজের সঙ্গে মিশে যায়—প্রান্তরপ্রত্যাগত বৎসহারা গাভীর ব্যাকুল হাম্বারব, পল্লীর ঘরে

ঘরে সন্ধ্যাবন্দনার আয়োজন হয়—সৌদামিনী কান পেতে শোনে, তবু ওর মনের মাঝে এতটুকু উৎসাহের আমেজ আসে না !

সাড়ে ছ'টার রেলগাড়ীখানা এইমাত্র চলে গেছে। দূরান্তে এখনো তার শব্দ পাওয়া যায়।

সৌদামিনী এতক্ষণে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলো। ট্রেনখানা চলে যাওয়ার শব্দ পেয়ে, ও যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত হ'তে পারলো।

নিশ্চয়ই এই গাড়ীতে বিপ্রদাস চলে গেছে। বিপ্রদাসকে সৌদামিনী এতটুকু ভয় করে না। ভয় করে তার বদ মতলবকে। সাপের চেয়ে বিষই মানুষকে বেশী জ্বালা দেয়।

সৌদামিনী প্রদীপ জ্বেলে, তুলসীতলায় প্রণাম করতে যাবে, এমন সময় ও যেন সুকুমারের গলার আওয়াজ শুনতে পেলে; "ডানহাতি বাড়ী। ঐ যে বড় নিমগাছ দেখা যাচ্ছে—"

সঙ্গে সঙ্গে গরুর গাড়ীর শব্দ !

সৌদামিনী মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাথা হ'তে পায়ের তলা পর্য্যন্ত ওর গরম হ'য়ে উঠেছে। বুকের মাঝে দপ দপ শব্দ হচ্ছে। ভয়ে কি আনন্দে, কে জানে!

গলায় আঁচল দিয়ে তুলসী-বেদীমূলে প্রণত হ'য়ে সৌদামিনী প্রার্থনা করলে—দাদা যেন সুস্থ শরীরে ফিরে আসে। হে মা বৃন্দারাণী, গরুর গাড়ী ভাড়া ক'রে দাদা যেন আজ রোগা দেহ নিয়ে না আসে—এ যেন তার সখের আসা হয়।

সৌদামিনী উঠে দাঁড়াতেই দেখলে, বাড়ীর সুমুখে গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে! গাড়ীর ভিতর থেকে সুকুমার লাফ দিয়ে নামলো।

-কে, সদু ?

—শীগগির আলো নিয়ে আয়। তোর বউদি রয়েছে গাড়ীতে··· নামিয়ে নে।

সৌদামিনীর চোখের সামনে সারা পৃথিবীটা যেন উৎসবমুখর হ'য়ে উঠলো। ধরণীতে আর অন্ধকার নেই, সব আজ আলোয়আলোয় ছেয়ে গেছে, নিস্তব্ধ পুরীর প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে সানাই, আগমনীর সুরে!—বিরহসন্তপ্ত মন মাতাল হয়ে ওঠে!

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে আলো নিয়ে, সৌদামিনী গাড়ীর সুমুখে এসে দাঁড়ালো।

ঘরে অন্য লোকজন কেউ নেই, এয়োস্ত্রী না হ'লে বধূবরণ করা আচার-বহির্ভূত, তবু সৌদামিনী পাড়ার কারুকে ডাকলে না। আলোটা গাড়ীর সুমুখে উঁচু করে তুলে, স্মিতমুখে ব'ললে—নেমে এসো ভাই, বৌদি!

বউ নামলো।

সৌদামিনী গাড়ীর কাছে, সেই পথের ধারেই নববধূকে প্রণাম করলে। ব'ললে—পেছু হেঁটো না ভাই, প্রণাম নিলে দোষ হবে না। তুমি আমার গুরুজন।

সুকুমার তখন ঘরের দাওয়ায় এসে ব'সেছে।

সৌদামিনী বউকেও হাত ধরে দাওয়ার উপর এনে মাদুর পেতে বসালে। তারপর হাত-পা ধোয়ার জন্য জল গামছা ইত্যাদি ঠিক ক'রে দিয়ে, উনুনে আগুন দিতে লাগলো।

সুকুমার পাড়া বেড়াতে গেছে।

সৌদামিনী রান্না-বান্না শেষ ক'রে নতুন বউয়ের সঙ্গে গল্প করছিল। বড়লোকের মেয়ে, কথাবার্ত্তাও বড়লোকের মতই। প্রত্যেক কথার মধ্যে অহঙ্কারের আঁচ পাওয়া যায়। সৌদামিনী গল্প করে আর মনে মনে ভাবে, এ-মেয়ের সঙ্গে কেমন ক'রে সে মানিয়ে চ'লবে।

তা-ও যদি রূপ থাকতো। অতবড় কদাকার বউ নিয়ে সুকুমার যে কেমন ক'রে গাঁয়ে মুখ দেখাতে এলো, সৌদামিনী আজ তাই ভেবে পায় না।

গায়ের রং যতদূর কালো হ'তে হয়। সামনের দাঁত দুটো নীচুকার ঠোঁটের উপর সদাই বেরিয়ে রয়েছে, মাথার চুল যা আছে হাত-খানেকের বেশী লম্বা হবে না। সিঁথির মাঝখানে টাকার মত একটা টাক! আর স্থূল দেহের পরিধি মাপতে গেলে দস্তুরমত সাড়ে তিন গজ লম্বা ফিতে আনতে হবে। বড়লোকের ঘরের মেয়ে, বাপের আঁধার ঘরের কালোমাণিক, চর্ব্ব চোষ্য খেয়ে-খেয়ে চর্ব্বি বেঁধেছে প্রচুর।

কোকিল কালো হ'লেও, লোকে তার আওয়াজের গুণে কোনো সময়েই তাকে অপছন্দ করে না; 'কালো' দোষ তার গানের গুণে ঢেকে যায়। কিন্তু সুকুমারের বউ···ভাঙা কাঁসরের মত গলার আওয়াজ তার। এক ঘণ্টার আলাপেই সৌদামিনী বুঝে নিয়েছে, আর একটুখানি পুরণো হ'লেই বৌদি তার গলার আওয়াজ আরও উঁচু পর্দ্দায় চড়িয়ে দেবে।

সংসারের চলা-ফেরার পথ থেকে রাত্রে বাড়ীর মধ্যে ঘুমানো পর্য্যন্ত সব কিছুতেই চাই টাকা। মানুষ স্বপ্ন দেখতে চায় টাকার!

—মরণের পরে কিছু সঙ্গে নেবার নিয়ম নেই, তাই বাঁচোয়া, নইলে পরলোকের পথে পা বাড়াবার সময় ইহলোকের লোকেরা কোমরে টাকার থলে বাঁধতো। বাপ-পিতামহরা বংশধরদের জন্যে ফেলে কিছু যেতে পারতো না। নইলে সুকুমারের মত সুপুরুষ, রূপ না চেয়ে, চাইলে খালি রূপেয়া!

সুকুমারের ফিরতে রাত্রি হ'লো অনেক।

সৌদামিনী তখন বউকে জিজ্ঞাসা করছিল—বউদি, তোমার নামটা তো জানতে পারলাম না, ভাই?

বউদি নাম ব'ললে—শ্রীমতী শ্বেতবরণী দেবী।

সৌদামিনী কিছুতেই আর হাসি চেপে রাখতে পারলে না,—যার নাম হওয়া উচিত ছিল শ্যামাঠাকরুণ, সে কিনা হলো শ্বেতবরণী! মা-বাপের যত আদুরেই হোক্ না, তবু যে নাম রেখেছিল, তার আক্কেলকে গালাগাল দেওয়া উচিত।

সৌদামিনী ফিক্ করে হেসে উঠ্তেই, শ্বেতবরণী ফোঁস ক'রে উঠলো—হাসলে কেন শুনি?

সৌদামিনীর মনে হলো—শ্বেতবরণীর হাত থেকে একখানা কাঁসার থালা থন্ থন্ ক'রে মাটিতে প'ড়ে গেল। গলা দিয়ে ওর স্বর বার হয়নি,—এ যেন সেই থালা-পড়ার শব্দ!

সৌদামিনী ব'ললে—হাসি এলো, ভাই!

শ্বেতবরণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—হাসি এলো তাই! হাসি বুঝি তোমার হাতধরা! মানুষের নাম শুনলে হাসি আসে···কেন শ্বেতবরণী নামের ভেতর হাসির কি আছে শুনি? শ্বেতবরণী মানে জানো?···ওই তো, তোমার দাদাকেই জিজ্ঞেস কর না?...বলো না গো, সেই গানটা,—

'কে রে শ্বেতশতদল' পরে শ্বেতবরণী'···

সৌদামিনীর হাসির বেগ লক্ষগুণ বেড়ে উঠ্‌লেও, বহুকষ্টে সে-বেগ ওকে সামলে নিতে হলো, পাছে এই রাত্রেই বউয়ের আদেশে দাদা বোনের প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ড-দিয়ে বসেন।

শ্বেতবরণী তখন সুকুমারকে ব'ললে—বেহালাখানা নিয়ে, 'শ্বেতশতদল পরে'. গানটা একবার শুনিয়ে দাও ঠাকুর-ঝিকে।

সুকুমার কিন্তু গম্ভীর।

সৌদামিনী ব'ললে—আর রাত ক'রো না, খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।

সুকুমার হাতের রিষ্টওয়াচ দেখলে।

শ্বশুরবাড়ীর পাওয়া ঘড়ী, সোনার ব্যাণ্ড—রূপোর কেস্।

ঘড়ী দেখেই জামাইবাবু চমকে উঠ্‌লো।

—এত রাত হ'য়ে গেছে! দে দে, শীগগির খাবার ঠিক কর।··· তোর বউদির খাওয়া হ'য়েছে তো?

সৌদামিনীর মুখে রাজ্যের বিস্ময় এসে জমা হ'য়ে গেল।

ব'ললে—তুমি রইলে বাইরে। তোমার খাওয়া শেষ না হ'লে—বউদি কেমন ক'রে খাবে? বেশ আক্কেল যা-হোক্!

সুকুমার ঈষৎ কুণ্ঠিত হয়ে ব'ললে—কিন্তু ওরা তো খায়।

শ্বেতবরণী এতক্ষণ ব'সে ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের কাপড়টা সামলাতে সামলাতে বিরক্তির সুরে ব'ললে—খায়, তা তুমি জানো, তোমার বোন্‌টি কেমন ক'রে জান্‌বে? পাড়ায় টহল দিতে যাবার আগে, বোকা বোনকে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হয়। উনি যে বিয়ে না-হতেই পতি-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন আমায়!

তারপর সৌদামিনীকে লক্ষ্য ক'রে ব'ললে—ও যদি আজ সারারাত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতো, বাড়ী যদি না-ই আস্‌তো, তবু আমাকে না খেয়ে ওর মুখচেয়ে বসে থাক্‌তে হতো? বিয়ে তো হয় নি, কবে হবে তার ঠিক নেই, হবে কি হবে না তা-ও ভগবান জানেন; এ আক্কেল তোমার কেমন ক'রে গজালো, ঠাকুর-ঝি? এ তোমার পতিভক্তি শেখানো নয় ভাই, এর নাম হচ্ছে মানুষ-মারা বিদ্যে।

সৌদামিনীর রাগ হলো।

ব'ললে—আমাদের এদেশে কেউ স্বামীর আগে খায় না, বউদি। তা বেশ তো, দাদার যদি দেরী থাকে, তোমাকেই আগে খাবার দিচ্ছি। তুমি খেলে, দাদাকে সেই থালাতেই ভাত বেড়ে দেব।

শ্বেতবরণী কিছু না ব'লতেই, সুকুমার ব'লে উঠল—যা-যা, আর জ্যাঠামি করতে হবে না। ওদের সব সকাল-সকাল খাওয়া অভ্যাস,—একবার জিজ্ঞেস করলেই তো পারতিস। এতখানি পথ গরুর গাড়ীতে আসা—হয়রানি বুঝি কম?

রাগের মধ্যেও রহস্য করবার লোভটুকু সৌদামিনী পরিত্যাগ করতে পারলে না। ঘরের মেঝেয় আসন পেতে খাবার দেওয়ার আগে

জিজ্ঞাসা করলে—কে কার প্রসাদ পাবে বলো? দাদার প্রসাদ তুমি খাবে বউদি, না দাদাই তোমার মহাপ্রসাদ খেয়ে ধন্য হবে?

সুকুমার আসনে ব'সে ব'ললে—আবার জ্যাঠামি? তোর ভয়ানক বাড় হয়েছে, সদু। ধরাকে সরা দেখতে সুরু করেছিস। পাড়ার লোকে যা ব'ললে, একটুও তা মিথ্যে নয় দেখছি।

খাবারের থালাখানা সুমুখে ধরে দিয়ে সৌদামিনী গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—পাড়ার লোকে দিনরাত আমাকে চোখে-চোখে রেখেছিল, তারা যা বলেছে, একটুও মিথ্যে বলিনি। মা নেই, বাপ নেই, কিন্তু তোমার মত বড়লোক দাদা যখন আছে, তখন ধরাকে সরা দেখাটা আমার পক্ষে একটুও আশ্চর্য্য নয়, তো! তুমি এতদিন ছিলে না বটে, কিন্তু তোমার দয়ায় মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন আমি ঘি খেয়েছি—দুধে আচমন করেছি—ভয়ানক বাড় হবে না?

সুকুমার এতখানি শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বড়লোকের মেয়ে শ্বেতবরণীর সুমুখে অপ্রতিভ হ'য়ে চুপচাপ বসে থাকবার ছেলে সুকুমার নয়। যাত্রার দলে চাকরী করতে করতে ওকে বহু জায়গায় ঘুরতে হ'য়েছে, বহু লোকের সঙ্গে মিশতে হ'য়েছে, অভিনেতার স্বভাব ওর মজ্জাগত। সৌদামিনীর কথা শুনে মনে মনে যথেষ্ট অপ্রতিভ হ'য়ে উঠলেও বাইরের ভাব রাখলে সপ্রতিভের মতই।

ব'ললে—মিছিমিছি রাগ করছিস সদু। বিশ্বাস না হয়, তোর বউদিকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ, কঠিন ব্যারাম আমার হ'য়েছিল কিনা। পঁচিশ দিন শয্যাগত ছিলাম কি-না?

সৌদামিনী কিন্তু বউদিকে কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করতে

চাইলে না। রান্নাঘরের শেকলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

তারপর সুকুমারের খাওয়া হ'য়ে গেলে, সেই থালাতেই শ্বেতবরণীর জন্য ভাত বেড়ে দিয়ে ব'ললে—কোন-কিছুর দরকার হ'লে আমায় ডেক' বউদি। ততক্ষণ বিছানাটা ঠিক ক'রে রাখি।

সুকুমার তখন ঘরের বাইরে। ব'ললে—তোর বউদির ভাতে খানিক ঘি ঢেলে দিস, সদু। শুকনো ভাত খাওয়া ওদের অভ্যেস নেই।

সৌদামিনী ব'ল্লে—এত রাত্তিরে ঘি পাবো কোথায়? ঘরে তো নেই।

শ্বেতবরণী ব'লে উঠলো—কেন এতকাল যে ঘি খেয়ে মুখে আচমন করেছ,—একটুও ঘর ব'লে রাখতে হয় না!

সৌদামিনীর মুখ বড় খারাপ। কারুর কথা সহ্য করে' নীরব থাকবার মেয়ে ও নয়।

ব'ললে—সে-ঘি তোমাদের পেটে সইবে না বউদি। খেলে মাথার চুল উঠে যাবে। তোমার অমন কালো রেশমের মত একরাশি চুল,—সব একটি একটি ক'রে উঠে গিয়ে মাথার চাঁদিতে টাক পড়বে।

নিজের চুলের শোচনীয় অবস্থা শ্বেতবরণীর কাছে বরাবরই কষ্টের বিষয় ছিল, সৌদামিনীর প্রচ্ছন্ন কৌতুকে ওর মুখ দিয়ে আর জবাব এলো না।

সুকুমার তখন ঘন ঘন দাওয়ায় পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে! ইচ্ছা হয়, সৌদামিনীর কানদুটোয় জোরে দু'পাক দিয়ে দেয়। কিন্তু

সৌদামিনী ওর সহোদরা কি-না, তাই বোধ হয় মমতা হলো। অথবা বিবেক বাধা দিলে। কোনো কথাই সুকুমার কইলে না।

ঘর ব'লতে তো এই একখানি। রান্নাঘর ঠিক ঘর না, বাঁশের বেড়া দেওয়া চালা। সেই চালায় সৌদামিনী একখানা তালপাতার চ্যাটাই পেতে শুয়ে পড়লো।

সুকুমার বড়লোকের মেয়ে শ্বেতবরণীকে মাটির ঘরের মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ বিছানায় শুয়ে পড়তে দেখে নিতান্ত কুণ্ঠিত হয়ে বিছানার একপাশে অপরাধীর মত ব'সলো।

বেচারী সৌদামিনী যে অভুক্ত অবস্থায় চ্যাটাই পেতে চালাঘরের মধ্যে প'ড়ে রইলো, সেকথা একটিবারও সুকুমার ভাবতে চাইলো না।

রান্নাঘরের দরজায় কপাট ছিল না, একখানা বাখারীর ঝাঁপ দেওয়া থাকতো।

ভালোঘরের ভিতরে ভালো বিছানায় শুয়ে শুয়ে দাদা বউদি যেসব কথাবার্ত্তা কইতে লাগলো, সৌদামিনী চাটাই পেতে শুয়ে লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখার লোভ সামলে নিয়ে সেই সব কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনলে।

শ্বেতবরণী ব'লছে—এমন বিশ্রী ঘরে কেমন করে' তোমরা বাস করো ?

সুকুমার জবাব দিলে—তবু যেমন তেমন একখানা ঘর আমাদের

আছে, দুনিয়ায় হাজার হাজার লোক গাছতলায় শোয়, দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে পেট চালায়।

শ্বেতবরণী ব'ললে—এমন ঘর থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। এর চেয়ে গাছতলায় অনেক আরাম পাওয়া যায়। গাড়ীখানা কাল আটকে রেখ। ঐ গাড়ীতেই আমরা রামজীবনপুর ফিরে যাবো।··· বাপ! ঘরে শুয়ে দমবন্ধ হয়ে আসে। কি বিটকেল দুর্গন্ধ! তোমাদের না হয় গা-সহা হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমার জীবনে এই প্রথম।

সুকুমার ব'ললে—আজ এসে কালই চলে যাওয়া! লোকে বলবে কি?

—লোকে হয়তো অনেক কিছু ব'লবে। কিন্তু লোকের কথার মান্য দেখাতে, নিজের জীবন বিপন্ন করবো কেন?

—সদু অনেক দিন পরে আমাদের পেয়েছে···

—পেয়ে তো মাথায় ক'রে নাচলে! অমন দেমাকে বোন থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। ওর জন্যে যদি গলায় গলায় স্নেহ উথলে উঠে থাকে, বেশ তো সঙ্গে করে নিয়ে চলো। আমাদের রঘুঠাকুরের সঙ্গে সাত-পাক ঘুরিয়ে দেব।

—কে রঘুঠাকুর? তোমাদের গোমস্তা?

—আজ্ঞে না। গোমস্তা নয়, রসুলপুর মহালের নায়েব। দু'পয়সা ঘরে আছে, তোমার মত জঙ্গলী যাত্রাওয়ালা নয়। লেখাপড়া জানে, ঘরদোর আছে। এমনি পাতার কুঁড়ে-ঘরে বাস করে না।

—তার বয়স কত জানো? পঞ্চাশের বেশী।

—তা হলোই বা। তোমার আদরিণী বোনটিও দশবছরের বালিকা নয়। পঁচিশের বেশী হবে তো কম হবে না। রঘুঠাকুরের সঙ্গে ওর

রাজজোটক হবে। বাবাকে বলে' ক'য়ে দেব, বিয়ে হ'য়ে গেলে রঘুঠাকুর আমাদের সদর নায়েব হ'য়ে যাবে, বোন তোমার চোখের সুমুখে থাকবে। বিরহ-যন্ত্রণা সইতে হবে না।

সুকুমারের মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না।

সুকুমার বোধ হয় ভাবছিল,—মন্দই বা কি; রঘুঠাকুর বয়সে বৃদ্ধ হ'লেও পয়সাওয়ালা। দুনিয়ায় আশা-ভরসা ব'লতে যদি কিছু থাকে তো সে পয়সা।

ওদিকে একলা ঘরে সৌদামিনীও সব কথা শুনে ভাবছিল, পয়সার মহিমায় কুৎসিত হয় সুন্দর, নির্গুণ হয় গুণী। পয়সাই মানুষের মনুষ্যত্ব, পয়সাই হলো পৃথিবীর-পরশ পাথর।

কিন্তু সুকুমারের ধন্য রুচি!

আর ধন্য ওই শ্বেতবরণীর বাপের বাহাদুরী!

সুকুমারের মত সুন্দর সদাশিবের গলায় কালো কেউটের হার গেঁথে পরিয়েছে।

রাত্রি আর বেশী ছিল না। তবু যতটুকু ছিল, ঘুম হ'লে অনেকক্ষণ হতো। সৌদামিনী এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগলো, ঘুম ওর চোখের কোণে একবারও ছোঁয়া দিয়ে গেল না। দাদা বৌদির হিতাকাঙ্ক্ষার আক্রমণে প'ড়ে ও হাসবে কি কেঁদে ভাসাবে, তারই মীমাংসা ক'রে উঠতে পারলে না।

দেখতে দেখতে রাত্রি প্রভাত হ'য়ে গেল।

গাছে-গাছে, শাখায়-শাখায়, বনস্পতির শীর্ষে-শীর্ষে প্রভাত-বন্দনার আয়োজন সুরু হ'লো।

৭

বিছানা থেকে উঠেই সুকুমার চ'লে গেল গয়লা-পাড়ায় দুধের যোগাড়ে, আর শ্বেতবরণী বাক্স থেকে দাঁতমাজা বুরুশ ও মাজন বার ক'রে নিয়ে সৌদামিনীকে ব'ললে—মুখ ধোবার জল দাও, ঠাকুর-ঝি।

সৌদামিনী উঠোনে গোবর-জল ছড়াচ্ছিল। মুখ না ফিরিয়েই ব'ললে—রান্নাঘরের ভেতর কলসীতে জল আছে, ঢেলে নাও। কাপড়-খানা ছেড়ে কাচা কাপড় প'রে কলসী ছুঁয়ো। নইলে একটুখানি সবুর করতে হবে, ভালো জল আমি হাতের কাজ শেষ না ক'রে আনতে পারবো না।

শ্বেতবরণী আর কিছু না ব'লে বুরুশে টুথ-পেষ্ট মাখিয়ে, সেই বুরুশ দাঁতে ঘস্‌তে লাগলো।

তখন গাছের মাথায় সোনালি রদ্দুর উঠেছে, সেই রদ্দুরে পিঠ দিয়ে একটা মাছরাঙা পাখী উপর থেকে নীচে পুকুরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ব'সে আছে।

বাড়ীর সুমুখ দিয়ে দলে দলে চলেছে গরু-বাছুর, চাষী চলেছে লাঙল-কাঁধে মাঠের পথে।

শ্বেতবরণী জিজ্ঞাসা করলে—এখানকার লোকেরা বুঝি লাঙল চ'ষে আর গরু চড়িয়ে ভাত খায়?

সৌদামিনীর গোবর-ছড়া দেওয়া শেষ হ'য়েছিল। পুকুর থেকে

জল আনবার জন্মে ঘড়াটা কাঁথে নিয়ে শ্বেতবরণীর কথার জবাব দিলে—হ্যাঁ ভাই, এখানকার লোকেরা লাঙ্গল চ'ষে আর গরু চড়িয়েই ভাত খায়। কেবল তোমার স্বামীটি খায় বেহালা বাজিয়ে আর গান গেয়ে।

শ্বেতবরণীর রাগ হ'য়ে পড়লো।

ব'ললে—এ কথার মানে ?

সৌদামিনী ব'ললে—সোজা কথার আবার মানে কি বউদি, ও তো সহজ আর সত্যি।

ব'লেই আর দাঁড়ালো না।

শ্বেতবরণীর মুখে তখন টুথ-পেষ্টের কল্যাণে একমুখ ফেনা উঠেছে। ও ঘন ঘন দাঁতে বুরুশ রগড়াতে লাগলো।

এমনি সময় একটা ছোট পিতলের ঘটিতে একঘটি দুধ নিয়ে সুকুমার বাড়ী ঢুকলো।

শ্বেতবরণী ব'ললে—রান্নাঘরের কোন্‌খানে মুখ ধোয়ার জল রয়েছে, বার ক'রে দাও তো।

সুকুমার বাড়ীর চারদিকে একবার চেয়ে নিয়ে ব'ললে—সদু গেল কোথা ?

শ্বেতবরণী বার-কতক প্যাচ প্যাচ ক'রে থুথু ফেলে, মুখখানা ভারি ক'রে ব'ললে—কে জানে কোথায় গেল তোমার সদু! অমন মেয়ের খুরে নমস্কার !...দাও এখন, দয়া ক'রে ঘটিখানেক জল দিয়ে আমার সাতপুরুষ উদ্ধার করো। মরতে সাধ করে' শ্বশুর-ঘর দেখতে চেয়েছিলাম। হাড় ফুঁড়ে দুখের গাছ গজিয়ে উঠলো। তবু তো এখনো তে-রাত্রি পোহায় নি...বাপ্...।

সুকুমার অনুগত ভৃত্যের মত তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে জল আনতে যাবে, এমন সময় সৌদামিনী পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলো। সুকুমারকে বিছানার কাপড় না ছেড়ে জল আনতে যেতে দেখে ব'লে উঠলো—ও-কাপড়ে কলসী ছুঁয়ো না, টাটকা জল আমি এনেছি,···বউদির একটুও সবুর সয় না! ব'লে গেলাম—কাপড় না ছেড়ে—

শ্বেতবরণী গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলো—না, সবুর আমার সয় না। আমি তো কারুর কেনা বাঁদী নই যে কথায় কথায় হুকুম মেনে চলতে হবে।

সৌদামিনী আর কথা কইলে না। নীরবে কলসী থেকে জল গড়িয়ে একটা ঘটিতে করে' রাজকন্যা বউদিদির পাশে রেখে দিলে।

সুকুমার ব'ললে—তোর বুদ্ধিশুদ্ধি নেহাৎ কম। লোকটা ঘণ্টাখানেক ধরে দাঁত ঘসেছে, একটু জল দিতেও তোর অবসর হয় না?

সৌদামিনী ব'ললে—লোকটি যে হিন্দুর ঘরের বউ না হ'য়ে বিলিতী মেমসাহেব সেজে শ্বশুরবাড়ী এসেছে,—এ-খেয়াল আমার মোটেই ছিল না। এ-যে কোন্ দেশী সভ্যতা তুমিই তা ব'লতে পারো।

শ্বেতবরণী মুখ ধুতে ধুতে চীৎকার ক'রে উঠলো—খবরদার! মুখ সামলে কথা ক'য়ো।

তারপর সুকুমারকে ব'ললে—গাড়োয়ানকে গাড়ী তৈরী করতে বলে দাও।...এ-বাড়ীতে আর আমি এক মিনিটও দাঁড়াবো না।···অসভ্য বেইমান কোথাকার! কেন তুমি আমাকে আনবার সময় জানাওনি যে একটা গেঁয়ো অসভ্য চাষার মেয়ের কাছে আমাকে নিয়ে আসবে?

সুকুমার ভ্যাবাচ্যাকার মত চাইতে লাগলো।

সৌদামিনী ক্লিষ্ট হাসি হেসে ব'ললে—এ অপমান আমার নয় দাদা, যদি ঘটে তোমার বুদ্ধি থাকে, তা'হ'লে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। কিন্তু সত্যি কথা আজ বলতে হবে বউদি। অসভ্য গেঁয়ো চাষার মেয়ের কাছে যখন আজ এক মিনিটও সুসভ্য বিলেতবাসী তোমার মন টিকছে না, তখন সত্যি কথা বলো, কিসের অধিকারে তুমি অযথা আমাকে অপমান করতে সুরু করেছ! চলে তুমি এক্ষুণি যাও, না যাও তো আমিই চ'লে যাবো। কিন্তু এখন থেকে তোমায় সাবধান করে' দিচ্ছি, ফের যদি অসভ্য ছোটলোকের মত কথা কইবে, তোমার ওই মূলোর মত দাঁত দু'টো নোড়ার ঘায়ে সাতকুটি করে' দেব আমি। সৌদামিনী তোমার যে-আজ্ঞের চাকর স্বামী নয়।

এতক্ষণে ঘায়ের মুখে আসল ওষুধ পড়লো।

শ্বেতবরণী সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সুকুমারকে ব'ললে—তোমার মনে এই ছিল? আমার মাথায় চুল নেই, সাদা মূলোর মত দাঁত,—আমি তোমার যোগ্য নই, এ-সব কথা বোনের মুখ দিয়ে শোনাবে বলেই বুঝি আমাকে নিয়ে এসেছিলে?

তারপর আর কোনো কথার অপেক্ষা না ক'রেই বন্দুকের গুলি-খাওয়া হরিণীর মত ছটফট করতে করতে শ্বেতবরণী নিজেই গাড়োয়ানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো।

চাবুক-খাওয়া গরিলার মত টলতে টলতে সুকুমার পেছু নিলে।

ব'ললে—আমিই সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি, তুমি যেয়ো না—শোনো—শোনো—

সৌদামিনী দাঁতে দাঁত চেপে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলো।

ওর মনের মধ্যে এতটুকুও আত্মগ্লানির আভাস এলো না। এলো রাজ্যের রাগ এবং বিরক্তি।

স্তব-স্তুতিতে দেবতা সন্তুষ্ট হয়, মানুষ তো কোন্ ছার!

সুকুমারের স্তুতিতে সৌদামিনী সন্তুষ্ট হ'লো, আর সৌদামিনীর স্তুতিতে শ্বেতবরণী গ'লে জল হয়ে গেল।

গাড়োয়ানকে যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দিয়ে বিদেয় করা হ'য়ে গেল, সৌদামিনী ঠাট্টার ছলে ব'ললে রথ তোমার পালিয়ে গেছে বউদি, এইবার আর কথায়-কথায় পথে বেরুনো চ'লবে না। আমাদের এখানকার লোকে মেয়েমানুষের এই রকম স্বভাবকে কি বলে জানো?

শ্বেতবরণী মুখ টিপে হাসতে হাসতে ব'ললে—বেহায়ার বউ হ'লে ঐ রকমই হয়। লোকের বলাকে আমি একটুও গ্রাহ্য করিনে।

সৌদামিনী ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলে— বেহায়ার বউ— একথার মানে? দাদা তো উঠতে বসতে তোমার হুকুমের চাকর!

—কখ্খনো'তা নয়। তা যদি হতো, তাহ'লে ও কি আবার যাত্রার দলে যেতে ওঠে?···শোনোনি, পুজোর সময় যে জালিমগঞ্জ না জালিমতলা কোথায় যাত্রা গাইতে যাচ্ছে! অথচ বাবার কাছে দিব্যি ক'রে এসেছে, ঠিক চতুর্থীর দিন বাড়ী গিয়ে পৌঁছুবে। তৃতীয়ায় পারে তো চতুর্থী পর্য্যন্ত দেরী করবে না।···বেহায়া নয়?

—একশো বার বেহায়া, এক হাজারবার বেহায়া। দাদার এ

মতলবকে আমি লক্ষ বার নিন্দে করবো। কিন্তু তুমি এ খবর পেলে কোথেকে? আমার চোখে ধুলো দিয়ে কোন্ ফাঁকে আবার বেরিয়ে গেছলে বউদি?

—ওই নির্লজ্জ বেহায়ার মুখেই শুনলাম যে! দুপুরে খাওয়ার পর বেহালা হাতে ক'রে বেরিয়ে গেল, দেখনি? যাবার সময় আবার বলা হ'লো—'সে দেশের লোক আমার নাম শুনেই বায়না দিয়েছে। আমি না গেলে, আমারই হবে অপমান!'—অহংকারের কথা শুনলে?…বেশ তো, যাক্ না ছোটলোকিপনা ফলাতে! আমার কি,…বোধনের পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি, পূজোর আগে ফিরবোই আমি। একখানা পোষ্টকার্ড আনিয়ে দিয়ো ভাই, বাবাকে চিঠি লিখে সব কথা জানাতে হবে। নইলে আমিই হবো গঞ্জনার ভাগী।

সৌদামিনী ব'ললে—মিথ্যে কথা। দাদা ওখানে যাবে না। যেতে পারে না।

শ্বেতবরণী কি যেন ব'লতে যাচ্ছিল, কিন্তু ব'লতে ব'লতে থেমে গেল।

ওকে মাথায় ঘোমটা দিতে দেখে, সৌদামিনী সুমুখের দিকে চেয়ে দেখলে—উঠোনে দাঁড়িয়ে বিপ্রদাস চৌধুরী, সঙ্গে রয়েছে বিনোদ রায়।

এই দু'জন সৌদামিনীর রাহু আর শনি।

কিন্তু ওদের দেখে আজ আর সৌদামিনীর মনে বিন্দুমাত্র ভয়ের আভাস এলো না। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে ব'ললে—আসুন, মেসোমশায়। মামাবাবু, আসুন। দাদা বোধ করি রিহার্সাল-ঘরে রয়েছে। আপনাদের সঙ্গে তার দেখা হয়নি, মেসোমশায়?

বিপ্রদাসের বদলে জবাব দিলে বিনোদ রায়,—দেখা হ'লে আসবো কেন? কাল একটিবার দেখা হয়েছিল। সে ক্ষণিকের দেখা। কথা-তেমন হয় নি।

সৌদামিনী ব'ললে—তবে আড্ডাঘরেই তাকে পাবেন। ঘণ্টাখানেক আগে বেহালা হাতে ক'রে বেরিয়ে গেছে। শুনলাম তো, জালিমপুরে গান গাইতে যাবে

বিপ্রদাস বলে উঠলো—দরকার নেই। সে যেতে চাইলেও আমরা তাকে নেব না। ও-কথার শেষ মীমাংসা আমাদের হয়ে গেছে।··· ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না, জানো সদু? টাকা ছড়িয়েছি, সুকুমারকে কানে পাক দিয়ে দু'শোবার শিক্ষা দিতে পারে, এমন লোক আমাদের হাতের মুঠোয় এসে প'ড়েছে।

সৌদামিনীর মুখখানা রাগে রাঙা হয়ে উঠলো।

ব'ললে—তবে এ-সময় আপনারা কেন এসেছেন? দরকারই যখন নেই, তখন কি জন্যে···

বিপ্রদাস ব'ললে—কি জন্যে তা জানো না তুমি?···আমি তো রাজা-মহারাজা নই সদু, টাকা-পয়সার অভাব আমার নিতাই। জয়ার গহনা-গুলো তৈরী করাতে নগদ হাজারটি টাকা আমাকে ঘর থেকে বার করতে হয়েছিল। সেসব আমি ছেড়ে দিই কেমন ক'রে? গহনা আমার চাই-ই। ফাঁকি দিয়ে পরের গহনা নিয়ে, সেই গহনা বেচে যে বোনের ঘটা ক'রে বিয়ে দেবে,—সুকুমারকে তেমন ব্যবস্থা করতে আমি দেব না। যে-মানুষ মানীর মান রাখতে জানে না, তাকে আমি ছোটলোক ছাড়া ভদ্র ব'লতে রাজী নই।···আজ সকালবেলার ট্রেনে শহর থেকে

জয়াও এসে পড়েছে। গহনার জন্যে তার রাগ-অভিমানের অন্ত নেই।

সৌদামিনী ঈষৎ বিস্মিত হয়ে ব'ললে—জয়াও এসেছে!, কিন্তু তাকে তো দেখিনি, মসোমশায়? শহর থেকে সে একলাই চলে এসেছে?

বিপ্রদাস কুপিত হয়ে ব'ললে—তার বাপের অধীনে আড়াইশো বিশ্বাসী লোক রয়েছে। একলা আসতে যাবে কেন? জয়া বিপ্রদাস চৌধুরীর মেয়ে, ঘরজামাই স্থকুমার মুখুয্যের বোন্ নয়।

সৌদামিনী গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—সে-কথা দু'শোবার স্বীকার করছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রে তো কোনো ফল হবে না, মোসোমশায়। যার কাছে দরকার, তার খোঁজ করুন। গহনা তো আমরা গায়ে দিয়ে সাজগোজ ক'রে ব'সে নেই, যে চোরাই মাল পেয়ে হাঙ্গামা বাধাতে চাইবেন।

বিনোদ রায় ব'লে উঠ্লো—তোমাদের ঘরদোর সব তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজবো। আমরা আজ তৈরী হ'য়ে এসেছি। পুলিসের দারোগাকে খবর দেওয়া হ'য়েছে, তাঁরও এসে পৌছুতে দেরী নেই।

সৌদামিনী ব'ললে—এখনো তো তিনি এসে পড়েন নি? যখন আসবেন, তখন যা আপনাদের উদ্দেশ্য আছে, করবেন। আপাততঃ বিদেয় হয়ে যান। আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের ইজ্জতের ভয় আছে।

বিনোদ রায় ও বিপ্রদাস দু'জনে আরো দশকথা ব'ললে। কথা-কাটাকাটি অনেকক্ষণ চ'ললো। সৌদামিনী সমানে বাক্‌যুদ্ধ চালালে।

ক্লান্ত হ'য়ে বিপ্রদাস ব'ললে—তোমার কাছে আমি সকল রকমেই

পরাস্ত, সৌদামিনী। গহনার জন্যে আর কিছুমাত্র গোলমাল করবো না, তুমি শুধু রাজী হও।

সৌদামিনী ব'ললে—কি বলছেন আপনি, মেসোমশায়? কিসে আমি রাজী হবো?

—কেন…তোমার মনে নেই?

ব'লেই বিনোদ রায়কে চ'লে যেতে ইসারা ক'রে বিপ্রদাস সৌদামিনীর খুব কাছাকাছি সরে এসে ব'ললে—উনি বুঝি তোমার বৌদিদি?…একটু আড়ালে এসো, আর একবার সবকথা তোমায় বুঝিয়ে বলি।

সৌদামিনী ব'ললে—আড়ালে আপনি যা ব'লবেন, সে তো বহুদিনই আমি বুঝে রেখেছি, মেসোমশায়। তার জবাবও তো অনেকবার আপনাকে আমি দিয়েছি। এককথা দুশ'বার ক'রে ব'লতে আপনার হয়তো ভালো লাগে, কিন্তু আমার যে সর্ব্বাঙ্গ ঘেন্নায় রি-রি ক'রে ওঠে।

বিপ্রদাস স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে সহসা খপ ক'রে সৌদামিনীর বাঁ হাতখানা চেপে ধরতেই, ওর কানে এলো বেহালার মিষ্টি সুর!

সে সুর সৌদামিনী এবং শ্বেতবরণীও শুনতে পেলো।

বিপ্রদাস সৌদামিনীর হাত তো ছাড়লোই, সঙ্গে সঙ্গে দু'তিন হাত পিছিয়ে এসে নিতান্ত অপ্রতিভের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে,—সুকুমার আসছে আগে আগে, আর ঠিক তার পিছনেই, কাঁধে বেহালা নিয়ে বাজাতে বাজাতে আসছে জয়া!

বাপকে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জয়াও বোকা হয়ে পড়লো। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্যই।

বেহালাখানা সুকুমারের হাতে দিয়ে, জয়া ব'ললে—তোমাকে

সুকুমার-দা এতক্ষণ খুঁজছিল, বাবা !…আমার তো সব গয়নাই বাক্সে মজুত রয়েছে, হারায়নি তো !…তুমি নাকি সুকুমারদা'কে যাত্রার রাণী সাজতে আমার গহনা দিয়েছিলে ? সুকুমারদা তোমার কথা শোনেনি ব'লে ওকে বিপদে ফেলবে ? এই তো ? সে-সব আমি বুঝে নিয়েছি।

বিপ্রদাস ভ্রূকুটি ক'রে উঠলো।

জয়া কিন্তু তাতে একটুও ভয় পেলে না।

ব'ললে—সুকুমারদা'র মত লোকের সঙ্গে মিছিমিছি বিবাদ করা তোমার অন্যায় হতো, বাবা। ওসব করতে আমি দেব না। ভাগিস্ আমি এসে পড়েছিলাম।

বিপ্রদাস ব'ললে—ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষের মত থাকবি, তোর এসব কথায় কাজ কি ? গহনা তোর নয়, তোর মায়ের। আমার শহরের বাসা থেকে এনে দিয়েছিলাম। তোর মায়ের যা জিনিষ, সে-সবও তোরই, এও বুঝতে পারিসনে ? যা এখন, বাড়ী যা। গহনাগুলো আদায় না ক'রে আমি এখান থেকে নড়বো না।

জয়া খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো।

বিপ্রদাস বিরক্ত হয়েছিল,—মেয়ের হাসি দেখে হ'লো অপ্রস্তুতের একশেষ।

ব'ললে—তোর মামাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

জয়া হাসতে হাসতে ব'ললে—মামাবাবু আজ ভাগ্যে ভাগ্যে বেঁচে গেছেন। নইলে সুকুমার-দা'র এক ঘুসিতেই মাথা ঘুরে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন।…রাস্তার মাঝখানে, সুকুমারদা'কে ব'লছিলেন—"গহনা লে আও উল্লুক…"

ব'লেই জয়া হাসতে হাসতে গড়িয়ে সৌদামিনীর কাঁধের উপর হাত রাখলে।

বিপ্রদাসের সারা মুখখানা হ'য়ে গেল ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে। ওর যেন মনে হলো—সুকুমার রাগে থর থর ক'রে কাঁপছে, হয়তো এখনি ঐ লোহার মত শক্ত হাতখানা দিয়ে ওর গালে ঠাস্ ক'রে এক চড় বসিয়ে বেহালায় সুর টানতে সুরু করবে।

জয়া চঞ্চলা হ'লেও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তা-ছাড়া এখন সে কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের গোড়ায় পা দিয়েছে। বাপের কূট বুদ্ধির খবরও জানে, আর নির্ব্বুদ্ধিতার সংবাদও ওর অবিদিত নয়। এইমাত্র বিপ্রদাস যে সৌদামিনীর হাত ধরে টানাটানি করছিল, দূর থেকে সেটুকুও সে দেখতে পেয়েছিল। বাপকে লজ্জার হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য জয়া ব'ললে—সুকুমার-দা'র কাছে আজ থেকে আমি বেহালা শিখবো বাবা। ভারি মিষ্টি সুর। হারমোনিয়মের সাতপুরুষের শক্তি নেই এমন মোলায়েম আওয়াজ বার করতে পারে।

বিপ্রদাস কিন্তু মরীয়া।

ব'ললে—সুকুমার, জিনিষগুলো কোথায় আছে, বের করো।

জয়া তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো—যদি ঘরে থাকে, আমি সব নিয়ে যাচ্ছি বাবা। তুমি এখন বাড়ী যাও। দিদিমা তোমার জলখাবার নিয়ে বসে রয়েছে।

ব'লতে ব'লতে জয়া একরকম জোর ক'রেই বিপ্রদাসকে ঠেলে পথে নামিয়ে দিলে।

বিপ্রদাস যায়, একবার ক'রে পেছন ফিরে তাকায়!

ভয়-খাওয়া শেয়ালগুলোর মত ওর মুখচোখের চকিত চঞ্চল ভাব।

জয়া এগিয়ে এসে, ঢিপ ক'রে শ্বেতবরণীর পায়ের গোড়ায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

—তোমার নামটি কি ভাই, বৌদি?—আমার নাম তো শুনলে?—শ্রীমতী জয়া।

শ্বেতবরণী বিরক্ত হলো। মুখখানা ফিরিয়ে নিলে।

জয়া হাসতে হাসতে ব'ললে—মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি ছাড়বো না। বাড়ী ব'য়ে আলাপ করতে এসেছি। বাড়ীর গিন্নি সত্যভামা তো আমার সঙ্গে আড়ি দিয়ে বসেছেন। ওর পায়ে মাথা খুঁড়লেও মুখ দিয়ে কথা বার করবেন না!...বলো না ভাই, কি নাম তোমার?

নিতান্ত অনিচ্ছায় শ্বেতবরণী কথা কইলে—এখন বিরক্ত ক'রো না, যাও!

জয়া তবু অপ্রতিভ হ'লো না।

ব'ললে—থাকতে আমি আসিনি, ভাই। যাবো, কিন্তু তোমার নাম না জেনে যাবো না।

শ্বেতবরণী বিকৃত মুখ ক'রে সুকুমারকে ব'ললে—এমন অসভ্য দেশেও মানুষ বাস করে?...আজই ব্যবস্থা ঠিক ক'রে রাখো। কাল যেন আর এখানে থাকতে না হয়।

জয়া হেসে উঠলো।

সৌদামিনীকে ব'ললে—যেচে ভাব করছি, ভাই। বৌদি বড়লোকের মেয়ে শুনেছি! ছোটলোকের সঙ্গে কথা কইতে হয়তো ঘেন্না হচ্ছে। কিন্তু ওঁর নাম না শুনে আমি যাবো না।

সৌদামিনী মৃদু হেসে, ব'ললে—নামটা বলো না, বৌদি। যে রকম নাছোড়বান্দা মেয়ে, ছাড়বে না কিছুতেই।

শ্বেতবরণী ভয়ানক রেগে গেল।

ব'ললে—আমার নাম কালপেঁচি।

নাম শুনে জয়া হেসে আর বাঁচে না।

ব'ললে—ধন্যি মেয়ে তুমি বৌদি। ভালো কথা ভুলেও তুমি ব'লতে চাইলে না!

তারপর সুকুমারের বেহালাখানা নিয়ে তারে তারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো।

ব'ললে—কি ব'ললে সেই গানটা, সুকুমার-দা?—কি?

সা রে গা-গা-গা-গা, গা-পা-মা-গা-রে...তারপর কি?

সুকুমারও হেসে ফেললে। সৌদামিনীও না হেসে থাকতে পারলো না।

শ্বেতবরণী আরো রেগে গেল।

জয়া ব'ললে—বাজনাটা কি-রকম হবে বলো না, সুকুমার-দা?

তারপর বেহালার 'ছড়' টানতে টানতে গুন্ গুন্ ক'রে সুর ধ'রে দিলে—'আজি গো মা তোর চরণে জননী'—

শ্বেতবরণী আর ব'সে থাকতে পারলে না, উঠে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

সৌদামিনী পিছনে পিছনে গিয়ে রহস্য ক'রে ব'ললে—খিদে পেয়েছে না কি? বৌদি?

বৌদি কিন্তু যে-সে মেয়ে নয়। রামজীবনপুরের প্রচণ্ড বড়লোক নসারাম সরকারের একটিমাত্র আদুরে মেয়ে।

গরীবের মেয়ে সৌদামিনীর রহস্য ওর বরদাস্ত হলো না। রাগে বোমা-ফাটা হ'য়ে, রান্নাঘরের হাঁড়ি-কুড়ি সব দু'পা দিয়ে ফুটবলের মত 'ষুট্' করতে লাগলো।

বেলা তখন অপরাহ্ণ হ'য়ে এসেছে।

সৌদামিনী একটি কথাও না ক'য়ে, জয়ার কাছে ফিরে এসে ব'ললে—তুই বাড়ী যা, জয়া।

জয়া ব'ললে—বেহালা শিখতে এসেছি, এক্ষুণি বাড়ী যাবো কি রকম?

সুকুমার ভাবগতিক বুঝতে পেরেছিল।

ব'ললে—সন্ধ্যের পর এসো জয়া। তোমাকে ভালো ভালো দু'খানা গান আজ শেখাবো।

জয়া বেহালা নামিয়ে রেখে, শ্বেতবরণীর উদ্দেশে ব'ললে—চ'ললাম গো, কালপেঁচি-ঠাকরুণ। এখনকার মত বিদেয় হ'লাম…নমস্কার।

জয়া আর দাঁড়ালো না।

শ্বেতবরণী তখনো রান্নাঘরের মধ্যে।

হাঁড়ি-কুড়ি ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে, দম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো মনে মনে একটুখানি অনুশোচনা এসেছিল। লজ্জাও কম পায় নি। তাই চট্ ক'রে সপ্রতিভ ভাব নিয়ে বাইরে আসতে পারছিল না।

সুকুমার ঘরে ঢুকে গায়ের জামা খুলতে খুলতে ডাকলে—সদু, শোন!

সৌদামিনী ঘরে এলো।

সুকুমার ফিস্ ফিস ক'রে ব'ললে—ওকে নিয়ে এখন কি করি বল ত্রা? ভালো আপদেই পড়া গেল! আনতেও তো চাই নি। জোর ক'রে সঙ্গে এসেছে।

সৌদামিনী মুখ নামিয়ে রইলো। কথা ব'ললে না।

সুকুমার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—হীরুঠাকুরের লোকজন আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করে কেন?

সৌদামিনী ব'ললে—আমি তার কি জানি? তোমার কাছে টাকা পায়, তাগাদা করতে আসে।

—কিন্তু পাড়ার লোকে অনেক কথাই ব'ললে যে?

সৌদামিনী বিরক্ত হ'য়ে ব'ললে—তবে পাড়ার লোকে যা ব'লেছে তেমনি কিছু বিহিত করো গে।

ব'লেই আর সে ঘরে দাঁড়িয়ে রইলো না। বাইরে এসে কলসী নিয়ে ঘাটে চ'লে গেল।

গা-ধোয়া কাপড়-কাচার সময় হয়ে এসেছিল।

সুকুমার খোসামুদির সুরে ডাকলে—শ্বেতু, বেরিয়ে এসে শোনো, একটা কথা বলি।

শ্বেতবরণীর অবস্থা হয়েছিল ঠিক—"এইবার ডাকিলেই খাইবার" মত। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো।

সুকুমার চেয়ে দেখলে—ক্ষোভে আর অভিমানে বেচারীর ধ-মুখের ভাব বদলে গেছে।

ব'ললে—আমি তো তোমার আসবার সময় অনেক ক'রে ব'লেছিলাম, খেতু, এসব জায়গায় একদিনও তুমি থাকতে পারবে না। মিছিমিছি সাধ ক'রে কষ্ট পেলে তো?

শ্বেতবরণী কাঁদ কাঁদ হ'য়ে ব'ললে—কাল সকালেই যাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও। তুমি না যাও, আমি একলা যাবো। এদেশের কেউ ভালো না, সব অসভ্যর ধাড়ি। ওই জয়া ছুঁড়িটা আর যেন আমাকে বিরক্ত করতে না আসে। এখন থেকে তোমায় ব'লে রাখছি, ও যদি ফের আসে, আমি তোমার বেহালা নিয়ে উনুন-পূজো করবো আজ। ধূ-ধূ ক'রে জ্বালাবো।

সুকুমার ব'ললে—যেতে আমি আজই প্রস্তুত। কিন্তু ওই জয়ার বাপ বিপ্রদাস চৌধুরী ভয়ঙ্কর পাজি লোক। বাজে কতকগুলো ফিকির খাটিয়ে বিপদে ফেলতে চায়। নইলে আমি কি দুঃখে ওর গয়না নিতে যাবো।

শ্বেতবরণী ব'ললে—কি চায় সে? যাত্রার দলে গিয়ে আবার ধেই ধেই ক'রে নাচতে বলে?

সুকুমার ঈষৎ হেসে বললে—ঠিক তা বলে না। ওর মতলব অন্য কিছু। নিজে না বলুক, পাড়ায় শুনে এলাম—সৌদামিনীকে ওর বিয়ে করতে ইচ্ছে হ'য়েছে।

বিস্মিত হ'য়ে শ্বেতবরণী জিজ্ঞাসা করলে-কা'র? ওই জয়ার বাপের?

—হ্যাঁ।

—বেশ তো। বিয়ে লাগিয়ে দাও। রঘুঠাকুরের চেয়ে অনেক ভালো হবে। পঁয়তাল্লিশের বেশী ওর বয়েস নয়।

—তাই ভাবছি।

—ভাবনা মিথ্যে। লাগিয়ে দাও। আজই পাকাপাকি ক'রে ফেলো। অঘ্রাণেই দু'হাত এক হ'য়ে যাক্।

—কিন্তু সন্থর তাতে মত নেই।

—তবে বন্ধ ক'রে দাও। গরীবের মেয়ে আবার মত-অমত! বিয়ে হচ্ছে এই তো ভাগ্যের কথা!

—বিপ্রদাসবাবু আজ আমাকে হাতে ধরে ব'ললেন—বিষয়-সম্পত্তি যা-কিছু আছে, সব তিনি সন্থর নামে লিখে দেবেন।

—বিয়ের আগেই?

—হ্যাঁ, বিয়ের আগে বই কি।

—ঠাকুরঝিকে তুমি জিজ্ঞাসা করো। পাকাপাকি কথা ক'য়ে নাও। যদি অমত করে, রাজা-বাদশা যেখানে পায় খুঁজে নিক। রূপ দেখে এখন আর মেয়ে বিকোয় না। থোক্-থাক্ রূপেয়া চাই ...কিন্তু তোমার বিপ্রদাসবাবুর মেয়েটীকে আমার মোটেই ভাল লাগলো না। বড্ড গায়ে-পড়া। ও মেয়ে যার ঘরে যাবে, তার ভিটেয় ঘুঘু না চরিয়ে ছাড়বে না। ভারি বেয়াদপ। ওকে সাবধান ক'রে দিয়ো, যখন তখন আমাকে যেন জ্বালাতন করতে না আসে।......

সৌদামিনী কাপড় কেচে গা ধুয়ে বাড়ী ফিরে এলো। ওর পেছনে পেছনে এলো জয়া।

শ্বেতবরণীর নাসিকা কুঞ্চিত হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু জয়া সত্যি সত্যিই বড্ড গায়ে-পড়া মেয়ে।

শ্বেতবরণীর বিরক্তির ভাবটুকু মুহূর্ত্তেই ওর নজরে পড়লো।

ব'ললে—আমাদের গায়ে বুঝি ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, না বৌদি? নাকটাকে একেবারে নারকোল গাছে তুলে ফেললে যে?

শ্বেতবরণী মুখ ফিরিয়ে ব'ললে—আমার খুশী। তিন-সন্ধ্যেবেলায় বাজে কথা ক'য়ো না বলে দিচ্ছি।

জয়া হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে উঠলো।

সৌদামিনী তখন জলের ঘড়া নামিয়ে ঘরের মধ্যে কাপড় ছাড়ছিল। তাকে ডেকে, জয়া ব'ললে—এখনকার মত চলি ভাই। তোদের নতুন বৌয়ের যা মুখের ভাষা! একটু একটু ক'রে ভাতের সঙ্গে ঘির বদলে মধু খেতে দিস।…চ'ললাম গো, সুকুমার-দা, সন্ধ্যের পরেই আবার আসবো কিন্তু। দু'খানা গান ব'লে দেবে, মনে আছে তো?

সুকুমার মৃদু হেসে ব'ললে—আছে বই কি মনে। কিন্তু সন্ধ্যের ঠিক পরেই তুমি এসো না জয়া। একটুখানি রাত ক'রে এসো। তোমার বাবাকে ব'লো, পৌঁছে দিয়ে যাবেন। আমি না হয় রেখে আসবো।

জয়া খুসী হ'য়ে চলে গেল।

সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হ'য়ে গেছে।

গোধূলির ধূলিতে ঘর দোর উঠেছে ছেয়ে। সুমুখের রাস্তাটা হ'য়ে উঠেছে অস্পষ্ট। পথ দিয়ে লোকজন গেলেও চোখে পড়ে না—এমনি।

শ্বেতবরণী নাকে আঁচল চাপা দিয়ে বাহির থেকে ঘরে ঢুকে ব'ললে—আমি জানতাম হাড়ি-বাগ্‌দীরাই এমনভাবে বাস করে। বামুনরাও দেখছি সেই দলেই !

সৌদামিনী উনুনে আগুন দিচ্ছিল। রান্না-ঘর থেকেই কথাটা শুনতে পেলে। শুনে ও আর কিছুতেই চুপ ক'রে থাকতে পারলে না।

ব'ললে—বড়ই লজ্জার কথা বৌদি। আবার সেই বামুন যে সে নয়, তোমা-হেন রাজকন্তের স্বামী।

সুকুমার প্রসঙ্গটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলে।

ব'ললে বাড়ীর সুমুখটায় পাঁচিল না তুললে সত্যিই আর ইজ্জত থাকে না।—সদু, তোর উনুন ধরানো হলো ?

সৌদামিনী কয়লামাখা হাতখানায় জল ঢালতে ঢালতে জবাব দিলে—হ্যাঁ। কেন ?

সুকুমার আড়চোখে শ্বেতবরণীকে ইসারা ক'রে ব'ললে—এদিকে এসে বোস, কথা আছে।

তরকারীর ঝুড়ি আর বঁটিখানা নিয়ে ঠিক সুকুমারের সুমুখে সৌদামিনী এসে বসলো। শ্বেতবরণী রইলো ওর বাঁ-দিকের একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।

গোধূলির ধূলি বাতাসে মিশে দূর থেকে দূরান্তে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু পথটুকু তখনো অস্পষ্ট।

সুকুমার বারকতক গলা ঝেড়ে, ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো। একবার শ্বেতবরণীর পানে, একবার সুমুখের ধূলি-মলিন অন্ধকার পথটার পানে

চেয়ে নিলে, তারপর ব'ললে—আসছে অগ্রাণেই ঠিক ক'রে যে পূজোর পর ফিরে এসে ঘর-দোরগুলোর সংস্কার করা যাবে। বিপ্রদাস তো বলে, কার্ত্তিক মাসেও বিয়ের দিন আছে। অরক্ষণীয়া কন্যার পক্ষে তা প্রশস্তই, কিন্তু আমি তাতে সায় দিলাম না।

সৌদামিনী কুট্‌নো কুট্‌তে সুরু ক'রেছিল, মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে—কার বিয়ে? জয়ার?

মুচ্‌কি হেসে সুকুমার ব'ললে—আগে জয়ার বাপের বিয়েই হোক, তারপর তো জয়ার হবে!

সৌদামিনীর হাত চ'লতে লাগলো ঘন ঘন।

শ্বেতবরণী ব'ললে—আলোটা সরিয়ে নাও। আঙ্গুল কেটে যাবে যে!

সুকুমার ব'ললে—বিপ্রদাসবাবু তোকে কোনো কথা বলেনি, সদু?

সৌদামিনীর মুখখানা হ'লো আষাঢ়ের মেঘলা সন্ধ্যার মত।

ব'ললে—বলেছেন বহুবার।

সুকুমার খুসী হয়ে বলতে লাগলো—আমাকেও সে-কথা বলছিল বটে। হাজার হলেও লোকটা বিচক্ষণ। আমাদের জেলার মধ্যে ও একটা মানুষের মত মানুষ। মান-খাতির ওর যথেষ্ট। তা ছাড়া রাতদুপুরে, দরকার হ'লে দশ-বিশ হাজার বার করতে পারে।...তাহ'লে অঘ্রাণেই দিন করা যাক্, কি বলিস? কার্ত্তিক মাসে আমার ততটা ইচ্ছে নেই কিন্তু।...

সৌদামিনীর আজ বহুদিন পরে কাঁদতে ইচ্ছে হ'লো। এ-দুনিয়ায় তার কি কেউ বেঁচে নেই! মেয়েদের মনের খবর জানবার মত লোক কি পুরুষদের ভেতর শতকরা একটাকেও খুঁজে মেলে না! এমনি অধঃপতিত হ'য়ে গেছে এই সমাজ!

সৌদামিনী কোনো কথার জবাব দিতে চাইলে না।

সুকুমার আবার জিজ্ঞাসা ক'রলে—কি বলিস, সদু? অগ্রাণেই দিন ফেরবো তো?

শ্বেতবরণী উঠলো তেড়ে—ও আবার কি ব'লবে! পুরুষদের মত মেয়েরা বুঝি বেহায়া হয়? তুমি যেমন, বোনকেও তেমনি পেয়েছ না-কি? ...জানো ভাই, ঠাকুরঝি, উনি আমার বাবাকে বলেছিলেন—'আগে মেয়ে দেখবো তারপর অন্য কথা। পছন্দ না হ'লে মশায় আমি গররাজী।' এতবড় বেহায়া উনি!...এখন কিন্তু বাবার সুমুখে মুখ তুলে কথা কইতে পারেন না!...বাঘের মত ভয় করেন।

সৌদামিনীর এত দুঃখেও হাসি এলো। একবার ভাবলে, ব'লে ফেলি—'দাদার আমার পছন্দকে দু'শোবার তারিফ করতে হয়।' কিন্তু তা আর ব'ললে না। মুখ নামিয়ে কাজ করতে করতে হঠাৎ এক সময় রান্নাঘরের দিকে উঠে চ'লে গেল।

শ্বেতবরণী সুকুমারকে লক্ষ্য ক'রে ব'ললে—দেখলে তো? মৌনং সম্মতিলক্ষণং...

সন্ধ্যার পর অনেকখানি রাত হ'য়ে গেলেও কি জানি-কেন জয়া আর এলো না।

সুকুমার না-হবে দশবার ব'ললে—জয়া তো কই এলো না।

শ্বেতবরণী এক সময় বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো—না-হয় একবারটি আলো নিয়ে দেখে এসো। জয়াকে গান শেখাতে না পেয়ে, দড়ি-দড়া ছিঁড়তে সুরু করলে যে!

সুকুমার আম্‌তা আম্‌তা করে ব'ললে—না, তাই ব'লছি। আসবার কথা ছিল কি না!

শ্বেতবরণী ব'ললে—আমিও তো তাই ব'লছি, একবারটি খোঁজ নিয়ে এসো। অসুখ-বিসুখ যদি ক'রে থাকে?

সৌদামিনী মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগলো।

শ্বেতবরণী আপনমনেই ব'ললে—ছুঁড়িটা নিশ্চয় গুণ গান কিছু জানে। অতবড় ধিঙ্গী মেয়ে পাড়ায়-পাড়ায় ঢলাঢলি ক'রে বেড়াচ্ছে, এদিকে বাপ মিন্‌সে মেতেছে বিয়ে করবার জন্যে! লজ্জাও করে না!

সুকুমার ভয়ে-ভয়ে ব'ললে—ভদ্রলোকের মেয়ে, যা-তা বলা কি উচিত?

আর পায় কে!

শ্বেতবরণী ফোঁস্ ক'রে উঠলো—কেন উচিত নয়? বাপ রয়েছে বেঁচে, অমন বড়লোক বাপ, যে রাত-দুপুরে এককথায়—দশ-বিশ হাজার বার করতে পারে, তাকে বলুক যে 'আমার বিয়ে আগে দাও, তারপর তুমি ফোক্‌লা দাঁতে পাপর-ভাজা খেয়ো।' আমাদের রামজীবনপুর হ'লে, অমন লোককে আমি বাবার কাছারীতে ধরে এনে চাবুক খাওয়াতাম।

সৌদামিনী তখন ভাতের হাঁড়ি নামাচ্ছে।

জ্বলন্ত আগুনের আভায় ওর মুখখানি হ'য়েছে টক্‌টকে রাঙা!

সেই মুখে হাসি উঠেছে ফুটে !

যেন রক্ত-জবার বুকে শ্বেতচন্দনের ছিটে লেগে রয়েছে।

বিনোদ রায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছিল—সুকুমার আছো নাকি হে ? সুকুমার !

সুকুমার তাড়াতাড়ি উঠ্‌তে উঠ্‌তে ব'ললে—এতক্ষণে বোধ করি জয়া আসচে !

শ্বেতবরণী ভ্রূকুটি কর'লে।

সুকুমার উঠোনে নেমে ব'ললে—কে, বিনোদ-দা ?

—হ্যাঁ। বিপ্র তোমায় একবার ডাকছে। বিশেষ জরুরী দরকার।

সুকুমারের আলো নিতেও সবুর সইলো না।

অন্ধকারেই বেরিয়ে চ'লে গেল।

সৌদামিনী ব'ললে—অতবড় পাজী বদমায়েস আমাদের এ-তল্লাটে আর একটিও নেই। দিনরাত শয়তানি মতলব আঁটছে।

শ্বেতবরণী বারকতক হাই তুলে, হাতে তুড়ি দিতে দিতে ব'ললে—মরুক গে ছাই, ও-নিয়ে আর মাথা ঘামাবো না। মানে-মানে ওকে একবার বাড়ী নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচি। তুমি আর দেরী করো না ঠাকুরঝি, আমার খাবার ঠাঁই ক'রে দাও।

সৌদামিনী ব'লে উঠলো—আমি পারবো না, ইচ্ছে হয়, নিজের হাতে বেড়ে নাওগে।

রাত্রি তখন এগারোটার কম নয়।

হেমন্তের হিম লাগা হাওয়া বইছে শন-শন ক'রে।

চারদিক থম্‌থমে নীরব।

জন-মানবের চিহ্ন নেই পথে।

চোরের মত পা টিপে টিপে সুকুমার বাড়ী ঢুক্‌লো।

—সদু!

সুকুমার নিতান্ত অপরাধীর মতই করুণ-কণ্ঠে ডাকলো।

কিন্তু সৌদামিনী সাড়া দিলে না।

—দোরটা খোল্‌তো, সৌদামিনী!

সৌদামিনী জেগে ঘুমুচ্ছিল, সুতরাং কিছুতেই সুকুমারের ডাক ওর কানে এলো না।

শ্বেতবরণীর তখন নাক ডাকছে।

সুকুমার আস্তে আস্তে দরজায় ঘা দিয়ে ডাকতে লাগলো—সৌদামিনী!—শ্বেতু!

শ্বেতবরণী জাগলো।

সৌদামিনীকে ডেকে ব'ললে—তোমার দাদা রোজগার ক'রে এসে ডাকাডাকি করছে, শুনতে পাওনি? দোর খুলে দাও।

সৌদামিনী তবু কথা কয় না।

অগত্যা বক্‌তে বক্‌তে শ্বেতবরণীই দরজা খুললে।

—এতরাত্র পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে?

—বিনোদ-দা'র ওখানে।

—জয়াকে গান শেখাচ্ছিলে বুঝি?

—তোমার সবতাতেই ঠাট্টা। আজকাল বিনাকাজে সুকুমার মশগো কোথাও ব'সে থাকে না, জানো ?

—কি কাজ সেখানে হচ্ছিল, শুনি ?

জলের গাড়ুটা হাতে নিয়ে পা ধোবার জন্য বাইরে যেতে যেতে সুকুমার ব'ললে—সত্বর বিয়ের সব ঠিকঠাক ক'রে এলাম। অঘ্রাণ মাসের একুশে তারিখ দিন।

সৌদামিনী তখন বিছানায় উঠে ব'সেছে।

শ্বেতবরণী রহস্য করলে—সাধে বলে—যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়সীর ঘুম নেই।...নাও গো, বড়মানুষের গিন্নী, এইবার চোখে-মুখে জল দাও। দিয়ে পেটের নাড়ীভুঁড়ি হজম হয় যে !...তখন তো দেমাক ক'রে উঠতেই চাইলে না, এখন ওঠো। আর ভয় নেই, ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

তারপর সুকুমারকে ব'ললে—কালই আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করো। পূজোর পর আবার আসতে হবে তো ?...আমি কিন্তু বিয়ের ঠিক আগের দিন না হ'লে আসবো না।

সৌদামিনী নিঃশব্দে সুকুমারকে ভাত বেড়ে দিলে।

শ্বেতবরণী ব'ললে—আমাকেও দাও, একসঙ্গে অনেক দিন আমরা খাই, আজকেও তাই খাবো।

সুকুমার খায় ভাত-তরকারী।

শ্বেতবরণী খায় লুচি-মোহনভোগ !

সৌদামিনী দূরে দাঁড়িয়ে, দাদার দুর্গতি দেখে হাসে। মনে মনে বলে পেত্নীর পা পূজো করতেই দাদার জন্ম হয়েছিল।

পরের দিন প্রাতঃকাল থেকে সত্যিসত্যিই সুকুমার শ্বশুরবাড়ী ফিরে যাবার আয়োজন করতে লাগলো।

এক সময় সৌদামিনীর হাতে পাঁচটাকার একখানা নোট গুঁজে দিয়ে ব'ললে - একটা পেট, পাড়াগাঁয়ে একমাস হাসতে হাসতে চ'লে যাবে।

সৌদামিনী মুহূর্ত্তকাল দাদার পানে চেয়ে, ধীরকণ্ঠে ব'ললে—একটা মাস কেন, ছ'মাস আমার এমনি হাওয়া খেয়ে কেটে গেছে। আরো ছ'মাস তেমনি চলবে। না চলে তোমার কাছে খবর পাঠাবো, তখন যা-পারো সাহায্য ক'রো।

ব'লেই নোটখানা সুকুমারের পায়ের কাছে রেখে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলে।

ওর চোখের অশ্রুতে বড়লোক জামাইবাবুর জুতো ভিজে উঠলো।

শ্বেতবরণী ব'ললে—সাধে বলি অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না! মেয়েমানুষের অত দেমাক্ কি ভালো?

সৌদামিনী চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালো।

তারপর কি ভেবে শ্বেতবরণীকেও ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলে।

শ্বেতবরণী ছ'পা পিছিয়ে এসে গম্ভীরভাবে ব'ললে—অতি-ভক্তি ভালো নয়। খুব হ'য়েছে…

৮

দিন পাঁচেক পরে…

পুজোর মাত্র আর ছ'টি দিন বাকী।

ঘরে-ঘরে উৎসব সুরু হয়ে গেছে।

উকীলবাবুর বাড়ী ছাড়া ভালুইপাড়ার মধ্যে আর কোনে বাড়ীতে দুর্গোৎসব হয় না। সপরিবারে উকীলবাবু শহর থেকে স্বগ্রামে নিজে এসেছেন। বিপ্রদাসের তখনো আফিস বন্ধ হয়নি আর দু'দিন পরেই সে এসে পড়বে। অপেরা-পার্টি পুরোদমে মহলা দিচ্ছে, সুকুমারকে বাদ দিয়েও যে পার্টির কাজ সুশৃঙ্খলে চ'লতে পারে,—এইটুকুই আজ গ্রামের সকলকে দেখিয়ে দিতে হবে—বিপ্রদাসের এই ছিল আদেশ।

সুকুমারের যে নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল, এমন কথা ব'ললে সত্যের অপলাপ করা হবে। সুকুমার—স্ত্রী শ্বেতবরণীর ভয়েই যাত্রার দলে যোগদান করতে সাহস পায় নি। শুধু শ্বেতবরণীর ভয়টাই বড় নয়, শ্বশুর নসীরামবাবু মেয়ের কথায় 'না'-কে 'হ্যাঁ' করতে সদাই প্রস্তুত। সেই মেয়ে যদি সাতখানি ক'রে সুকুমারের বিরুদ্ধে দোষ লাগায়, তা'হলে বেচারী সুকুমার রাজত্ব এবং রাজকন্যা পেয়েও, হ'য়ে যাবে দরিদ্র পথ-ভিখিরীর সমান। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে, অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়াতে সুকুমারের ইচ্ছা হয় না। হাজার হলেও পাঁচ জায়গায় ঘোরা-ফেরা করেও, বোকা নাম কিনতে তার মোটেই সাধ নেই।

বিপ্রদাস সুকুমারের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করতে চেয়েছিল। ফাঁদে ফেলবার জন্যে ফাঁদও পাতা হয়েছিল। গহনা-চুরির অভিযোগ দায়ের করে বিপ্রদাস তাকে দস্তুর মত দায়রা সোপর্দ করতেও পেছপা হতো না। কিন্তু সে সব অভিযোগ এখন আর নেই। সৌদামিনী-রত্নকে বিপ্রদাসের হাতে তুলে দেওয়ার সুবুদ্ধি যখন সুকুমারের মাথায় এসেছে, তখন বিপ্রদাসের সে পরমাত্মীয়।

এখন সুকুমার যদি বলে, 'হাজার দশেক টাকা দাও, বিপ্রদাস, বড় ঘরের মেয়েকে নিয়ে বাস করবার জন্যে পর্ণ-কুটীর ভেঙ্গে আমি প্রাসাদ বানাবো,'—তাতেও বিপ্রদাস গররাজী হবে না। বিপ্রদাসের লালসা লকলক ক'রে উঠেছে,—সৌদামিনী-ছাড়া হ'য়ে বেচারী হয়তো বাঁচবে না।

উকীলবাবু দেশে এসে, সবকথা শুনে আনন্দে মেতে উঠেছেন। বিপ্রদাসের বিয়ে হবে···তা আবার অন্য কোথাও নয়, সৌদামিনীর সঙ্গে · আনন্দ হবারই তো কথা!

কিন্তু এক্ষুণে অগ্রহায়ণের পর থেকেই যে দশ-বিশ হাজার নগদ আর বিপুল বিষয় সম্পত্তির মালিক হবে, সেই সৌদামিনীর অবস্থা দেখলে আজকাল বনের পশুপাখীও কেঁদে আকুল হয়।

সুকুমার যাবার সময় পাঁচ টাকার একখানা নোট দিতে চেয়েছিল। কিন্তু অভিমানভরে সৌদামিনী তা নিতে চায় নি। অভিমান অস্বাভাবিক নয়। বরং না হওয়াটাই হতো সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হাতের টাকা স্বেচ্ছায় হাতছাড়া করায়, বিপদ বাঘের মত হাঁ ক'রে এগিয়ে এসেছে, তবু সৌদামিনীর মনে টাকা না নেওয়ার জন্যে এতটুকু অনুশোচনা আসেনি।

এই সব আজ বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে আনন্দময়ীর আগমনী বেজে উঠেছে, দশদিক লোকের মুখে-চোখে আনন্দের আভাস দেখা দিয়েছে, বাতাসের নিশ্বাসে, পাখীর গানে, বনস্পতির উচ্চ চূড়ে, নদী-কলতানে মাতৃ-আহ্বান মন্ত্র ধ্বনিত হ'য়ে চলেছে,—এ সবের সঙ্গে সৌদামিনীর অন্তরের যেন কিছুমাত্র যোগ নেই।

সৌদামিনী ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবেনি কোনদিন। অতীতকে চিরদিনই পায়ে ঠেলে এসেছে, কিন্তু বর্ত্তমানকে অসম্মান দেখাতে সে রাজী নয়। বিপদকে তুচ্ছ ভেবেছে সে, বিপন্ন অবস্থাকেও আমল দিতে চায় নি। আজও তা চায় না।

সৌদামিনী অনাহারের জ্বালা সইতে জানে, কিন্তু তার অনাহারজনিত ম্লানমুখ দেখে আর পাঁচজনে যে আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসবে,—এই নিদারুণ অপমান সে বরদাস্ত করতে পারে না।

হীরুঠাকুরের দেওয়া নগদ টাকাকড়ি এবং জিনিষপত্র আজো নিঃশেষ হয় নি। সুকুমার বড়লোকের জামাই সেজে, ধনী-দুহিতার স্বামী হ'য়ে সস্ত্রীক এসেছিল—আপনার সখ মেটাতে, সৌদামিনীর দাদা হ'য়ে আসেনি। যে ক'দিন ছিল, সৌদামিনীই সঞ্চিত অর্থ থেকে সংসারের খরচ চালিয়েছে, তবু বড়ঘরের মেয়ের সামনে 'টাকা দাও' ব'লে দাদার অসম্মান সে একদিনও করেনি। তা যদি করতো তা'হলে আজ আর তাকে ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে হতো না।

এতকাল সৌদামিনী ভবিষ্যৎ ভাবেনি, আজ তাকে ভাবতে হ'লো। ভাবতে হ'লো আপন সম্ভ্রম রক্ষা করতে।

হীরুঠাকুরের দেওয়া টাকাই সৌদামিনী পূজোর উৎসবে খরচ করতে

চাইলে। কিন্তু টাকা থাকলেই যে সব সময় সৎকাজে বা অসৎকাজে ব্যয় করবার সুযোগ মিলবে, এমন কোনো আইনে নেই। ঘর-দোরের সংস্কার করা, কাপড়-চোপড় খরিদ করা,—এই সমস্ত কাজে বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের পক্ষে একজন সহায় থাকা উচিত। তাদের সাধ থাকলেও সাধ মেটাবার সহায় চাই। কিন্তু সৌদামিনীর তা. নেই। এক দাদা ছাড়া ত্রিভুবনে যার আত্মীয় নেই, সেই দাদাই যদি বোনের মুখের দিকে না তাকায়, তা হ'লে সে বোনের বেঁচে থাকা হয় মৃত্যু-যন্ত্রণার তুল্য।

সৌদামিনী অনেক ভেবে চিন্তে, একদিন জয়ার সন্ধানে গেল। কিন্তু একুশে অঘ্রাণের সংবাদ জয়ারও অগোচর ছিল না। জয়া কথা তো কইলেই না, বরং সৌদামিনীকে দেখে উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।···

সেই দিন বিপ্রদাস বাড়ী এসেছে।

সৌদামিনীকে দেখে বিপ্রদাস ব্যগ্র হ'য়ে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলে—কোনো দরকার আছে তোমার ?

আজ আর সৌদামিনী বিপ্রদাসকে মুখোমুখী অপমান করতে চাইলে না। আনন্দের আয়োজন করতে, আনন্দহারা মন নিয়ে সৌদামিনী মেতে উঠেছে, অপ্রীতিকর আলোচনায় ওর আজ যথেষ্ট অমত ছিল, তাই বিপ্রদাসের কথায় স্মিতমুখে জবাব দিলে—জয়ার কাছে এসেছিলাম, দরকার একটুখানি ছিল। কিন্তু—

ব'লতে ব'লতে সৌদামিনী বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো।

বিপ্রদাস এলো ওর পিছনে।

পথের মাঝখানেই বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে—কি দরকার আমাকে বলো, আমাকে দিয়ে সে কাজ হবে না ?

সৌদামিনী পথ চ'লতে চ'লতেই জবাব দিলে— মেয়েমানুষকে দিয়ে যে কাজ হয়, পুরুষকে দিয়ে সে কাজ সব সময় পাওয়া যায় না, মেসোমশায়।...

'মেসোমশায়' কথাটা শুনে বিপ্রদাস বিরক্ত হ'লো।

ব'ললে—যদিই হয়, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। আজো, আমাকে যদি পর ভাবো তুমি, তা'হলে আপন ভাববে কবে?

সৌদামিনী ব'ললে—আপনাকে তো কোনদিনই আমি 'পর' ভাবিনি, আজো ভাবি না।

তারপর সহসা পথের মাঝখানেই থমকে দাঁড়িয়ে সৌদামিনী অনুনয়ের স্বরে ব'ললে—এভাবে আপনি আর আসবেন না। আমাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল, আজকাল আপনি তা বিকৃত ক'রে তুলেছেন। পাঁচজনে পাঁচ-কথা কয়, সে সব শুনতে আমি ভালোবাসিনে।

বিপ্রদাস হেসে, বিভিন্ন রকম চাহনির ভঙ্গী দেখিয়ে ব'ললে—তোমার বুঝি খুব লজ্জা হয়?

—তা হয় বই কি।

ব'লেই সৌদামিনী বাঁ-দিকের চালাঘরটার দরজার কাছে মুখ বাড়িয়ে ব'ললে—আমাকে একখানা পোষ্টকার্ড দেবেন তো।

চালাঘর পোষ্টাফিস।

সৌদামিনী পয়সা দিয়ে পোষ্টকার্ড নিলে। তারপর বিপ্রদাসের পানে আর ফিরে চাইলো না, যথাশক্তি দ্রুত বাড়ী ফিরে এলো।

বেলা তখন দশটার কাছাকাছি।

খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন বন্ধ রেখে, সৌদামিনী চিঠি লিখতে বসলো। স্নানের কথাটাও ওর মনে পড়লো না।

জনসাধারণের ঘরেবাহিরে সমারোহ সুরু হ'য়েছে, আর সৌদামিনীর মগজে বেজেছে মহাপূজার বাজনা।

চিঠি লিখলে হীরুঠাকুরের কর্ম্মচারী সেই সীতানাথকে।

—'আমাকে একদিন 'মা' ব'লে ডেকে গেছেন। তাই কোনো কিছুর জন্যে অনুরোধ করতে আজ আর আমি বাধা খুঁজে পেলাম না। আপনার মামাবাবুর যদি অনুমতি পান, তা'হলে দয়া ক'রে একবার আসবেন। কিছু কাজ আছে।'

চিঠির নীচে নাম দস্তখৎ ক'রে শিরোনামা লেখার পর সৌদামিনী চিন্তায় পড়লো।

এ চিঠি ডাকঘরে দেয় কেমন করে!

ও-তো বাড়ীতে বাস করে না, বাস করে সাপের গর্ত্তে। আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, হেসে কথা কইবার মত একটা যেমন-তেমন কেউ নেই। পাড়ার প্রত্যেকে ওর ত্রিসীমানায় পা দেয় না—কথা বলা দূরের কথা। কিন্তু বিপ্রদাসের সঙ্গে সুকুমার যেদিন ওর বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক ক'রে গেল, সেই দিন থেকে সবাই আত্মীয়তা পাতাতে আসে, মিষ্টি আলাপ করতেও ব্যগ্র হয়, কিন্তু সৌদামিনী সকলকে এড়িয়ে চলে। বিপ্রদাসের সহায়তার খাতির কিনতে ওর এতটুকু ইচ্ছা হয় না। যাকে অমানুষ ব'লে অবজ্ঞা দেখিয়েছে, মনুষ্যত্বের মালা তার গলায় কেমন ক'রে পরাবে?

শিরোনামা লেখা চিঠিখানা হাতে নিয়ে সৌদামিনী কত কথাই ভাবতে লাগলো। সে ভাবনার আর আদি অন্ত নেই।

সীতানাথকে চিঠিলেখার প্রধান উদ্দেশ্য—হীরুঠাকুর ওকে অসময়ে যা-কিছু সাহায্য করেছিল, খরচ বাদেও তার কিয়দংশ এখনো হাতে

আছে ; সেই টাকায় সুকুমার ও শ্বেতবরণীর জন্য পুজোর তত্ত্ব পাঠাতে হবে—সৌদামিনীর এই টুকুই হ'লো এখন দৃঢ়সংকল্প। হীরুঠাকুরের টাকা হাত পেতে নিত, নেওয়ার দিনে ওর কুণ্ঠা আসেনি। হীরুঠাকুরের আন্তরিকতার কাছে সৌদামিনীর আত্মমর্য্যাদা পরাজিত হ'য়েছিল।

পেটের দায়েই হোক, অথবা নিতান্ত বিপন্ন অবস্থা বুঝেই হোক, পৃথিবীর একটি মাত্র লোকের কাছে ভিখিরীর মতই একদিন সৌদামিনী অঞ্জলী বাড়িয়ে দান গ্রহণ করেছিল,—সে দান ওর অযাচিতভাবে পাওয়া ; তা ভিক্ষালব্ধ হ'লেও, যথেচ্ছ ব্যয় করতে ওর অধিকার আছে,—এইটুকু ভেবে, সৌদামিনী নিজেকে প্রস্তুত রাখলে। এবং চিঠি পেয়ে সীতানাথ যদি আসে, তাহ'লে সেই সীতানাথকেই অনুরোধ করবে,—'দাদা বউদিদির জন্য পুজোর তত্ত্ব পাঠাতে হবে, তুমি তার সুব্যবস্থা ক'রে দাও।'

হীরুঠাকুরের বহু নিন্দা-অখ্যাতির কথা বহু লোকের মুখে মুখে সৌদামিনী শুনতে পায়, সুদখোর মহাজন হ'য়েও সে যে সত্যসত্যই মহাজন, এক। আর কেউ স্বীকার না করুক, সমস্ত অন্তর দিয়ে সৌদামিনী আজ স্বীকার করে। অনাহারের জ্বালায় জর্জ্জরিত হ'য়ে যেদিন মরতে বসেছিল, যেদিন ও'র দুটি চোখের সামনে ত্রিভুবনের আঁধার এসেছিল ঘনিয়ে, সেদিন আর কেউ উঁকি মারেনি ; আপন প্রাপ্য টাকা আদায় করতে এসে, হীরুঠাকুরই সেদিন ওর জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে, স্বীয় মনুষ্যত্বের অপার্থিব আভায় মধুসূদন সেজে সৌদামিনীর দৃষ্টিহারা চোখের সামনে ওকে দু'হাত বাড়িয়ে অভয় দিয়েছিল। ওর মর্ম্মের করুণ কাহিনী কান পেতে শুনতে চেয়েছিল।

সেই মহাজন হীরালালের দান, সৌদামিনীর তা সত্যসত্যই নিজস্ব—সে দান ওর পরম সম্মান।

চিঠিখানা হাতে করেই সৌদামিনী উঠে দাঁড়ালো। ভাবলে, ভিখিরীর আবার লজ্জা কি! মান অপমান তো নিজের কাছে,—যদি রক্ষা করবার শক্তি তার করায়ত্ত থাকে, তা হ'লে হরণ করবে কোন্ তস্করে? লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একীভূত গরল আজ ওর গলায় গলায় উপ্‌চে উঠেছে, তবু তাই হজম করতে হবে। ওকে আজ নারী হ'য়েও হ'তে হবে নীলকণ্ঠ।

দরজায় তালা-চাবি দিয়ে, সৌদামিনী বেরুতে যাবে, বিপ্রদাসের সঙ্গে দেখা হ'লো।

—কোথায় যাবে,...এতবেলায়...ও কি, হাতে?

সৌদামিনী চিঠিখানা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেললে। কিন্তু বিপ্রদাসকে মিথ্যা কথা ব'ললে না,—হাতে আমার চিঠি। ডাকঘরে দিতে যাচ্ছি।

পথের এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে, বিপ্রদাস সৌদামিনীর হাত চেপে ধরলে।

ব'ললে—বাড়ীতে এস। কথা আছে। চিঠি তোমার যথাসময়ে আমি ডাকঘরে দিয়ে আসবো।

সৌদামিনীর মুখ-চোখ রাগে রাঙা হয়ে উঠলো।

বিপ্রদাস একরকম জোর করেই তাকে বাড়ীর মধ্যে টেনে আনলে।

সৌদামিনী থর থর করে কাঁপছিল। রাগে ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না!

বিপ্রদাস হেসে ব'ললে—আমি তো বাঘ নই; সদু, আমাকে দেখে তোমার এত ভয় কেন?

সৌদামিনী চিঠিখানা পেটের কাপড়ে গুঁজে রাখলে। তারপর রাঁয়ার হতু ব'ললে—ভয় নয়, ভাবনা।

বিপ্রদাস ব'ললে—জয়ার জন্যে তোমার এত ভাবনা কেন? ওকে আমি কিছুতেই শহরের বাসায় নিয়ে যাবো না। সেখানকার সর্ব্বময়ী হ'য়ে কেবল থাকবে তুমিই।···দোর খোলো, কাজের কথা ক'য়ে নিই। এরপর নাওয়া-খাওয়ার হ্যাঙ্গামা আছে।···সত্যি বলছি সৌদামিনী, নাওয়া-খাওয়া ভুলে, আমি দিনরাতই তোমার কাছে ব'সে থাকতে পারি। আমার শয়নে-স্বপনে-জাগরণে তোমা বই অন্য চিন্তা আর নেই।

দাওয়ার একপ্রান্তে বসে, সৌদামিনী গম্ভীর হয়ে ব'ললে—আচ্ছা যখন-তখন আপনি আমাকে আপন করতে কেন আসেন? আমি আপনার কী ক'রেছি?

প্রৌঢ় বিপ্রদাসের মরা-মনে সঞ্জীবনী সুধার বান ডেকে উঠলো। শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হলো। ভাবে গদ-গদ হ'য়ে ব'লতে লাগলো—তুমি আমার শান্তি হরণ করেছ,—আমার সুখের ঘরে চুরি ক'রে আমাকে আজ তোমারই পায়ের তলায় ভিক্ষুকের বেশে বসিয়ে রেখেছ। কী তুমি করনি, সৌদামিনী? সর্ব্বনাশ ক'রেছ তুমি আমার।···

সৌদামিনী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। ওর রাগ হ'লো না। মনে এলো কৌতুকের উচ্ছ্বাস!

বিষধর সাপ নিয়েও অনেকে খেলা করে। স্বার্থ বজায় রাখতে রাক্ষসের সঙ্গেও সময়ে ছলনা করতে হয়।

সৌদামিনীর মাথায় জ্ব'লছে আগুন, মনের মধ্যে র'য়েছে প্রচণ্ড তুফান তবুও হাসি আসে!

ব'ললে—তা'হলে আমার জন্যে আপনি যথাসর্ব্বস্বই খুইয়েছেন নিজের ব'লতে আর কিছু নেই ?

বিপ্রদাস ঘাড় দোলাতে দোলাতে ব'ললে—না, না, কিছু নেই সৌদামিনী। আমার যত কিছু, সবই তুমিময় হ'য়ে গেছে।

সৌদামিনী আবার হেসে উঠ্‌লো।

ব'ললে—যাত্রার দলের ম্যানেজার কি না। কেতাবী ভাষায় কথা কইতে শিখেছেন চমৎকার। আচ্ছা, এ সবগুলো কোন্ নাটকে লেখা আছে ?

বিপ্রদাস রসিক পুরুষ। বিশেষতঃ এখন ওর শুকনো হাড়ের গায়ে গায়ে রসের অতি-বৃষ্টি সুরু হ'য়ে গেছে।

ব'ললে—কোন্ নাটকে লেখা আছে, শুনবে ?—লেখা আছে—'বিপ্র সৌদামিনী' নাটকে।

সৌদামিনী আবার গম্ভীর হ'লো।

ব'ললে—কাজের কথা কি ব'লতে এসেছেন বলুন। আমারও কাজ আছে। বেলা দুপুর হ'তে চ'ললো।

বিপ্রদাস ব'ললে—গহনার মাপ দাও। রাসু স্যাকরা বড্ড বেশী ধরেছে। ওকেই বায়না দেব। কি কি তোমার চাই, কত ভরির—সব আমি লিখে নিয়ে যাচ্ছি।

ব'লতে ব'লতে বিপ্রদাস পকেট থেকে কাগজ আর ফাউণ্টেন কলম বার করলে।

সৌদামিনী ব'ললে—রাসু স্যাকরাকে দিয়ে হবে না। মধু কুমোরকে বলুন, খুব ভালো দেখে একটা বড় কলসী বানিয়ে দেবে। আর রসিক

বেনের দোকান থেকে আনবেন শক্ত একগাছা দড়ি। ব্যস্...আর আমি কিছু চাইবো না।

বিপ্রদাস খানিকক্ষণ অবাক-বিস্ময়ে সৌদামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব'লতে লাগলো—এত ক'রেও তোমার মনের নাগাল পেলাম না।

সৌদামিনী বিয়ে-পাগলার পাগলামি দেখে হাসি চাপতে পারলে না।

ব'ললে—মনের নাগাল কেমন ক'রে পাবেন? মন আমার কি চায় খোঁজ নিয়েছেন?

বিপ্রদাস কৃতকৃতার্থ হ'য়ে গেল!

ব'ললে—সত্যিই তা নিই নি সদু। সত্যি আমার মহা অপরাধ হ'য়েছে। বলো কি তোমার মন চায়?

সৌদামিনী অতিমাত্রায় গম্ভীর হ'লো। সহসা কোনো কথা না ব'লে, আঁচল থেকে চাবি নিয়ে ঘরের দরজা খুললে, তারপর সীতানাথের উদ্দেশে লিখিত চিঠিখানা বালিশের তলায় রেখে দিয়ে, ঘড়া-গামছা আর তেলের বাটী নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বিপ্রদাস ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে—কই ব'ললে না তো, সদু?

দরজায় শিকল তুলে দিয়ে, তালা লাগাতে লাগাতে সৌদামিনী ব'ললে—বলছি, সবুর করুন।

তারপর তালা দেওয়া হ'য়ে গেলে, ঘড়াটা কাঁখে নিয়ে ব'ললে—এখন নাই বা শুনলেন! বেলা হয়ে গেছে। নাইতে হবে, খেতে হবে। আমাকে আবার নিজের হাতে পোড়া পেটের জন্যে রান্না পর্য্যন্ত করতে হবে। এখন থাক, সময়ে বলবো।

কিন্তু বিপ্রদাস অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়লো।

অনুনয়ের সুরে ব'লে উঠলো—তা হবে না, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি সদু, যা ব'লবার এক্ষুণি ব'লে ফেলো। না শুনে কিছুতেই এখান থেকে উঠবো না আমি।

সৌদামিনী ঘড়াটা উঠোনে নামিয়ে, বিপ্রদাসের কাছাকাছি সরে এসে ব'ললে—যা ব'লবো, ঠিক তা শুনবেন তো? যা চাইবো তাই দেবেন তো?

বিপ্রদাস ব'ললে—নিশ্চয়, নিশ্চয়! তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই, সদু। যা তুমি ব'লবে,—ভগবানের নাম নিয়ে ব'লছি—

তাড়াতাড়ি সৌদামিনী ব'লে উঠলো—ভগবানের অপমান করবেন না। ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। আপনি আপনার মনুষ্যত্বের শপথ ক'রে বলুন!—আপনার স্বর্গীয় মা-বাপের নাম নিয়ে বলুন—

বিপ্রদাস সঙ্গে সঙ্গে ব'ললে—তাই ব'লছি, সদু, তুমি যা চাইবে আমি তা দেব—দেব—দেব। অদেয় তোমাকে আমার কিছু নেই।

সৌদামিনী ধীরকণ্ঠে ব'ললে—আমাকে বিয়ে করতে আপনি রাজী তো?

—দু'শোবার—দু'লক্ষবার রাজী!

—বিয়ে আমাকে করবেনই, না করলে বোধ হয় বাঁচবেন না, কেমন?

—একশোবার সে-কথা সত্যি!

—তা হ'লে জয়াকেও আমার সতীন ক'রে নিন। ছেলেবেলা থেকে আদের বড্ড ভাব। দিব্যি একঘরে ঘর করবো। আপনার পা ছুঁয়ে

দিদি করছি, ঝগড়া বিবাদ একদিনও আমরা করবো না। সতীনের সঙ্গে ঝগড়া হয় স্বামী নিয়ে, আমি ব'লে রাখছি, জয়াকে আমি সত্যি-সত্যি একূল দিকে সুখে রাখবো।

বিপ্রদাস চোখ লাল ক'রে উঠে দাঁড়ালো।

সৌদামিনী ব'ললে—মনে রাখবেন, আজ থেকে আমিও যা, জয়াও ঠিক আপনার তাই ই।...

বিপ্রদাস হন হন ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেল।

সৌদামিনী দাঁতে ঠোঁট চেপে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, ঘড়া নিয়ে স্নানের ঘাটে চ'ললো। রাগ আর হাসি দুটোই একসঙ্গে ওর মনের মধ্যে ছাপিয়ে উঠেছে তখন।

বিকেলবেলায় সৌদামিনী সকালের লেখা সেই চিঠিখানা হাতে ক'রে ডাকঘরের রাস্তা ধরবে, হঠাৎ মেঘ না চাইতে জল পাওয়ার মত একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে যার দেখা পেয়ে গেল—সে আর কেউ নয়, স্বয়ং সীতানাথ।

দেখা পথের মাঝখানেই।

সীতানাথ সম্ভাষণ করলে—বেশ ভালো আছেন, মা?

সৌদামিনী পথের মাঝে কোনো কথাই কইতে চাইলে না। পুনরায় বাড়ীর পথে ফিরে আসতে আসতে ব'ললে—আসুন।

বাড়ীতে ফিরে এসে, ঘর থেকে মাদুর বার ক'রে সীতানাথকে দাওয়ায়

ব'সতে দিয়ে সৌদামিনী ব'ললে—আজো তেমনি হুকুম তো? যখন হোক বাড়ী ফিরতে হবেই,—না কী?

সীতানাথ মৃদু হেসে ব'ললে—কড়া হুকুম কিন্তু পাইনি তবু যাই। আমাকে ফিরতেই হবে। মাঝখানে আর দু'টো তিনটে দিন বাকী। বাড়ীতে সমারোহ ব্যাপার চলেছে। পূজোর সময় আপনাদের এই ভাদুইপাড়ার যাত্রার দলে বায়না দেওয়া ছিল,—

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলে—দল নিতে এলেন বুঝি?

মাথা নেড়ে সীতানাথ ব'ললে—নিতে আসিনি। যেতে বারণ করতে এসেছিলাম।

বিস্মিত হ'য়ে সৌদামিনী ব'ললে—বারণ করতে?…কিন্তু কেন? লেখাপড়া হ'য়ে গেছে,—বায়না-নামায় আপনার মনিব সই দিয়েছেন!

সীতানাথ ব'ললে—সই দিয়েছেন ব'লেই তো আসতে হ'লো মা। গান আমরা শুনবো না, কিন্তু টাকা ওদের পাই-পয়সাটি মিটিয়ে দিয়ে এলাম।

—গান আপনারা শুনবেন না?

—না।

—সুকুমার মুখুয্যের বেহালা শুনতেই তো 'বিপ্রদাসী-অপেরা'র বায়না দিয়েছিলাম। সুকুমারবাবু যেতে পারবেন না ব'লে ম্যানেজার চিঠি দিয়েছিলেন। তাই বায়না ফেরৎ দেওয়া হ'লো। আজই ক'লকাতায় 'তার' করা হ'য়ে গেছে,—সেখানকার বড় দলের যাত্রা হবে। বছর বছর ক'লকাতার যাত্রাই আমাদের হ'য়ে আসছে, খালি এই বছরে একটা বাজে হাঙ্গামা হ'য়ে গেল।

সৌদামিনীর মনে পড়লো, শ্বেতবরণীকে সুকুমার একদিন ব'লেছিল বটে, সে না গেলে জালিমপুরের লোক গানই শুনবে না।

সীতানাথ জিজ্ঞাসা করলে—সুকুমারবাবু পূজোর সময় আস্‌বেন না বুঝি? সেদিন এসেছিলেন শুন্‌লাম—

সৌদামিনী বিস্মিত হ'য়ে ব'লে উঠলো—কেন আপনারা আমার চিঠি পান নি? দাদা যেদিন এসেছিল, তার পরের দিনই তো আমি সংবাদ দিয়েছিলাম।

সীতানাথ ব'ললে—আমাদের আসা হয়নি তখন। তাছাড়া তিনি এসেই যে দু'দিন পরে চলে যাবেন, এটুকুও আমরা বুঝতে পারিনি।… কিন্তু ও-সব কথা এখন থাক, আমার একটা অনুরোধ আছে মা।

সৌদামিনী হাস্‌তে হাস্‌তে হাতের চিঠিখানা সীতানাথের হাতে দিয়ে ব'ললে—প'ড়ে দেখুন! অনুরোধ আমারও যে নেই, এমন কথা আজ আর ব'লতে পারবো না।

চিঠি পড়া শেষ হয়ে গেলে, সীতানাথ চাদরটা গায়ে জড়াতে জড়াতে ব'ললে—বেলা প'ড়ে আসচে মা। হুকুম করুন, কি করতে হবে।

সৌদামিনী ব'ললে—তার আগে আপনার অনুরোধ শুনতে চাই।

সীতানাথ অত্যন্ত বিনীত হ'য়ে ব'ললে—কাল বেলা দশটার মধ্যেই জালিমপুর থেকে পাল্কী আসবে। মামাবাবুর বিশেষ অনুরোধ, পূজোর ক'টা দিন আপনাকে ও-বাড়ীতেই থাকতে হবে।…আমারও অত্যন্ত সাধ হ'য়েছে মা,—বয়সে ছোট ব'লে সত্যিই আপনাকে আর ভাবতে পারি না। মা-ই মনে করি। যেতে আপনাকে হবেই। কোনো আপত্তিই

আমরা শুনবো না। পাল্কী ফেরৎ পাঠালে, মামাবাবু হয়তো নিজেই এসে হাজির হবেন।...এইবার আপনার কি কি করতে হবে বলুন আমি যত তাড়াতাড়ি পারি শেষ ক'রে ফেলচি।

সৌদামিনী আনমনা হ'য়েছিল।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে, ব'ললে—হঠাৎ...এরকম বাড়াবাড়ি...কিন্তু কেন বলুন তো?

সীতানাথ ব'ললে—তা তো জানিনে মা, তবে মামাবাবুর ঝোঁক চেপেছে।...কিন্তু আপনার কাজগুলো—

সৌদামিনী ব'ললে—কিছু কিছু বাজার করতে হ'তো। পুজোর বাজার। কিন্তু এত সংক্ষেপ সময়ের মধ্যে তা তো হ'য়ে উঠবে না।... আমার দাদা আর বউদির জন্যে পুজোর তত্ত্ব পাঠাতে চাই—

সীতানাথ ব'ললে—ও...কিন্তু ভালুইপাড়ার দোকানে কি সে রকম ভালো জিনিষ মিলবে? তার চেয়ে ওখানে, জালিমপুরে গিয়েই সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে দেব। এখানকার চেয়ে ঢের বেশী পছন্দসই জিনিষও পাওয়া যাবে, দরেও সুবিধে হ'তে পারে।

সৌদামিনী হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে উঠলো।

ব'ললে—দরে হয়তো সুবিধে হতে পারে, কিন্তু আমাকে যে সেখানে যেতেই হবে, এমন তো কোনো কথা নেই, সীতানাথবাবু। সাপ আর ব্যাঙের মধ্যে যে সম্বন্ধ, আমার দাদার সঙ্গে আপনাদের সম্বন্ধ কতকটা সেই রকম। পাওনা আদায় করতে এসে পরিচয় হ'য়েছিল, ঘনিষ্ঠতার চূড়ান্ত হোক—এ আশা আমি কোনোদিনই করিনি। দাদাকে পেলে, হয়তো বোনকে এমনি সুনজরে দেখতে আপনার মনিব সেদিন পারতেন

না।· ·দাদা এখানে উপস্থিত থাকলে, যাওয়া না-যাওয়া সম্বন্ধে তিনিই মতামত দিতেন। কিন্তু তিনি যখন হাজির নেই, তখন আমি স্বাধীন হয়ে 'যাবো' ব'লতে তো পারবো না। আপনিই বলুন না, তা পারা কি আমার উচিত, সীতানাথবাবু?

সীতানাথের মুখ ম্লান হয়ে উঠ্‌লো।

সত্যিসত্যিই সৌদামিনীকে ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছিল।

ব'ললে—আমি বা আমার মামাবাবু,—আমরা দু'জনেই কি মনে ক'রেছিলাম জানেন মা? আমরা ভেবেছিলাম, সুকুমারবাবু যেমন আপনার দাদা, তেমনি আমরাও এক-একজন আপনার স্নেহের সামগ্রী। আর দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশ মামাবাবু অন্যের কাছে যেভাবে করেন, আপনাদের সঙ্গে তো ঠিক সেই ভাবেই হচ্ছে না! আমার তো মনে হয়, সুকুমারবাবুর টাকা দেওয়া না দেওয়া নিয়ে মামা আমার একচুলও আর মাথা ঘামান না। আপনাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখেন। দুনিয়ায় স্নেহ জিনিষটা তাঁর কাছে অত্যন্ত দুর্ল্লভ কিনা!

সৌদামিনী মুখ নীচু ক'রে ভাবতে লাগলো।

সীতানাথ ব'ললে—বেলা শেষ হ'তে চল্‌লো মা। আমি তা' হ'লে উঠি।

সৌদামিনী মুখ তুলে চাইলে।

উদাস দৃষ্টি!

ব'ললে—যাবেন···কিন্তু কড়া হুকুম যখন নেই, থেকে গেলেও তো চ'লতো!

—না মা, তা চ'লতো না। এখন চব্বিশঘণ্টাই মাথায় হাতে সমান কাজ। কোথাও গিয়ে দু'দণ্ড বসে থাকা, কি বাড়ী ফিরতে দেরী করার বিষয়ে মামাবাবু হুকুম কিছু দেন না। সে স্বভাবই তাঁর নয়। এক্ষেত্রে, তিনি আমার বিবেচনার ওপর নির্ভর ক'রে থাকেন!

—তা হ'লে আর কিছু তো ব'লতে পারবো না। যেতে যখন হবেই…

—হ্যাঁ মা, যেতে হবেই,…কাল দশটার মধ্যেই তা হ'লে পাল্কী আসবে।

সৌদামিনী আবার ভাবতে লাগলো।

সীতানাথ উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে—চ'ললাম তা'হলে।

সৌদামিনী ব'ললে– আচ্ছা…কিন্তু যাওয়া না-যাওয়ার মীমাংসা এখনো আমি করে উঠতে পারিনি, একথা হীরালালবাবুকে জানাবেন গিয়ে।

সীতানাথ মাথা হেঁট ক'রে ভাবতে ভাবতে একপা-একপা এগিয়ে চ'ললো।

সৌদামিনীও ওর পিছনে পিছনে পথ পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে, আবার বাড়ী ফিরে এলো।

চিন্তার অসীম সমুদ্র ওর চারধারে থৈ-থৈ করছে,—না আছে কূল, না আছে কিনারা।

সৌদামিনী ভাবে,—পাল্কী যদি আসেই, ফিরিয়ে দেব। আবার ভাবে, যেতেই বা দোষ কি? দাদা কেন, ভগবানের চেয়েও দরদী ঐ হীরালালবাবু। মৃত্যুর মুখ থেকে যে হাত ধ'রে টেনে তোলে, তার তুল্য আপনজন দুনিয়ায় ক'জন আছে?

কিন্তু যাওয়া কি উচিত?

হয়তো উচিত নয়।

কি সম্পর্কের সূত্র ধ'রে সেখানে যাবে সৌদামিনী?…

সমারোহের মাঝে অগণিত লোক-সমাগমের মধ্যে পরিচয় দেওয়ার মত কী তার আছে?…

সন্ধ্যা হ'লো, রাত্রিও হ'লো।

ক্রমশঃ চক্রবালের নীচে ক্ষীণ চাঁদের টুক্‌রো দেখতে দেখতে নিভে গেল।

সৌদামিনীর তবু মীমাংসা হ'লো না—হীরু-ঠাকুরের বাড়ীতে যাওয়া উচিত, কি উচিত নয়।

ও-দিকে ওৎ পেতে আছে বিপ্রদাস।

মনে মনে তার শয়তানি মতলব, মুখে ক্রোধের সুস্পষ্ট রেখা,—বাহুতেও শক্তির অভাব নেই। যেহেতু বিনোদ রায় তার হাতধরা গুণ্ডার চেয়েও বিনোদ রায় পাষণ্ড।

খলের সবই খারাপ। হাসির খেলাতেও তার কুবুদ্ধির আভাস মেলে। বিপ্রদাস সেই খল, এবং বিনোদ রায় খলের চেলা।

সৌদামিনী অন্ধকার আকাশের পানে ঊর্দ্ধনেত্রে চেয়ে ভাবতে লাগলো।

—কি তার কর্ত্তব্য?

৯

ভোর হয়ে এসেছে; পাখীরা বাসা ছাড়েনি, কিন্তু প্রভাতী গাইতে সুরু করেছে। শিউলি-তলে ফুলশয্যা বিছানো রয়েছে, শরতের সোনালি আলো এসে সেই শয্যায় আরামের আসন পাতবে।

কুয়াসায় ঢাকা চারিদিক; শরতকে বিদায়-অভিনন্দন জানাচ্ছে হৈমন্তী হাওয়া ধানের ক্ষেতে ঢেউ তুলে দিয়েছে। মাঝির ভাটিয়ালী সুরে নদীর বুকে উৎসবের সমারোহ জেগে উঠেছে।

সৌদামিনীর ঘুম হয়নি, সারারাত বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করেছে। হীরু-ঠাকুরের পাল্কী যে আসবেই, এ-ধারণা তার মনে দৃঢ় হয়ে আছে, কিন্তু পাল্কী এলে সেই পাল্কীতে চেপে সে জালিমপুরে যাবে, না—'যাবো না' বলে ফিরিয়ে দেবে, এই নিগূঢ় সমস্যার কোনো সমাধানই সে ক'রে উঠতে পারেনি।

উকীলবাবুর বাড়ীতে নহবৎ বাজছে, শানাই-এ আগমনীর আকুল-করা সুর!

সৌদামিনী অস্থির হয়ে উঠলো। দুনিয়ার দীন হ'তে ধনী পর্য্যন্ত সবারই মনে মনে মাতৃ-অভ্যর্থনার উচ্ছ্বসিত ভাব-প্রবাহ বয়ে যায়—শুধু দীনহীনা অনাথা কাঙালিনী হয়ে তাকেই বুক পেতে দুশ্চিন্তার যাতনা সইতে হ'বে।

সন্ধিপূজার বলির পশুর মত শুধু উৎসবের সাজসজ্জাই সে দেখবে

উদ্যত খড়্গ তার ঘাড়ের উপর ঝুলছে, ভীতি-কাতর দৃষ্টি দিয়ে মহাপূজার মহা আনন্দ সে তো আর উপভোগ করতে পারবে না।"

সৌদামিনীর যেন মনে হয় বিকটকায় ছেত্তার বেশে বিপ্রদাস তার শিয়রে দাঁড়িয়ে, হাতে তার পৈশাচিক মন্ত্রে উৎসৃষ্ট করাল খড়্গ!

সৌদামিনী চোখ বুজে পড়ে রইলো।

ঘরের চালের ফাঁক দিয়ে প্রভাতের আলো দেখা যায়, হতভাগী আপন ঘরে শুয়ে আজ সেই আলোকেই চমকে ওঠে। ও-যেন তার দিনশেষের রক্তসন্ধ্যা!—

সহসা কল্পনা বাস্তবের দোরে ঘা দিয়ে দাঁড়ালো।

আতঙ্ক সত্যের স্বরূপ ধরলো।

সৌদামিনী চোখ বুজেই মনে মনে ব'ললে—হে রুদ্রদেব, রুদ্রতেজ তোমার সংবরণ করো, আমি যে ও রূপের প্রভা সইতে পারিনে, চোখ আমার ঝলসে যায় যে!

বিপ্রদাসের কণ্ঠস্বর!

—সৌদামিনী!

সৌদামিনী বিপ্রদাসকে ভয় করে না বটে, কিন্তু মৃত্যুকে ওর ষোলো আনা ভয়। চারিদিকে মরণ-দুন্দুভি বেজে উঠলেও যাতনায় জর্জ্জরিত জীব মৃত্যু-পরশে কাতর হয়।

সৌদামিনীরও আজ এতকালের সহিষ্ণুতার বাঁধন বিপ্রদাসের কণ্ঠস্বর শুনে এক নিমেষে শিথিল হ'য়ে এলো। ~~যে বিপ্রদাসকে~~ গ্রাহ্যের সীমায় আনতে মনে তার ঘৃণাই উঁকি দিয়েছিল, আজ সেই বিপ্রদাসকে চোখের দেখা দেখতেও মনে ওর আতঙ্ক আসে। ধিক্কারের জ্বালা

সইতে না পেরে মানুষ আত্মহত্যা করে, মনের বলে বলীয়ান হ'য়েও দৈহিক বলের অভাবে দুর্ব্বলকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুঃখ সইতে হয়,—দুনিয়ার এই তো নিয়ম!

—সৌদামিনী, দোরটা একবার খোলো তো। সামান্য একটুখানি দরকার আছে। বেশীক্ষণ আমি দাঁড়াবো না, ট্রেনের সময় হ'য়ে আসছে।

মৃত্যুকালে চোখ বুজে ইষ্টনাম করলে মৃত্যুরও হাত থেকে রেহাই মেলে না। যম যখন এসে পড়েছে, তখন জীবাত্মা সে নেবেই।

আজ সৌদামিনী ভীত হ'লো। এতকাল বিপ্রদাসকে দেখে বিরক্ত হ'য়েছে, আজ হ'লো সশঙ্ক।

দোর খুলে দিয়ে সৌদামিনী ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো। মুখ দিয়ে একটা কথাও উচ্চারণ করলে না।

বিপ্রদাস সহসা ওর হাত দু'খানা চেপে ধরে, গম্ভীর অথচ অনুতপ্ত কণ্ঠে ব'ললে—এতকাল পরে, সৎ-শিক্ষা যদি কোথাও কারু কাছে আমি পেয়ে থাকি সৌদামিনী, তবে সে তোমারই কাছে। শিক্ষা আমার যথেষ্ট হয়েছে, যা আমার করা উচিত ছিল না, দুর্ব্বুদ্ধির বশে তাই-ই করেছিলাম। ভগবানের দয়ায় নয়, শুধু তোমারই ঘৃণায় আমার দুর্ব্বুদ্ধি দূরে চ'লে গেছে। আজ যাবার সময় তোমার কাছে মাপ চাইতে এলাম। তুমি পূর্ব্ব অপরাধ ভুলে যাও, আমাকে ক্ষমা করো।

বিস্মিত সৌদামিনী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কী বলছেন, মেসোমশায়, আমি তো বুঝতে পারলাম না। খোলসা ক'রে বলুন।

বিপ্রদাস তখনো সৌদামিনীর দু'টি হাত আপন মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে রয়েছে।

ব'ললে—ব'লছি, আজ থেকে আমি সত্যি সত্যিই তোমার মেসোমশায়। আজ থেকে আমার জয়া আর তুমি অভিন্ন। তুমি আমার মেয়ে, আমি জয়ার যেমন বাপ, তোমারও তেমনি।

হাত ছাড়িয়ে দিয়ে সৌদামিনী সাষ্টাঙ্গে বিপ্রদাসের পায়ের গোড়ায় লুটিয়ে পড়লো।

বিপ্রদাস চোখ মুছতে মুছতে ধরা-গলায় ব'ললে—আশীর্ব্বাদ করলাম সদু—তুমি সুখী হবে।

সৌদামিনী তখনো নতজানু হয়ে বিপ্রদাসের পায়ের তলায় ব'সে রয়েছে।

ব'ললে—সত্যি? সত্যিই আপনি আশীর্ব্বাদ করলেন? আজ থেকে জয়া আর আমি অভিন্ন? এ কথা সত্যি তো?

দৃঢ় হ'য়ে বিপ্রদাস ব'ললে—হ্যাঁ মা, সত্যিই। তোমার কালকের কথা তো আমি ভুলে যাইনি, সদু। মনুষ্যত্বের অপমান ক'রেছিলাম, আপন বিবেকের কাছে পলে-পলে লাঞ্ছিত হ'য়েছিলাম, এখনো তুমি সত্যি মিথ্যের বিচার করতে ব'সে সেই লাঞ্ছনাই বেশী ক'রে দিলে। কুম্ভকর্ণেরও একদিন ঘুম ভেঙেছিল সদু, আজ তোমার কৌশলে, কালঘুম আমার ভেঙে গেছে।

সৌদামিনী উঠে দাঁড়ালো।

ব'ললে—এই ট্রেনেই আপনাকে যেতে হবে, মেসোমশায়?

—হ্যাঁ, মা। যেতে হবে বই কি। পরের চাকরি করি, দাসত্ব যার নাম। যেতেই হবে।

—জয়া?

—জয়া রইলো। পূজোর পর তাকে নিয়ে যাবো।

—কিন্তু পূজোতে আপনারও ছুটি ছিল যে?

বিপ্রদাস মৃদু হেসে ব'ললে—আমার চেয়েও তোমার বুদ্ধি চারগুণ বেশী, সৌদামিনী। ছুটি আমার আছে। কিন্তু দেশে থাকার মত সৎসাহস এখন নেই। তাই দিনকতক বিদেশে ঘুরতে চাই। আমি দেশভ্রমণে চ'ললাম, সদু।

সৌদামিনী মুখ নামিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিপ্রদাস ব'ললে—আসি মা। দিন বারো পরেই ফিরে আসবো। তবে এখানে নয়, শহরে।

সৌদামিনী সামান্যক্ষণ চিন্তার পর ব'ললে—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম।—একটা পরামর্শ।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলো।

সৌদামিনী ব'ললে—জালিমপুরের হীরুঠাকুর একদিন অত্যন্ত দুর্দ্দিনে আমাকে মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

—সে তো এ-গাঁয়ের সবাই জানে; কিন্তু কি হয়েছে?

—হীরালালবাবুর বাড়ীতে পূজোর সময় খুব ধুমধাম হয়।

—তা-ও জানি। বহু টাকা খরচ হয়।

—তিনি পূজোর ক'টা দিন আমাকে জালিমপুরে, তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইছেন। আজ দশটার মধ্যেই বোধ হয়, পাল্কী আসবে। অথচ যাবো কি যাবো না, এসম্বন্ধে এখনো আমার কিছু ঠিক হ'য়ে ওঠেনি। হীরুবাবু যে আমাকে আন্তরিক স্নেহ করেন, তার প্রমাণও আমি বহুবার পেয়েছি। কিন্তু দাদাকে একটা কথা না জিজ্ঞেস ক'রে কি সেখানে যাওয়া উচিত?

বিপ্রদাস একটুও চিন্তা না ক'রে বললে—একশোবার উচিত, সৌদামিনী, অন্ততঃ স্বার্থের খাতিরেও—

সৌদামিনী ক্লিষ্ট হাসি হেসে ব'ললে—স্বার্থ আমার বিন্দুমাত্র নেই। স্বার্থের মধ্যে তাঁকে সন্তুষ্ট করা আমার কর্ত্তব্য। এ ছাড়া অন্য স্বার্থ আমি একটুও ভাবিনে। আমার আসল ভাবনা হয়েছে—দাদার জন্যে। বোনের খাওয়া পরা বা অন্য কিছুর জন্যে দাদা কোনোদিনই মাথা ঘামাতে চায়নি। এখনো হয়তো চায় না, কিন্তু তবু সে আমার দাদা। আমার প্রশংসা বা কলঙ্ক-অখ্যাতির জন্যে তাকেই তো দায়ী হ'তে হবে?

বিপ্রদাস ব'ললে—তা হবে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তোমার প্রশংসা ছাড়া কলঙ্ক-অখ্যাতির কথা তো কিছু নেই। তুমি যেয়ো, সুকুমারের মতামতের জন্যে আমি দায়ী রইলাম। আমার যুক্তি সে এড়াতে পারবে না।··· তা'হলে আমি আসি, মা। আর বোধ হয় বেশী সময় নেই।

সৌদামিনী আর একবার বিপ্রদাসকে প্রণাম করলে।

সীতানাথ সত্য কথাই বলে গেছলো।

বেলা দশটা হ'তে না-হ'তেই, সৌদামিনীর বাড়ীর সুমুখে পাল্কী এসে হাজির হ'লো।

কিন্তু পাল্কী খালি নয়, সৌদামিনী বিস্মিত দৃষ্টি আর ফিরাতে পারে না,—পাল্কীর মধ্যে ব'সে রয়েছে হীরুঠাকুর নিজে!

শশব্যস্তে পাল্কীর কাছে এগিয়ে গিয়ে, সৌদামিনী মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে হীরুঠাকুরকে প্রণাম করলে।

তারপর হীরালালের হাত ধ'রে তাকে পাল্কী থেকে নামিয়ে, হাত ধ'রেই বাড়ীর মধ্যে নিয়ে এলো। সশ্রদ্ধ হ'য়ে ব'ললে—আপনি নিজেই এলেন! বড় কষ্ট হ'লো। এমনি পাল্কী পাঠালেই তো আমি যেতাম।

হীরালাল দাওয়ার উপর বিছানো মাদুরটায় ব'সে সৌদামিনীর মুখপানে চেয়ে স্মিতহাস্যে ব'ললে—যেতে কি যেতে না, তার উপযুক্ত প্রমাণ আমি পাইনি। তাই নিজেই এসে হাজির হ'লাম। আমার বিশ্বাস ছিল, সীতানাথকে এড়াতে পারলেও আমাকে এড়াতে তুমি পারবে না।

সৌদামিনী নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

হীরালাল ব'ললো—যাবার ব্যবস্থা যখন মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলেছ, তখন আর দেরী ক'রো না সদু, তৈরী হয়ে নাও।

সৌদামিনী ব'ললে—আজ আমি গঙ্গার জলেই গঙ্গা পূজো করবো। আপনি তাতে বাধা দেবেন না। সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আপনারই সাহায্যে বেঁচে রয়েছি। যা সেদিন দিয়ে গেছলেন, এখনো তার সবটুকু শেষ হ'য়ে যায় নি। তাই দিয়েই আজ আপনার সেবার আয়োজন করি। এই বয়সে এতখানি বেলা পর্য্যন্ত না খেয়ে অনিয়ম করলে, আপনার কষ্ট হবে। এক ঘণ্টার মধ্যেই রান্না শেষ ক'রে ফেলবো,—তারপর খেয়ে, বিশ্রাম ক'রে রওনা হবেন।

হীরুঠাকুর অত্যন্ত প্রীত হ'লো।

জিজ্ঞাসা করলে—তোমার যাওয়া ঠিক তো?

সৌদামিনী ব'ললে—বেঠিকের কথা তো কিছু আপনার সামনে

বলিনি।...নাইবার জল এনে দিচ্ছি, আপনি নেয়ে কিছু মুখে দিন আগে।

তারপর পাল্কীর সঙ্গে বেহারা ছাড়াও যে দু'জন চাকর এসেছিল, তাদেরই একজনকে ডেকে, সৌদামিনী দরকারী জিনিষপত্র কিনতে টাকা বা'র ক'রে দিলে।

হীরুঠাকুর পকেট থেকে একটা কাপড়ের থলে বা'র ক'রে ব'ললে—টাকা আমার কাছেও রয়েছে,—এই নাও।

সৌদামিনী হাত পেতে টাকার থ'লেটা গ্রহণ করলে বটে, কিন্তু তা খুললে না।

ব'ললে—আমি তো আগেই আপনাকে জানিয়েছি যে, আজ আমি গঙ্গার জলেই গঙ্গাপুজো করবো।

হীরুঠাকুর হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

ব'ললে—সুদখোর, অর্থপিশাচ হীরুঠাকুরের টাকার থলি আজ সর্বপ্রথম হাতছাড়া হ'লো। জীবনে এ-কাজ আমি কখনো করিনি।

ব'লেই আবার হেসে উঠলো।

সৌদামিনীও মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলো। টাকার থলিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে এক সময় ঘরের মধ্যে ঢুকে সেটা বিছানার নীচে রেখে দিলে।

সৌদামিনীর ঘোড়ার মত জোরে-চলা সেই ঘড়িটায় একটা বেজে গেছে।

হীরুঠাকুর ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছে,—সৌদামিনী নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলে।

তখন ওর রান্নাবান্না শেষ হ'য়ে গেছে। খাবারের ঠাঁই ক'রে রেখে, পাল্কীর বেহারা ও চাকরদের খেতে দিলে, নিদ্রিত হীরালালকে জাগালে না।

খেতে দিয়ে, বেহারাদের জিজ্ঞাসা করলে—বেলা দু'টো আড়াইটায় পাল্কী ছাড়লে, জালিমপুরের বাড়ী যেতে কতক্ষণ লাগবে?

জবাব পেলে—চাঁদ ডুবতে-ডুবতে গিয়ে হাজির হবো।

সেদিন ছিল চতুর্থী।

সৌদামিনী মনে মনে হিসেব ক'রে দেখলে—রাত ন'টা বেজে যাবে।

কিন্তু সকলের খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলেও, হীরালালের ঘুম ভাঙলো না। গভীর নিদ্রা। নাক ডাকার আওয়াজেই বোঝা যায়, আরামের নিশ্চিন্ত নিদ্রা!

সৌদামিনী নিদ্রিত বৃদ্ধকে জাগাতে সাহস করলে না।

খাবারের ঠাঁই করাই রইলো, যে খাবে, সে খাবার সময় জাগলো না……

বেলা অপরাহ্ণ হ'তে, চ'ললো—ঘড়িটায় একটা-দু'টো ক'রে তিন—সাড়ে তিনটে পর্য্যন্ত বেজে গেল, তবু হীরুঠাকুরের ঘুম ভাঙে না।

সৌদামিনী চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

এদিকে বেহারার দল তাড়া দেয়,—চাঁদ ডুবে গেলে আঁধারে পথ চলা কঠিন হবে। বর্ষার পর পথঘাট এখানো ভালো ক'রে শুকোয়নি। আঁধারে জল-কাদায় প'ড়ে গেলেই সর্ব্বনাশ!…

সৌদামিনী ঘরের মেঝেয়—চিন্তিত মনে ব'সে রয়েছে।

হাসতে হাসতে এলো জয়া।

পাছে জয়ার চটুল হাসির সাড়ায় হীরালালের ঘুম ভেঙে যায়, এই আশঙ্কা ক'রে সৌদামিনী ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো।

জয়া ওকে দেখেই দু'হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধ'রে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো।

সৌদামিনী জয়ার মুখে হাত চাপা দিয়ে, চাপা-গলায় ব'ললে—চুপ্...চুপ কর্ পোড়ারমুখী।

জয়া কিন্তু শোনে না, হাসিও থামাতে পারে না।

ব'ললে—ছাড়, আগে তোর বরকে দেখে আসি।

সৌদামিনীর সর্ব্বাঙ্গ অবশ-শিথিল হ'য়ে পড়লো। জয়ার কাছ থেকে দু'তিন পা পিছিয়ে গিয়ে অবাক্ হ'য়ে চাইতে লাগলো।

এ-কথা যে উঠতেই পারে, একবারও ওর মনে হয় নি।

জয়া ঘরে ঢুকতে যাবে, সৌদামিনী ব'ললে—উনি ঘুমুচ্ছেন জয়া, গোলমাল করা উচিত নয় আমাদের। শরীরের অবস্থা বোধ হয় ভালো নেই, নইলে অতবড় কাজের লোক কাজ ফেলে কখনও ঘুমিয়ে থাকে না।

কিন্তু কে কা'র কথা শোনে!

জয়া কোনো কথাই কানে নিলে না। সটান্ ঘরের মধ্যে ঢুকে চীৎকার ক'রে উঠলো,—ও মশায়,—বলি অবেলায় এত ঘুম কেন?

হীরালাল চোখ মেলে চাইলে।

বার দুই হাই তুলে, হাতে তুড়ি দিয়ে আবার পাশ ফিরে চোখ বুজলো। মিনিটখানেকের মধ্যেই আবার তার নাসিকা গর্জ্জন সুরু হ'লো।

জয়া ব'ললে—শরীর ভালো না থাক্‌লে মানুষ কখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পারে ?

সৌদামিনীও জয়ার পিছনে-পিছনে ঘরে এসেছিল।

ব'ললে গোলমাল বন্ধ ক'রে বেরিয়ে আয়। ঘুমুচ্ছেন ঘুমোন।

জয়া বাইরে এসে ব'ললে—তোর দরদ দেখে দুঃখ করবো, না—হাততালি দিয়ে নাচবো ভেবে পাইনে। তবু যদি ষাট্‌ বছরের বুড়ো না হতো।

সৌদামিনী বিরক্ত হ'য়ে ব'ললে—কী সব মাথামুণ্ডু বক্‌ছিস্‌, জয়া ?

জয়া রুখে দাঁড়ালো—মাথামুণ্ডু বক্‌ছি আমি ? গাঁ-ময় জয়ঢাক পেটা হ'য়ে গেছে। আর আমার বেলাতেই মাথামুণ্ডু! ঘটা ক'রে পাল্কী চেপে বর এসেছে। বড়লোক বর, টাকার কুমীর···আহ্লাদে ডগমগ হ'য়ে গেছিস্‌ কিনা! তাই আমার কথায় গা জ্বালা করে।

ব'লেই আবার সৌদামিনীর কোমর জড়িয়ে ধ'রে হাসতে লাগলো।

সৌদামিনী অস্থির হ'য়ে পড়লো।

জয়া হেসে-হেসে ব'লতে লাগলো—এক পাল্কীতে চ'ড়ে এক যোজন পথ যাবি, পথের মাঝে চাঁদ উঠবে, বনে ডাক্‌বে কোকিল, গাঁয়ে গাঁয়ে বাজবে শঙ্খ, মনের কথা কইবি,—'তোমা বই আর জানিনে আমি, তুমি আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক, তুমি আমার ফোক্‌লা-দিগম্বর!'···মাইরি বলছি সদু,—তোর কপালে কি সুখই না ছিল! টাকার গদিতে শুয়ে ঘুমোবি, রাত-দুপুরে বুড়োর বুকে শ্লেষ্মা চাপলে পুরোণো ঘি-এর মালিশ লাগাবি···

আবার খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হাসি

জয়ার হাসির আওয়াজে হীরালালের ঘুম ভেঙে গেল! ভাঙাগলায় ডাকলে—সৌদামিনী!

জয়া ব'লে উঠলো—ঐরে!—ঐ দেখ্ ভাঙা-ভাঙা আওয়াজ বেরুচ্ছে! বিকেল বেলাতেই হয়তো বুড়োর বুকে জল চাপলো। কুল-কাঠের আঙার জাল,—সেক-তাপ দে। সতী-সাবিত্রীর মুলুক এটা। চুপ করে থাকলে দেশশুদ্ধ লোকে ছি-ছি করবে।

—সৌদামিনী!

—'আজ্ঞে এই যে, যাই।'

ব'লে সৌদামিনী ঘরে ঢুকলো।

জয়াও ওর পিছনে এলো।

ঘড়িটায় তখন প্রায় পাঁচটা বাজে!

হীরালাল তখনো বিছানা ছেড়ে ওঠেনি, যেমন ভাবে শুয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই প'ড়ে রয়েছে।

সৌদামিনী বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

ব'ললে—বেলা শেষ হ'য়ে এসেছে। এর পর রওনা হতে হ'লে পথে কষ্ট পেতে হবে। বেহারারা সব বলছিল, জল কাদার পথ, আঁধারে পাল্কী নিয়ে চলা ভারি শক্ত।

হীরালাল একই অবস্থায় শুয়ে রইলো, উঠবার কোনো চেষ্টাই করলে না।

ব'ললে—সে কথা আমিও ভাবছি।

ব'লতে ব'লতে একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠলো।

যেন যাতনার আর্তনাদ!

সৌদামিনী আর একটু কাছে সরে এসে, ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে? শরীরটা কি তেমন সুস্থ নেই?

জয়া চিরদিনকার চঞ্চল।

ব'লে বসলো—বাড়ী যেতে আজ আর মন হচ্ছে না বুঝি? আজ এখানেই ফুলশয্যার ব্যবস্থা হবে? ফুলটুল তুলবো? শুকনো সূর্য্যমুখী, কৃষ্ণচূড়োর মঞ্জরী, কাশফুলের চামর—এসব বানিয়ে আনি? কি বলেন, জামাইবাবু,—আনবো? তাজা সন্ধ্যে-মণির বিনিসুতোর হার, বনফুলের বর-মালা,—আপনার গলায় চমৎকার মানাবে কিন্তু।

সৌদামিনী জয়াকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলে।

তারপর হীরালালের প্রতি এক নজর চেয়েই ওর মুখখানা আশঙ্কার বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো।

সৌদামিনী সভয়ে চেয়ে দেখ্‌লে—হীরালালের সারা দেহ ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে কাঁপছে, চোখ দুটো কপালে উঠে গেছে, সে-চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক!

হীরালাল ডান হাতখানা তুলে কি-যেন ব'লতে গেল, কিন্তু হাত আর উঠলো না, অবশ হ'য়ে বিছানায় পড়লো। ভাঙা-গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে ব'ললে—বড় যন্ত্রণা···বুকের মধ্যে···

সৌদামিনী বিছানার উপর ব'সে হীরালালের বুকে হাত বুলোতে লাগলো। জয়াও এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়ালো।

হীরালালের সর্ব্বাঙ্গ তখনো কাঁপছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন-ঘন, দুটি চোখ অশ্রুতে ভরে উঠেছে।

সৌদামিনীর চোখ ছাপিয়ে জল পড়ছিল।

জয়াকে ব'ললে—ঐসব লোকগুলোর মধ্যে যে কোনো একজনকে

ডাক্ তো জয়া। আর পারিস তো, নবীন ডাক্তারকে একটিবার খবর দে, ভাই।

হীরালাল ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চাইতে চাইতে, সৌদামিনীর কোলের উপর বাঁ হাতখানা তুলে দিয়ে, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

সৌদামিনীর অন্তর আশু আশঙ্কা এবং সহানুভূতির পরশে দুলে উঠেছিল। একান্ত আপনজন ভেবেই আজ সে হীরালালের গায়ে-মাথায় নিবিড় যত্নে হাত বুলোতে লাগলো।

ইতিমধ্যে জয়া ভৃত্যদের একজনকে বাহির থেকে ডেকে আনলে। সৌদামিনী তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়, ছুটে গিয়ে জালিমপুরে সীতানাথকে আনবার জন্য পাঠিয়ে দিলে।

হীরালালের অবস্থা তখনো সেই একই রকম।

জয়া নিজেই ডাক্তারের বাড়ী ছুটলো।

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে।

পূজোবাড়ীতে সানাই-এ বাজছে, পূরবীর সুর।

সৌদামিনী ভাবলে,—মানুষ ভাবে এক, ভগবান করেন অন্য। মুহূর্তের মধ্যে এত বড় ভয়াবহ ঘটনা যে ঘটতে পারে,—কে তা হিসেব রেখেছিল!

হীরালালের অবস্থা দেখে, ওর আর কষ্টের সীমা-পরিসীমা রইলো না। মনে ওর কষ্ট হয় যত, ততই হীরালালের যন্ত্রণা-কাতর দেহ আঁকড়ে ধরে। ওর চোখ দিয়ে দরদের অশ্রু ঝরে' জর্জ্জরিত হীরালালের মুখ-চোখ ভাসিয়ে দেয়। হীরালালের অশ্রুর সঙ্গে সৌদামিনীর ক্ষুব্ধ নয়নাশ্রু মিশে সঙ্গমতীর্থ তৈরী হয়ে ওঠে।

সৌদামিনী ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে, হীরালালের ক্লিষ্ট মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে ব'সে রয়েছে। আজ আর তুলসী-তলায় সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হয়নি, ঘরে-দোরে জল পড়েনি, সৌদামিনীর গা ধোয়া, কাপড় কাচা কিছুই হ'য়ে ওঠেনি।

জয়া গেছে নবীন ডাক্তারকে ডাকতে। এতক্ষণ তার ফিরে আসা উচিত ছিল। সৌদামিনী উৎকণ্ঠিত হ'য়ে একবার বাহিরের দিকে চায়, একবার হীরালালের মুখপানে তাকায়, কখনো বা হীরালালের চোখের কোণে জমায়িত অশ্রু, আপন আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয়।

সময় আর কাটতে চায় না যেন।

টাকাপয়সার অভাব নেই। যার অসুখ, তারই টাকা সৌদামিনীর কাছে মজুত রয়েছে,—অভাব শুধু লোকজনের।

দুনিয়ায় ধনবলই সবচেয়ে বড় বল নয়, লোক-বলেরও প্রয়োজন আছে।······

হীরালাল কথা কইলে।

অস্পষ্ট, চেষ্টা ক'রে সে কথা বুঝে নিতে হয়।

হীরালাল ক্ষীণ রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—চাকর দু'জন আর বেহারাগুলো সব আছে তো?···আলোর ব্যবস্থা করলে, ওরা ঠিক যেতে পারবে। তুমি যাবে তো আমার সঙ্গে?

সৌদামিনী ব'ললে—যেতে আমি এক্ষুণি রাজী আছি। কিন্তু আপনাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব হবে? সীতানাথ-বাবুকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। এখানকার ডাক্তারবাবুকেও খবর দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সব এলে, যাওয়ার ব্যবস্থা করবো।

হীরালাল আর কিছু ব'ললে না।

যাতনায় অস্থির হ'য়ে, এক সময় অসহায় রুগ্ন শিশুর মত সৌদা-মিনীর কোলের উপর আপন মাথাটি রেখে, চোখ বুজে প'ড়ে রইলো। ওর দেহের কাঁপুনি তখনো সমান রয়েছে, আগের চেয়ে একচুল কমে নি।

সৌদামিনী ব'সে ব'সে ভাবে, লক্ষপতি আজ দীন দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরে রোগশয্যা বিছিয়েছে, জীবন-মৃত্যুর মহা-সমর বেধে গেছে আজ একান্ত অসহায়া এক নারীর ভীত চক্ষের পুরোভাগে! সর্ব্বহারা সকল রকমে কাঙালিনীকে উপলক্ষ্য ক'রেই হয়তো সংগ্রামের সূচনা সমরাবসানের পর যদি মৃত্যুরই বিজয়-দুন্দুভি বেজে ওঠে, তা হ'লে বিশ্বের বিপুল বিশালতার মধ্যে সৌদামিনীর দুঃখ রাখবার আর ঠাঁই মিলবে না। হে মধুসূদন! শান্তি ও সান্ত্বনাদানের মালিক শুধু তুমিই!

—সৌদামিনী!

কণ্ঠস্বর তেমনি ক্ষীণ, রুদ্ধ, অস্বাভাবিক।

সৌদামিনী হীরালালের মুখের কাছে মুখ এনে করুণ কণ্ঠে ব'ললে—কি ব'লছেন?

বহুকষ্টে, থেমে থেমে হীরালাল ব'লতে লাগলো—বুড়োর শেষ বয়সে ভীমরতি ধরেছিল। শুকনো বুকে আশা জেগেছিল প্রচুর। আমি অনধিকারচর্চ্চা করতে চেয়েছিলাম।

সৌদামিনী ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

ব'ললে—বেশী কথা কইতে যদি কষ্ট হয়, খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকুন ডাক্তারবাবু এলে—

নিরাশকণ্ঠে হীরালাল ব'ললে—আর ডাক্তারবাবু! রোগ বিদায় হাতের বাহিরে চলে গেছে। দেখতে পাচ্ছো না সৌদামিনী,—দেহের আধখানা অবশ, মুখ দিয়ে কথা বেরায় না—চোয়াল দুটো কে যেন দু'হাত দিয়ে চেপে ধ'রে রেখেছে! যতক্ষণ পারি, কষ্ট যতই হোক সৌদামিনী, শেষ কথাগুলো তোমার সঙ্গে ক'য়ে নিই।

সৌদামিনী ব'ললে—আপনি ভয় পাবেন না। অসুখ হ'য়েছে, সেরে যাবে। সীতানাথবাবু এলেই আপনাকে বাড়ী নিয়ে যাবো!

হীরালাল বালকের মত কেঁদে ফেললে।

—বাড়ী নিয়ে যাবে?...তোমাকেই আমি নিতে এসেছিলাম সৌদামিনী। সেই মেয়েটি মিথ্যে কথা তখন বলেনি। এক পাল্কীতে তোমায় নিয়ে—

সৌদামিনী শিউরে উঠলো।

কিন্তু তবু হীরালালকে মহাপ্রাণ ব'লে ভাবতে এখনো ওর মনে দ্বিধা এলো না। অর্থশালী সকল রকমে ক্ষমতাপন্ন হয়েও যে লোক এত সংযত তাকে মহাপ্রাণই বলা উচিত।

হীরালাল ব'লতে লাগলো—সামান্য টাকার তাগাদা করতে এসে, হীরালাল সেদিন ঘরের টাকা খয়রাৎ করে গেছলো।...তোমায় যেদিন প্রথম দেখেছিলাম সদু—সেইদিন থেকে—

অস্থির হ'য়ে সৌদামিনী ব'ললে—আপনি চুপ করুন। আর কথা কইবেন না।

—দেখছো না কি রোগ আমার হ'য়েছে—তা বুঝি জানো না এখনো? আমার পক্ষাঘাত হ'য়েছে সৌদামিনী। যত কথা জমা হ'য়ে

আছে, আজ তা খরচ করতে দাও, নইলে জীবন চ'লে যাবে, কথা থাকবে মৃত্যুর পরেও জমা হ'য়ে। হয়তো এই জনম-দুখী বুড়োর কথা মনে ক'রে তোমারও একদিন কষ্ট হবে।

সৌদামিনী মুখ নামিয়ে ব'ললে—তবে বলুন।

হীরালাল ব'ললে—জীবনে যা কোনো দিন করবো না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সেদিন তোমায় দেখে…প্রতিজ্ঞা আমার ভঙ্গ হলো। তার আগে, মুনিজনের মন ট'লেছে তো আমার মন টলেনি।—

সৌদামিনী মনে মনে নিজেকে একা নয়, সমস্ত নারীজাতটাকেই ধিক্কার দিলে, ষাট বছরের বুড়োর মন টললেই, তার ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য নারী-বলি চাই ই। নারী ও পুরুষের মধ্যে সৃষ্টির আদিকাল থেকে এ-কাল পর্য্যন্ত বুঝি খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধই পাতানো রয়েছে; পুরুষ যখন যে অবস্থাতেই তার করাল মুখ ব্যাদান করবে, নারীকে তৎক্ষণাৎ সেই মুখের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হবে!…সৌদামিনী আজ ভেবে পায় না, —এ বিধান বিধাতার, না—ঐ স্বার্থসুখসর্ব্বস্ব পুরুষ-জাতির।

মুনিজনের মন ট'লেছে তো ওর মন টলেনি! সেই অটল মন আজ সৌদামিনীকে দেখে টলটলায়মান! ষাটবছরের জীবনে বহুনারী বহুভাবে ঐ চোখের দৃষ্টিতে বিকৃত অবজ্ঞার পাত্র হয়েছিল, আজ সৌদামিনীর মধ্যে অপার্থিব কিছু দেখতে পেয়ে, মৃত্যু-শয্যায় শুয়েও ওর যৌবনের ক্ষুধাগ্নি দাউ দাউ জ্বলে উঠেছে, কৃতজ্ঞতার খাতিরে আজ সৌদামিনীকে সেই ক্ষুধার অতৃপ্ত অনলে আত্মাহুতি দিতে হবে! দিতে হবেই, যেহেতু সৌদামিনীকে উনিই একদিন অনাহুতের মত এসে মৃত্যুর গ্রাস হ'তে রক্ষা করেছিলেন। যেহেতু উনি পুরুষ! স্বার্থগন্ধলোভী

হয়ে যে জীবনকে মৃতসঞ্জীবনী দানে বাঁচিয়েছেন, আজ সেই জীবন নিয়ে ধূলোখেলা খেলবার গৌরবে, বৈতরণীর তীরে দাঁড়িয়েও ওর লোল জিহ্বা লক্ লক্ করে !

কৃতজ্ঞতার খাতির ! কৃতজ্ঞতার চক্ষুলজ্জা !

সৌদামিনীর মুখ দিয়ে প্রতিবাদের ভাষা আসে না।

হয়তো হীরালালের মনের সাধ মনেই থেকে যাবে, মুখের প্রস্তাব মুখ থেকে বেরুতে না বেরুতেই ওকে হয়তো মূক হতে হবে ! তবু সৌদামিনীর মনে হয়—হীরালালের হাতের সেদিনকার সেই সুধা-পাত্র গরলের আধার হলেও, সৌদামিনীর তা দু'হাত বাড়িয়ে আকণ্ঠ পান করাই সমীচীন ছিল।

সৌদামিনী স্থির হ'য়ে বসে র'ইলো। রাগ যতই হোক, তবু হীরালালের জন্য ওর দুঃখ হয়, হয়তো মমতাও মনে আসে। হীরালালকে অসময়ে সেবা হ'তে বঞ্চিত করতে ওর মন সায় দেয় না।

সৌদামিনীকে নীরবে ব'সে চিন্তা করতে দেখে, হীরালাল ব'ললে— আমার কথাগুলো সব রোগীর প্রলাপ ভাবছো বুঝি ? সদু !

সৌদামিনী কথার জবাব না দিয়ে মনে ভাবলে,—তবু ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নয়,—রোগীর প্রলাপ।

হীরালাল ব'ললে—জীবনে সর্ব্বপ্রথম আর সর্ব্বশেষ, তোমাকেই আমি স্ত্রী ভেবে দিবানিশি কত সুখের স্বপ্ন দেখেছি। কত আশা-আকাঙ্ক্ষা··· শেষ বয়সে আমার বুকে এসেছিল যৌবনের বল। তাইতো মা আনন্দময়ীর পূজোয় তোমায় নিয়ে গিয়ে ঘর আনন্দময় করতে চেয়েছিলাম। হয়তো মনের সাধ মনে মনেই থাকলো। হয়তো আর এ যাত্রা—

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো—বাঁচবেন বই কি। রোগ হ'লেই কি মানুষ মরে?…কিন্তু আর আপনি বেশী কথা কইবেন না। চুপ করে শুয়ে থাকুন।

হীরালাল ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল।

যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো।

—বড়কষ্ট… সৌদামিনী! বড় জ্বালা।…সর্ব্বাঙ্গ ছিঁড়ে পড়ছে,—সহ্য করতে আর পারবো না বুঝি।

সৌদামিনী ওকে পাশ ফিরিয়ে দিলে।

এমনি সময় জয়া ও বিনোদ রায় এলো নবীন ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে।

সৌদামিনী বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো।

রোগী স্বয়ং যা অনুমান করেছিল, ডাক্তার সে অনুমানকেই সত্য ব'লে স্বীকার করে গেলেন।

হীরালালের পক্ষাঘাত হয়েছে।

আজ সৌদামিনীর আর একজনের কথা মনে পড়ে। সে বিপ্রদাস। হীরালালের উচ্ছ্বাসের বাণীর সঙ্গে বিপ্রদাসের উচ্ছ্বাস অবিকল মিলে যায়।

সৌদামিনী অর্থের জন্য চিন্তিত নয়, হীরালালের আকস্মিক এই শক্ত রোগের জন্য বিব্রত।

বিনোদ রায়কে আড়ালে ডেকে ব'ললে—টাকা পয়সা আমি দিচ্ছি, আপনি একটিবার রামজীবনপুর যান। যেমন ক'রে পারেন, দাদাকে নিয়ে আসুন।

বিপ্রদাসের জন্যই বিনোদ রায় এখন সংযত ও ভদ্রশ্রেণীভুক্ত। সৌদামিনীর কথা সে এড়াতে পারলে না। রামজীবনপুর রওনা হ'তে রাজী হ'লো।

ভাদুইপাড়ার মধ্যে যতগুলি ডাক্তার কবরেজ ছিল তাদের মধ্যে নবীন ডাক্তারের হাতযশ সবচেয়ে বেশী।

সেই নবীন ডাক্তার যখন পরামর্শ দিলে যে হীরালালকে এখনো জালিমপুরের বাড়ী নিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য নয়, তখন সৌদামিনী আর আপত্তি করলে না, নিজেও শুশ্রূষাকারিণীর বেশে রোগীর সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হ'লো।

সীতানাথের ভাদুইপাড়া পৌঁছুতে রাত্রি ভোর হয়ে এসেছিল।

সৌদামিনীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সীতানাথ রওনা হয়ে গেল ক'লকাতা। দুর্গোৎসবের সমারোহ ভাবী শোকের কালিমায় ম্লান হ'য়ে গেছে,—আগে হীরালালের জীবন, তারপর দুর্গোৎসবের আয়োজন। সে আয়োজন যদি অসম্পূর্ণও থেকে যায় তাতে দুঃখ নেই, আয়োজন করবার মালিক যে মরণাপন্ন।

সীতানাথ সৌদামিনীকে পরমাত্মীয়া মনে করে। সৌদামিনীর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে তার সন্দেহ নাই। সেই সৌদামিনী যখন স্বেচ্ছায় জালিমপুর যেতে প্রস্তুত, তখন সীতানাথের ক্ষণিক অনুপস্থিতির জন্য যে প্রল[illegible] ঘটবে না—এ-বিশ্বাসও সীতানাথের মনে প্রবল।

সীতানাথ ক'লকাতা গেল বড় ডাক্তার আনতে।

প্রাতঃকালে বিনোদ রায়কে যথারীতি উপদেশ ও অনুরোধ জানিয়ে

সৌদামিনী হীরালালকে নিয়ে জালিমপুর রওনা হ'য়ে গেল। সুকুমার যদি আসে, তাহলে সে-ও যেন জালিমপুরে যায়,—এ-কথাও বিনোদ রায়কে সৌদামিনী জানিয়ে দিলে।

যমে-মানুষে কাড়াকাড়ি চ'লেছে হীরালালের জীবন নিয়ে।

কাড়াকাড়ি নয়, দস্তুরমত বিরাট সংগ্রাম।

হীরালালের ঘরবাড়ী প্রাসাদতুল্য সুন্দর না হ'লেও, ধনীর মত জমকালো। সৌদামিনী সে-বাড়ী দেখে মুগ্ধ হলো। কৃপণ হীরুঠাকুরকে কৃপণ আখ্যা দিতে পারলো না। ঐশ্বর্য্য অনুযায়ী চাকর-দাসীর আধিক্য না থাকলেও, যা আছে, তাই দেখেই সৌদামিনী আজ হীরুঠাকুরকে সামান্য ভাবলে না। দপ্তরখানা থেকে শোবার ঘর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সমান শ্রী, চণ্ডীমণ্ডপের শোভাও মনোরম।

কিন্তু সৌদামিনীর তো শোভা-সম্পদ দেখে বেড়াবার মত ফুরসৎ নেই, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়িঘণ্টা কি তারও বেশী সময় ওকে মৃতকল্প হীরালালের রোগশয্যার পাশে ব'সে থাকতে হয়।

সীতানাথ ক'লকাতা থেকে একজন নয়, একসঙ্গে তিনজন ডাক্তার এনে হাজির করেছে। তাদের মধ্যে একজন সাহেবডাক্তার।

ভালুইপাড়ার নবীন ডাক্তারের কথাই সত্য। হীরালালের পক্ষাঘাত হয়েছে, এবং রোগ যে খুব ভীষণ, সে কথাও আর অপ্রকাশ নেই।

হীরালাল এখনো অতিকষ্টে কথা কইতে পারে!—দেহের অবস্থা দিনে দিনে দুর্ব্বল হ'য়ে এলেও জ্ঞান তার লুপ্ত হয়ে যায় নি।

সৌদামিনী জরুরী প্রয়োজনে স্থানান্তরে গেলে, অথবা স্নানাহারের জন্য শয্যা পার্শ্বপরিত্যাগ করলে, হীরালাল আকুল হয়ে ওঠে। সৌদামিনীর সংস্পর্শ পেয়ে ওর পলে পলে বাঁচবার আশা প্রবল হ'য়ে ওঠে।

এমনি ক'রেই দিনরাত্রি যায়।

চণ্ডীমণ্ডপে আগমনীর শানাই বাজে।

সৌদামিনী শুনতে পায়, আগমনীর সুরে যেন বিসর্জ্জনের ব্যাকুল হাহাকার!

বার্দ্ধক্যপীড়িত, জরাগ্রস্ত হীরালালের মন-তরু অন্তিম শয়নে শুয়েও যৌবনের সঞ্জীবনী রসধারার সন্ধান ক'রে বেড়ায়। আপন কম্পিত অবশ হাতের শীর্ণ আঙুলগুলি দিয়ে সৌদামিনীর হাতের স্পর্শ পাবার চেষ্টায় আকুল হয়।—ওর কোটরগত ক্ষীণ-দৃষ্টিময় চোখ দু'টির পলক পড়ে না। সেবা-রতা সৌদামিনীর নমিত-আঁখির করুণ দৃষ্টির পানে অনিমেষে চেয়ে থাকে।

হীরালাল এক-এক সময় জিজ্ঞাসা করে—ভালো হ'য়ে উঠবো তো, সদু?

সৌদামিনী জবাব দেয়—উঠবেন বৈ-কি। বাড়ীভরা ডাক্তার রয়েছে, জলের মত টাকা খরচ হচ্ছে, নিশ্চয়ই ভালো হবেন!

কিন্তু হীরালাল তো জানে না যে, সেই দিনই সাহেব-ডাক্তার অনর্থক ভিজিট নিতে অনিচ্ছা জানিয়ে ক'লকাতা চ'লে গেছেন। হীরালাল জীবন-রক্ষার জন্য কোন পন্থাই তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি।

কিন্তু এই মরণ-পথযাত্রীর সজীব আশাকে সৌদামিনী কিছুতেই বিনাশ ক'রে দিতে পারে না। জোর ক'রে ব্যর্থ সান্ত্বনা দেয়।

হীরালাল বলে—যদি ভালো হ'য়ে উঠি, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না?

সৌদামিনীর মনে এখন হাসি বা ক্রোধ জাগে না। বিপুল সহানুভূতির ভারে মন ওর অবনমিত হয়ে গেছে। জবাব দেয়—আপনি যদি বলেন, তা'হলে যাবো না।

হীরালাল বলে—যেতে চাইলেও আমি তোমায় ছাড়বো না, সদু। আমি জীবনে যা পাইনি, আজ জীবন হারাবার সময় তুমি আমাকে তাই দিয়েছ। তোমাকে আমি কখনো ছাড়বো না।

সৌদামিনী বলে—এইবার চুপ করুন। বেশী কথা কইলে ভাল হ'তে দেরী হবে।

বশ-করা বালকের মত চুপ ক'রে থাকে।

আজ মহা অষ্টমী পূজো।

দিকে-দিকে বয়ে যায় আনন্দ-প্রবাহ, ঘরে-ঘরে ওঠে উৎসবের কোলাহল, আকাশে-বাতাসে ফুল-রেণুর ফাগুয়া সুরু হয়। সঙ্গীতের সুর-সোহাগে, ভুবনের ভবনে ভবনে অভ্যর্থনার সমারোহ জেগে ওঠে।

আজ পূজামণ্ডপে ক'লকাতার কোনো বিখ্যাত দলের যাত্রা হবে। ঝাড়-লণ্ঠনের আলো জ্ব'লবে মণ্ডপে, লতা-পাতা-ফুলে চারিদিক সাজানো হবে। সকাল থেকেই আয়োজন চ'লেছে।

সীতানাথ অনেকগুলো গরুর গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে রেলষ্টেশনে। যাত্রাওয়ালারা বেলা চারটের মধ্যেই এসে পৌছবে।

গাড়ীগুলো রওনা হ'য়ে গেছে, অনেকক্ষণ।

সীতানাথ রয়েছে কাছারী-বাড়ীতে।

সৌদামিনী ব'সে আছে হীরালালের রোগশয্যার পাশে।

সৌদামিনী নির্ণিমেষে রোগীর মুখপানে চায় আর ভাবে, হাসি আর কান্না, দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উৎপত্তির ঠাঁই এক। যেখান থেকে ওঠে আনন্দের উৎসব, সেইখান থেকেই ছুটে আসে রোদনের স্ফীত উচ্ছ্বাস! সুখ যেখানে শৃঙ্খলাবদ্ধ, দুঃখও সেইখানে আসন পাতবার চেষ্টায় ব্যগ্র!

কিন্তু মানুষের এই আর্ত্তনাদের সঙ্গে আনন্দের যে রূঢ় সংযোগের আয়োজন হচ্ছে, সৌদামিনীর কাছে আজ তা' নিতান্তই অস্বাভাবিক মনে হলো!

এক সময় সীতানাথকে ডেকে ব'ললে—ক'লকাতার যাত্রাগান বন্ধ ক'রে দেওয়া হোক।

অনুজ্ঞার সুর!

আপন কথার ভাবে সৌদামিনী আপনিই লজ্জিত হ'য়ে উঠলো। বন্ধ ক'রে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ নয়, এ-যে আদেশ!

সীতানাথ ব'ললে—সাধারণ লোকের মনে কষ্ট হবে, মা!

সৌদামিনী ব'ললে—সমারোহের বাড়ীতে দাবানল জ্বলেছে, উৎসব বন্ধ ক'রে দিন, সীতানাথবাবু! সাধারণ লোকের মন তো অসাধারণ নয়। দরদ দুঃখের যাতনা তারা জানে।

সীতানাথ অবাধ্য নয়, কিন্তু মর্য্যাদায় যাতে ঘা লাগে, সে কাজ করতে ওর ভালো লাগে না। ওর মনে হ'লো, উৎসব বন্ধ ক'রলে সাধারণের কাছে হীরালালকে খেলো হ'তে হবে। হীরালালের মর্য্যাদাহানি করতে সীতানাথের মন পীড়িত হ'য়ে উঠলো। সৌদামিনীর প্রস্তাব অনুমোদন করতে ওর মন সায় দিল না।

সীতানাথকে কথা না কয়ে চলে যেতে দেখে সৌদামিনী হীরালালের পানে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। তারপর আপন আঁচল দিয়ে সন্তর্পণে হীরালালের চোখ দুটো ভালো করে মুছিয়ে দিয়ে, ব'ললে—এখন কেমন আছেন?

হীরালাল সে কথার কোন জবাব না দিয়ে, ব'ললে—আমার কোমরে একছড়া চাবি আছে, খোল তো, সদু।

সৌদামিনী ওর কোমর থেকে চাবির ছড়াটা খুলে নিয়ে হীরালালের চোখের সামনে ধরে ব'ললে—এই যে!

—সুমুখের বড় আলমারিটা খোল। ওর ভেতর একটা কাঠের হাত-বাক্স রয়েছে, তার মধ্যে আমার লোহার সিন্দুকের চাবি আছে, সেগুলো এনে দাও।

সৌদামিনী বিস্মিত হ'য়ে ব'ললে—লোহার সিন্দুকের চাবি! কিন্তু এখুন ও-সব নিয়ে কি করবেন?

—আমার কাজ আছে। নিয়ে এসো, লক্ষীটি!

সৌদামিনী আর দ্বিরুক্তি করলে না। চাবি এনে হীরালালের বিছানায়, ওর হাতের কাছে রেখে দিলে।

হীরালালের হাত হয়ে গেছে শক্তিহীন—অবশ। অবশ হাতে চাবি ধরবার মত শক্তি আর নেই!

ব'ললে—সমস্ত চাবিগুলো আজ থেকে তোমার কাছেই থাকুক। শুধুই চাবি নয়, সৌদামিনী—যে-সব জিনিষ এই চাবি দিয়ে আটকানো রয়েছে, সে-সবও আজ থেকে তোমার। যদি আমি বাঁচি, যদি পাওয়ার মত ক'রে তোমাকে আমার আপন কাছটিতে পাই, তবুও তোমার; আর যদি না বাঁচি, যদি তোমার মুখপানে চেয়েই আমার মৃত্যু হয়, সৌদামিনী—তবু তোমার। আমার যা' কিছু আছে—সব—সব তোমার।

উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে হীরালাল ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। ওর সারাদেহের অবিশ্রান্ত কম্পন লক্ষ্য ক'রে সৌদামিনী আর স্থির থাকতে পারলে না, অস্বাভাবিকভাবে চীৎকার করে উঠলো।

যে দু'জন ডাক্তার তখনো উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অবিলম্বে হাজির হলেন, রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রে মুখ বিকৃত করলেন।

ওষুধ, ইঞ্জেক্‌শন, সেক, তাপ—অনেক কিছুই ব্যবস্থা হলো,—হীরালালের জ্ঞান নেই।

দু'টি চোখ বেয়ে অবিরাম অশ্রু ঝরছে, নাক-মুখ সব বেঁকে বিকৃত হয়ে গেছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুততর!

সৌদামিনী স্থির অচল মূর্ত্তিতে ব'সে আছে। ওর চোখে অশ্রু নেই, দৃষ্টিতে এতটুকু বৈচিত্র্য নেই, ও যেন আজ খোদাই-করা পাষাণ-মূর্ত্তি

তখন চণ্ডীমণ্ডপে মহামায়ার সন্ধিপূজা শুরু হ'য়েছে।

ভক্ত হীরালাল বর্ষে বর্ষে মহামায়ার পূজো ক'রে এসেছে,—তার জীবনের সকল বর্ষ আজ অবসানের সীমান্তে,—তবু মহামায়ার মহাপূজার ত্রুটি নেই,—এতটুকু ঔদাস্য নেই !

সৌদামিনী খালি এই কথাই ভাবে।......

ইঞ্জেকশনের ফলে হীরালাল কথঞ্চিৎ সুস্থ হ'য়ে উঠলো। জ্ঞান ফিরে এলো। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তার ক্ষীণ হ'য়ে গেছে।

ডাকলে—সৌদামিনী !

সৌদামিনী খুব কাছে বসে, হীরালালের মুখের উপর হাত বুলোতে-বুলোতে সাড়া দিলে।

—বাঁচা আর হলো না। বুঝতে পারছি, প্রদীপের তেল ফুরিয়েছে—এইবার নিভবে।

সৌদামিনী কথা কইলে না।

—তোমাকে যে কত ভালোবেসেছিলাম আমি—বেঁচে উঠে তার প্রমাণ দিতে পারলাম না,—আজ এই দুঃখই আমার সবচেয়ে বেশী হ'য়ে রইলো।

সৌদামিনী দৃঢ় হ'য়ে ব'ললে—অদৃষ্টে যা আছে, তা হবেই। আপনি আর বক্‌বেন না।

—কিন্তু না বকে' কতক্ষণ থাকবো ?

—তবে উঠে চল্‌লাম আমি।...বাঁচা-মরা মানুষের হাতে নয়—ভগবান যা করবেন...। কিন্তু বাঁচবার জন্যে মানুষকে চেষ্টা করতে হয়; না করলে পাপ আছে। ফের যদি আপনি কথা ব'লবেন, তা হ'লে সত্যি ব'লছি, আমি চ'লে যাবো।

হারালাল মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে, ব'ললে—সীতানাথকে একটিবার ডাকতে পারো?

সীতানাথ নিকটেই ছিল, কাছে এসে দাঁড়ালো। ব'ললে—কিছু ব'লবেন আমাকে?

খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে, হীরালাল ডাকলে—সৌদামিনী!

তারপর ব'ললে—না, সীতানাথ তুমি···তোমাকে ব'লছি···যত টাকা খরচ হয়,—এক্ষুণি সরকারী লোকজন নিয়ে এসো,—আমি উইল করবো।

তখন পুজোবাড়ীতে বলিদানের বাজনা বাজছিল।

সীতানাথ ব'ললে—এখন সরকারী আফিস সব বন্ধ। পূজোর ছুটি চলছে···

হীরালালের চোখ দিয়ে আবার জল পড়লো।

পূজো···মা মহামায়ার পুজো···আর সে আজ···

ব'ললে—সাক্ষী—! জনকতক সাক্ষী চাই। যা বলি তুমি লিখে নাও। এক্ষুণি···হয়তো আর সময় পাবো না। মুখের ভিতর জিভটা আড়ষ্ট হ'য়ে আসছে,—এইবার বাক্-রোধের পালা। লেখ তো—আমার স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি, ঘরবাড়ী, আমার ব'লতে যত কিছু সব—সব আমি স্বেচ্ছায় হতভাগী সৌদামিনীকে দিলাম।

সৌদামিনী কি যেন ব'লতে যাচ্ছিল।

ওর কণ্ঠে এসেছিল আপত্তির সুর।

কিন্তু হীরালাল ব'লতে কিছু দিলে না।

সৌদামিনী দাঁতে দাঁত চেপে নীরবে ছট্‌ফট্ করতে লাগলো।

তখনো পুজোবাড়ীর বলিদান শেষ হ'য়ে যায়নি। বাজনা বেজে চলেছে সমান তালে।

সীতানাথের কিন্তু আনন্দ আর ধরে না! সৌদামিনীকে সত্যি সত্যিই ও আন্তরিক স্নেহ করে—শ্রদ্ধাও করে।

উইল লেখা শেষ হ'য়ে গেলে, ডাক্তার দু'জনকে এবং আরো কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসীকে ডাকা হলো। সাক্ষী হয়ে সবাই সই ক'রে দিলে সীতানাথও সাক্ষী রইলো।

অবশ হাতে কোন রকমে হীরালাল নাম দস্তখত করলে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের টিপ্‌সই দিলে।

তারপর আবার ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

ঘরে বিস্তর লোকজন, তবু হীরালাল না ব'লে ছাড়লে না!

সৌদামিনীকে ব'ললে—শেষ অনুরোধ আমার! জানো সদু, এইবার যা ব'লবো—আমার শেষ অনুরোধ। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, সদু—যদি তুচ্ছ ভেবে অবহেলা আমাকে না করো, তা হ'লে আজ শেষ অনুরোধ। মৃত্যুর পর তুমি আমার মুখ-অগ্নি ক'রো। তোমার হাতের অমৃত পরশ আমি পেলাম না, মৃত্যুর পর যেন পাই। আগুনই হবে আমার অমৃত।

সৌদামিনী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

স্তব্ধ ঘর। জনসমাগম যথেষ্ট, তবু যেন সূচ পতনের শব্দ পাওয়া যায়। কারুর মুখে কথা নেই। ভাষাহারা মূক সবাই।

সৌদামিনীর তখন আকাশ-ভুবন সব একাকার হ'য়ে গেছে। মৃত্যু-কাতর বৃদ্ধ হীরালালের বিরুদ্ধে ওর যেন আর কোন অভিযোগই নেই।

সৌদামিনী বিভোর হ'য়ে ভাবে—এরই নাম স্বার্থ-গন্ধহীন স্বর্গীয় প্রেম! লালসার গন্ধ প্রচুর ছিল,—কিন্তু লালসার লক্‌লকে জিভ্‌টা খসে পড়ে গেছে, তবু প্রেমের বিনাশ হয়নি! নইলে হীরালাল লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করতে পারে! সুধার পরশ পায়নি, তবু মৃত্যুর পর অগ্নি-পরশ পেলেই আত্মা তার তৃপ্ত হবে!

জীবনের সাধ-আকাঙ্ক্ষা যত কিছু ছিল—বহুদিন নিরাশার বেদীতলে সমাহিত হয়ে গেছে,—ভাবী-কল্পনার তুলিতে এখন আর রঙ্‌ ফলানো যায় না। মনের উৎস গেছে শুকিয়ে!

সৌদামিনী তাই ভাবে, বর্ত্তমানকে বরণ করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। সে দুঃখেই হোক আর সুখেই হোক।

কিন্তু লক্ষপতি হীরালালের অন্তিম সাধ···বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে তার উইল হলো—সেই উইলের সঙ্গে সঙ্গে আর এক উইল···।

কিন্তু তার পরিণাম·····?

তা হোক···সৌদামিনী অন্তিম শয্যাশায়ীর অপমান করবে না। অঞ্জলি বাড়িয়ে বিষ পান করতে হয়—তবুও না?

জীবন-সমুদ্র মন্থনে তার ভাগ্যে যদি সুধাই না মেলে···ক্ষতি কি! আজ গরলের আভাতেই তার কণ্ঠ নীলাভ হয়ে উঠুক।

ক'লকাতার যাত্রাপার্টি যথাসময়ে পৌঁচেছে।

পুজোবাড়ীতে প্রশস্ত আসর সাজানো হ'য়ে গেছে।

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের কোনো সাড়াশব্দ মেলে না। সীতানাথ অন্দর ছেড়ে সদরে আর আসতে পারে না। হীরালালের অবস্থা ক্রমশঃই মন্দ হয়ে আসছে। কখন কি ঘটে বলা কঠিন।

বাহির থেকে ভিতরে সংবাদ এলো—যাত্রা আরম্ভ হবে, অতএব সীতানাথবাবুর উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

সৌদামিনী গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—ওদের পাওনা টাকাকড়ি সব মিটিয়ে দিন, সীতানাথবাবু। আসরে ঢোল তবলা যেন না বাজে। উৎসব বন্ধ হোক।

সীতানাথ বিনা প্রতিবাদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রোগীর ঘরে তখন আর অন্য লোকজন কেউ ছিল না। সৌদামিনী একলা রইলো ব'সে।

হীরালালের আর জ্ঞান নেই। চোখ দু'টোয় কালি প'ড়ে গেছে, হাত দু'খানা আরো অবশ হ'য়ে বিছানায় পড়ে আছে।

সৌদামিনীর দৃষ্টি পড়লো হীরালালের বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটার দিকে। কালি লেগে রয়েছে। ঐ আঙুল দিয়ে উইলে টিপসই করানো হয়েছিল।

হীরালাল সৌদামিনীর কাছে ক'দিন আগে যতখানি নীচু ছিল, এখন ততখানি হয়েছে উঁচু।

মহাদেবের মত মন, প্রেমের জন্য তেমনি বিরাট উন্মাদনা,—তেমনি আপনভোলা ভাব।

হীরালাল যেন আজ বিশ্বনাথ হ'য়ে ওর বিশ্বের দরবারে দরখাস্ত দাখিল ক'রে গেল!—

সৌদামিনীর হাতের আগুনই হবে ওর অমৃত।

যাত্রাপার্টির প্রাপ্য টাকা চুকিয়ে দিয়ে, সীতানাথ পুনরায় অন্দরে ফিরে এলো।

ব'ললে—সব বন্ধ ক'রে দিলাম, মা।

সৌদামিনী ব'ললে—বেশ করেছেন। ওদের পাওনা-গণ্ডা সব মিটিয়ে দিলেন তো? যা দেওয়ার কথা ছিল, সমস্তই—

—হ্যাঁ, মা, সমস্তই মিটিয়ে দিলাম। কিন্তু রাত্রের ট্রেনে ক'লকাতায় ফিরে যাবার আর সময় নেই, গরুর গাড়ীতে চেপে ষ্টেশন যেতে যেতেই ট্রেন ছেড়ে চলে যাবে। ওদের ম্যানেজার বলছিল, রাত্রের মত যদি—

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি ব'ললে—নিশ্চয়ই। রাত্রের মত ওদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বই-কি।

সীতানাথ আবার পূজোবাড়ীর দিকে চ'লে গেল।

সমস্ত রাত্রি একই ভাবে কেটে গেছে।

সেই সংজ্ঞাহীন অবস্থা। চোখের কালো আরো ঘন হ'য়ে উঠেছে, হাত-পায়ের খিঁচুনী, গলার বিশ্রী বিকৃত আওয়াজ—সমস্তই রোগের প্রতিকূলে যাচ্ছিল।

ক'লকাতার ডাক্তারবাবুরা বিদায় নেওয়ার অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন,—মিছিমিছি অর্থ ব্যয়ে লাভ কি?

কিন্তু সৌদামিনী ডাক্তারবাবুদের যেতে দেয়নি। মিছি-মিছি অর্থব্যয়েই ওর প্রচুর লাভ! যার রক্ত জল করা অর্থ তারই জন্য যদি সমস্তই নিঃশেষ হয়ে যায় তো যাক্ না, তাতে অন্যের বলবার কতটুকু অধিকার আছে?..

যাত্রার দল ভোর রাত্রেই বিদেয় হ'য়ে গেছে।

কিন্তু সদর বাড়ীতে দাঁড়িয়ে ফেরতা গাড়ীগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়তেই, সীতানাথ চমকে উঠলো!

একখানা গাড়ীর মধ্যে একজন যাত্রাওয়ালা ফিরে এসেছে, সঙ্গে আছে তার ভালুইপাড়ার সেই বিনোদ রায়।

সীতানাথ বিস্মিত হ'য়ে উঠলো! কিন্তু বিনোদ রায়ের আগমনকে সে বিস্ময়ের কারণ বলে মনে করেনি, যেহেতু বিনোদ সৌদামিনীর আদেশে সুকুমারকে আনতে গেছলো এবং তার জালিমপুরের বাড়ীতেই আসবার কথা।

কিন্তু যাত্রাওয়ালারা ওর সঙ্গে কেন?

সীতানাথকে নমস্কার জানিয়ে বিনোদ বললে—কর্ত্তাবাবু আছেন কেমন?

—ভালো নেই।…ইনি…?

ঈষৎ বিস্মিতভাবে বিনোদ রায় বললে—আপনি সুকুমারকে চেনেন না?

অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে সীতানাথ ব'ললে—ইনিই সুকুমারবাবু!…

আগে আর দেখিনি কখনো। কিন্তু ক'লকাতার যাত্রাপার্টিতে দেখেছিলাম যেন···ঠিক এই সুকুমারবাবুর মতই—

সুকুমার ঈষৎ হেসে ব'ললে—আপনার অনুমান মিথ্যে নয়। যাত্রাপার্টিতে আমি ছিলাম। ষ্টেশনে বিনোদ-মামার সঙ্গে দেখা হলো।···চলুন, হীরালালবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি। সদু···আছে তো?

—হ্যাঁ, আছেন বই কি। তিনি আছেন ব'লেই এখনো সব বেঠিক হয় নি। মামাবাবু তো মৃত্যুশয্যায়। দেখাই শুধু হবে তাঁকে। তিনি আর আপনাদের দেখতে পাবেন না। চোখে তাঁর জাল প'ড়ে গেছে।

ব'লতে ব'লতে সীতানাথ বিনোদ ও সুকুমারকে সঙ্গে নিয়ে অন্দর-বাড়ীতে, হীরালালের ঘরে এলো।

সৌদামিনী তখন ব্যথাভরা চোখ দিয়ে, অপলকে হীরালালের রোগ-পাণ্ডুর বিকৃত মুখখানার পানে একাগ্র হয়ে চেয়ে রয়েছে।

সুকুমারকে দেখে সৌদামিনী কোনো কথাই কইলে না! ওর সকল চিন্তা, সমস্ত সহানুভূতি আজ হীরালালের জন্যই পুঞ্জীভূত হ'য়ে রয়েছে। অশ্রুসিক্ত করুণ চোখ দু'টি মেলে অন্যদিকে দৃষ্টি পর্য্যন্ত ফিরাতে ওর ইচ্ছা হয় না।

অষ্টমী, নবমী দু'টো দিন একই অবস্থায় থেকে, বিজয়া দশমীর দিনে, ঠিক দেবী-নিরঞ্জনের সময় হীরালালের দৈহিক যন্ত্রণার অবসান হ'লো।

বিজয়ার করুণ সুর কাঁদতে কাঁদতে হীরালালকে বৈতরণীর খেয়ার তরীতে তুলে দিয়ে এলো।

বিসর্জ্জনের বাজনার তালে তালে তরী চ'ললো পাল তুলে নাচতে নাচতে।

হীরালাল সেই তরীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাতে তার বিদায়-সঙ্কেত।

কিনারায় দাঁড়িয়ে সৌদামিনী।

হীরালাল যেন নৌকো থেকেই হাত নেড়ে জানাচ্ছে—যমপুরীর তোরণের গোড়ায় এসে পড়েছি,—এইবার তুমি ফিরে যাও, সৌদামিনী শেষ জীবনে তোমায় পেয়েছিলাম, কিন্তু বিধি বাদ সাধলেন, সে-পাওয়া আমার সইলো না। আজ অনিচ্ছায়, ইহজীবনের মত তোমার কাছে বিদায়···বিদায় সৌদামিনী—শেষ-বিদায়!

হীরালালের অন্তিম অনুরোধ সৌদামিনী অক্ষরে-অক্ষরে পালন করলে

ধনীজনোচিত সমারোহে শ্মশান-ভূমে চিতা সাজানো হ'লো। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করলেন। আর সৌদামিনী শোকাশ্রু বর্ষণ করতে করতে চিতার চারিপাশ প্রদক্ষিণ ক'রে শবের মুখাগ্নি করলে।

সৌদামিনীর বুক কেঁপে উঠলো।

সারাদেহ রোমাঞ্চিত হ'লো।

···'তোমার হাতের আগুনই হবে আমার অমৃত পরশ'!···

···'আমার ব'লতে যত কিছু আছে,—সব তোমার,—সব তোমার, সৌদামিনী!'···

কতবড় উন্মাদনা!—

সৌদামিনী আজ হীরালালের জ্বলন্ত চিতার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু হীরালালের কথাই ভাবে।

শবদাহ শেষ হ'য়ে গেলে, সৌদামিনী সীতানাথকে নিভৃতে ডেকে ব'ললে—একখানা সাদা থান কাপড় আনতে হবে যে।

সীতানাথ বিস্মিত হ'লো।

সৌদামিনী ব'ললে—আপনি তো সেদিন সব কথাই ওঁর শুনেছিলেন ;...আজ থেকে আমি বিধবা। শাড়ী পরার আর হুকুম নেই।

ব'লতে ব'লতে ওর মুখ দিয়ে এক ঝলক হাসি বেরিয়ে এলো।

সে-হাসি যেমন করুণ তেমনি ম্লান। সেই হাসির আভা গিয়ে প'ড়লো—হীরালালের নিভন্ত চিতার উপরে।

তখন বেলা-শেষের গান গেয়ে পাখী চ'লেছে বাসায় ফিরে।

অবসান হ'য়েছে দিনু।

অবসান হ'য়ে গেছে হীরালালের জীবন-নাট্যের সকল লীলা।

বোন্‌কে বিধবার বেশ পরিধান করতে দেখে ভাই সুকুমার হাঁ-হাঁ করে রুখে' দাঁড়ালো।

ব'ললে—ও-সব পাগলামি ছেড়ে দে, সদু। তুই যা বলছিস, তার কোন মানে হয় না।

সৌদামিনী ম্লান হাসি হেসে ব'ললে—মানে হয় বইকি দাদা, মানে হয় ব'লেই তো আমি নিজেকে আজ কিছুতেই বেমানান্ করতে পারছি নে।

সুকুমার কেন, শববাহী এবং শব-সঙ্গীর দল সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো—আমাদের অনুরোধ,—ও-কাজ তুমি ক'রো না!

সৌদামিনী দৃঢ় হ'য়ে উঠলো।

দু'হাত যোড় ক'রে ব'ললে—মাপ করবেন, আপনারা আমাকে আর কোনো অনুরোধ করবেন না। আমি জানি, জীবিতের চেয়েও মৃতের সম্মান করা মানুষের ধর্ম্ম।

সীতানাথ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাইতে লাগলো।

১১

হীরালালের শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হ'য়ে গেছে।

সীতানাথ পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। বরং তার এখনকার ক্ষমতা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী। সৌদামিনীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি স্নেহ সীতানাথের অসীম।

সুকুমার অনেক সময় সীতানাথের ক্ষমতা আপন হাতে নিয়ে, সৌদামিনীর ষ্টেটের উন্নতি করতে চায়, পাকে-প্রকারে সৌদামিনীকে অনেক সময় মনের মতলব জানিয়ে দেয়, কিন্তু সৌদামিনী দাদার কথা শুনে মনে-মনে হাসে, বাইরের গাম্ভীর্য্য ওর অটল হ'য়ে থাকে।

দরকারে-অদরকারে সীতানাথ সৌদামিনীর কাছে আসে, প্রয়োজনীয় সংবাদ দেয়, কখনো চায় পরামর্শ যুক্তি, কখনো বা আদেশ। কিন্তু সুকুমারের সে-সব বরদাস্ত হয় না। সৌদামিনীকে কখনো 'অবাধ্য' ব'লে ভৎর্সনা করে, আবার কখনো বলে—'বিষয়-সম্পত্তির অহঙ্কার··· তোর দোষ কি সদু—মানুষে যা পারে না, তুই তা কেমন করে পারবি?'

সৌদামিনী জবাব দেয় না। ওর ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা যায়।

একদিন কথায় কথায় সৌদামিনী সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করলে—বড়লোক শ্বশুরের আড্ডা ছেড়ে, কোন্ আক্কেলে আবার যাত্রার দলে নাম লেখাতে গেছলে?

সুকুমারের যত ব্যথা এইখানেই।

ব'ললে -অন্যায় ক'রেছিলাম, বামন হয়ে চাঁদ ধরতে ছুটেছিলাম,—ষোলো আনা পাপ আমাকে স্পর্শ ক'রেছিল। তাই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে—

—বৌদি বুঝি তাড়িয়ে দিয়েছিল?

—তাড়িয়ে দেওয়াই বলা চলে। একদিন ব'ললে কি জানিস?

—কি ব'ললে?

—ব'ললে—'আমার বাবার একটা ছোটলোক খান্‌সামার যা বুদ্ধি আছে, তোমার তাও নেই। নইলে রাজ-অট্টালিকা থেকে তুমি আমাকে চালাঘরে নিয়ে যাও? ঐ ছোটলোক অসভ্য বোন যার, সে আবার কত ভদ্র হবে।'

—তারপর?

—তারপর অত অপমান আমি বরদাস্ত করতে পারিনি। একদিন না বলে, রাতদুপুরে বিছানা ছেড়ে পালিয়ে আসি। সেই থেকে ক'লকাতার 'কার্ত্তিক-অপেরায়' নাম লিখিয়েছি।

—বউদিকে কোন খবর দাও নি? তারা সব ভাববে না?

—একটুও না। আমি ভুল ক'রেছিলাম সতু,—না বুঝে, ঐ নসীরাম সরকারের কথায় মুগ্ধ হ'য়ে আমি অত্যন্ত ভুল ক'রেছিলাম।...ভিখিরী বামুনের ছেলে,—কার বাড়ী ভাত রাঁধতে গিয়ে টাকা চুরি ক'রে পালিয়ে আসে, তারপর সেই টাকা সুদে-খাটিয়ে বড়লোক হয়। যাকে বলে আঙুল ফুলে কলাগাছ। সেই নসীরামেরই তো মেয়ে, ওর আর জ্ঞান-গম্যি কতটুকু থাকবে?

—তা হ'লেও সে তোমার স্ত্রী।

—কিন্তু আমি তার চাকর। তার বাপের চিড়িয়াখানার পোষা জানোয়ার। অন্ততঃ সে তাই ভাবে। স্ত্রী হ'য়ে, ও চায় আমাকে খাঁচার পাখী করে রাখতে।

—কখখনো তা নয়। এত দিন নিশ্চয়ই দেশ-বিদেশে তোমার খোঁজ-তল্লাস হচ্ছে। অতবড় সম্পত্তি, নগদ টাকা, জমিজায়গা—সব হেলায় হারাবে ?

সুকুমার বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো—ও-সবের মুখে আমি পয়জার মারি। একবার কায়দায় পেলে হয়। সত্যি বলছি সদু, সাংঘাতিক অপমান আমায় করেছিল। তুই তো নিজের চোখেই তাকে দেখেছিস ! কী রকম দেমাকে মেয়ে !…পুরুষমানুষ আমি। হাত-পা খাটিয়ে দু'মুঠো ভাত আমার হবেই !

সৌদামিনী ব'ললে—সংসার ছেড়ে বিবাগী হবে না কি ? স্ত্রী ছেড়ে সংসার করাকে লোকে অপছন্দ করে—জানো তো ?

সুকুমার বুক ফুলিয়ে ব'লে উঠলো—বাঙ্গলা দেশের মানুষ আমরা, আমাদের আবার স্ত্রীর অভাব ? এক যায়, দু'শো এসে পায়ের তলায় লুটোপুটি খায়। ওকে, ঐ বড়লোকের বনবিড়ালীকে আর আমি নেব না

সৌদামিনী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। ব'ললে—এই তো কথা ! বাঙ্গলা দেশের পুরুষ না হ'লে এমন কথা কেউ ব'লতে পারে ? কি বলো ?

সুকুমার খানিকক্ষণ নীরব থেকে ব'ললে—তুই যদি সহায় থাকিস সদু,—তা হ'লে বিপ্রদাসবাবুকে আমি কথাটা একবার ছোঁয়াই।

—কি কথা ?

—কথা ঐ জয়ার সম্বন্ধে। যদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকে, তাহ'লে আসছে অগ্রাণেই জয়ার সঙ্গে—

সৌদামিনী আবার হেসে উঠলো !

তারপর সহসা ওর মুখখানা হ'লো আষাঢ়ের মেঘের মত গুরুগম্ভীর।

বোনের চোখ মুখের ভাব দেখে, ভাইও নীরব হ'য়ে রইলো।

সৌদামিনী ব'ললে—জয়াকে তোমার খুবই পছন্দ হ'য়েছে, কেমন ?

সাহস পেয়ে সুকুমার ব'ললে—জয়ার মত মেয়ে আজকালকার দিনে হাজারে একটা মেলে, সদু। বেহালা শিখবার ঝোঁক কত !

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, জয়া বেশী সুন্দরী, না আমার বউদি ?

সুকুমার রাগে আগুন হ'য়ে ব'ললে—তুই বোন হ'য়েও এমন দুঃসময়ে আমাকে তামাসা করলি, সদু ? সেই কালো-পেঁচির মত মুখখানা তো তুই বহুবার দেখেছিস !

সৌদামিনী ব'ললে—জয়াকে তোমার চাই-ই ? যদি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করি ? সে যদি জয়ার চেয়েও দেখতে শুনতে ভালো হয় ? বেহালা কাঁধে ক'রে, সে যদি দিনরাত 'কার্ত্তিক-অপেরায়' তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, তা হ'লে ?

সুকুমার ব'ললে—তবু তামাসা করছিস সদু ? আমার মনের অবস্থা তুই একবারও তলিয়ে বুঝলি নে ?

সৌদামিনী প্রশান্ত-কণ্ঠে ব'ললে—তামাসা তোমাকে একবারও করিনি, দাদা। তা বেশ তো, জয়ার সঙ্গেই যদি···কিন্তু পুজোর ছুটি

তো শেষ হ'য়ে গেছে, তুমি আজই রওনা হয়ে যাও। বিপ্রদাস-মেসোকে আমার নাম ক'রে ব'ললেই তিনি আসবেন। তারপর কথা কইবো।

সুকুমার আনন্দে লাফিয়ে উঠলো।

—এই তো বোনের আমার সুবুদ্ধি হয়েছে এতক্ষণে!

সৌদামিনী হাসলে।

ম্লান হাসি!

ব'ললে—কিন্তু তোমার সুবুদ্ধি হ'লেই বোনটির দুর্ভাবনা ঘোচে।... তা হ'লে আজই তুমি রওনা হ'য়ে পড়ো।

সুকুমার অনেকদিন পরে, নিজের ঘরখানায় ব'সে ব'সে পাকা একঘণ্টাকাল প্রাণ খুলে' বেহালায় আলাপ করলে।

ওর যেন মনে হয়,—বেহালার সুরে সুরে তন্ময় হ'য়ে, সম্মোহিতা জয়া অলক্ষ্যে এসে ঘরের মধ্যে নৃত্য জুড়ে দিয়েছে। যেন নৃত্যরতার কলকণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে—'তুমি আমাকে গ্রহণ করো—আমার যা-কিছু সব তোমারই তরে জমা হ'য়ে আছে।'

সুকুমার বিপ্রদাসের নিকট রওনা হ'য়ে গেলে, এক সময় সৌদামিনী সীতানাথকে ডেকে ব'ললে—নসীরামবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে? রামজীবনপুরের নসীরাম সরকার। আমার দাদার শ্বশুর।

সীতানাথ ব'ললে—পরিচয় আছে বই কি মা, ভালো পরিচয়ই আছে। মামাবাবুর সঙ্গে অনেকবার রামজীবনপুরে যেতে হয়েছিল সম্প্রতি আবার যেতে হবে। আপনার হুকুমের অপেক্ষা।

সৌদামিনী অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে ব'ললে—আমার অপেক্ষা!… কিন্তু কেন?

সীতানাথ ব'ললে—সম্পত্তি মর্টগেজ রেখে, নসীরামবাবু আমাদের কাছ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। সুদে-আসলে এখন তা বহু টাকায় দাঁড়িয়েছে। দলিল তামাদি হ'বে, সাতদিনের মধ্যে নালিশ দায়ের করতে না পারলে বিস্তর টাকা জলে যাবে। আপনার অনুমতি পেলেই—

সৌদামিনী ব'ললে—এতকাল তাগাদা করেন নি কেন?

—করেছি বই কি মা। মাসে দশদিন ক'রে চিঠি লিখেছি। গত-মাসে উকীলের চিঠি দেওয়া হয়েছে।

—নসীরামবাবু কিছু বলেন না?

—বলেন, 'দুটো-তিনটে মহাল ছেড়ে দিচ্ছি, রেহাই দাও, টাকা পরিশোধ করবার শক্তি নেই।'

সৌদামিনী চিন্তা করতে লাগলো।

অনেকক্ষণ পরে ব'ললে—আজই আপনি চলে যান। তাঁকে গিয়ে বলবেন,—মহাল যা দেবেন তার সঙ্গে বসতবাড়ীটাও দিতে হবে। নইলে আমরা কিছুই ছাড়বো না। বসতবাড়ীটাও বন্ধক আছে তো?

—আজ্ঞে আছে। তাঁর যথাসর্ব্বস্বই বন্ধক আছে।

—তা হ'লে পাওনা টাকার হিসেবপত্র ক'রে, আমাদের উকীল-

বাবুকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে রওনা হবেন। তাঁকে বুঝিয়ে ব'লবেন,—বসতবাড়ীটা না দিলে এক আধলাও ছাড়বো না। আর একটা কথা ব'লবেন,—সুকুমার মুখুয্যের স্ত্রীকে যেন তিনি অবিলম্বে পাঠিয়ে দেন! ভালুইপাড়ার মাটির ঘর, খড়ের চাল দেখেই যখন মেয়ে দিয়েছিলেন, তখন নাক সিঁট্‌কোলে চ'লবে না। সুকুমার মুখুয্যের হাতের বেহালাতেও ঘুণ ধরেনি, খড়ের চালেও আগুন লাগেনি, স্বাস্থ্যও তার আগের মতই অটুট আছে।

সীতানাথ ভিতরের কথা কিছুই জানতো না।

বার-কতক সৌদামিনীর পানে চেয়ে বল্‌লে—আচ্ছা।

সৌদামিনী ব'ললে—অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে। আপনি ফিরে এলে সব ব'লবো।

সীতানাথ আর কিছু ব'ললে না, বা জানতেও কিছু চাইলে না, হিসেবপত্র ঠিক করে, উকীলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে রামজীবনপুর চ'লে গেল।

তিনদিন পরে···

সেদিন শনিবার।

রাত্রি দশটার সময় বিপ্রদাসকে নিয়ে সুকুমার ফিরে এলো।

সৌদামিনী গলায় আঁচল দিয়ে বিপ্রদাসকে প্রণাম ক'রে পদধূলি নিয়ে আপন মাথায় ছোঁয়ালে।

ব'ললে—বিপদের দিনে বহুবার খোঁজ নিয়েছিলেন, মেসোমশায়। আজ আমার সম্পদের দিন, কিন্তু এখন কেন পায়ে ঠেলছেন? এতদিনের মধ্যে একবারও কি আসতে নেই?

বিপ্রদাস ব'ললে—সময় পাই নি মা। নইলে আসতাম নিশ্চয়ই। জয়া তো হপ্তায় দু'খানা ক'রে চিঠি লেখে,—তোমার এখানে আসতে তার ভয়ানক হচ্ছে।

সৌদামিনী ব'ললে—কিন্তু আপনার বোধ হয় পাঠাতে ভয়ানক অনিচ্ছে? কি বলেন, মেসোমশায়?

বিপ্রদাস ব'ললে—পরের চাকরি করি, সময় আমার কত কম, তাতে তুমি জানো।

সৌদামিনী ব'ললে—জানি ব'লেই তো আরো বেশী ক'রে অনুযোগ করছি, মেসোমশায়। চাকরি পরেরই লোকে ক'রে থাকে, সময়ে কুলিয়ে ওঠে না আপন কাজ নিয়ে। পরের কাজে বিস্তর ছুটি আছে, আপন কাজে কোনদিন তা নেই। ইচ্ছে থাকলে সবই হয়।

তারপর সুকুমারকে ব'ললে—সীতানাথবাবু বাড়ীতে নেই। তুমি মেসোমশায়ের শোবার ঘরে বিছানাপত্র দিতে বলোগে, আমি ওঁর খাবার ব্যবস্থা করি।

সুকুমার চ'লে গেলে, সৌদামিনী ব'ললে—কালই আমি পাল্কী পাঠাবো, আপনি নিজে গিয়ে জয়াকে নিয়ে আসবেন। —কেমন?···এখানে পাঠাতে কোনো আপত্তি নেই তো, মেসোমশায়?

বিপ্রদাস জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে ব'ললে—আপত্তি থাকবার তো কোনো কারণ নেই, মা। আর থাকলেই বা শুনবে কে? যার

কাছে কেউটে সাপ পর্য্যন্ত স্বভাব ভুলে ভদ্র হ'য়ে ওঠে, তার কাছে কিসের আপত্তি কতক্ষণ টিকবে? আমার নিজের কথা তো আমি ভুলে যাইনি সদু।

সৌদামিনী মিটি মিটি হাসতে হাসতে ব'ললে—মেসোমশায় যেন কী! ও-সব কথা আবার এখন কেন? কপালে আমার বৈধব্য-যন্ত্রণা ছিল, স্বয়ং ভগবান তাই মতি-গতি অন্যদিকে ফিরিয়েছিলেন। ও সব বাজে কথা বন্ধ রাখুন। জয়ার বিয়ের কিছু ঠিক-ঠাক হ'লো? কথাবার্ত্তা হচ্ছে?

বিপ্রদাস ব'ললে—পূজোর পর কাজের তাড়া এত বেশী, বিয়ের কথা ভাবতেই সময় পাইনি, সদু। এইবার ভাবতে হবে।

সৌদামিনী ব'ললে—ও ভাবনাটা আমারই মাথায় চাপিয়ে দিন না! জয়াকে কুপাত্রে আমি দেব না। এম্‌-এ, বি-এ পাসকরা পণ্ডিত না হোক্, বিলেত-ফেরতা জজ-ব্যারিষ্টার না হোক্—সদ্বংশজাত আর সচ্চরিত্র হবেই। আমি যাকে পছন্দ করবো, সকল দিকে লক্ষ্য রাখলেও আপনাদের তাকে অপছন্দ হবে না। অন্ততঃ আমি তাই বিশ্বাস করি।

বিপ্রদাস উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'লে উঠলো—আমি দিলাম, সৌদামিনী! আজ থেকে জয়ার ভার তোমাকেই দিলাম।

হেসে সৌদামিনী ব'ললে—আমি জয়ার ভার নিতে পারবো না, মেসোমশায়। জয়ার বিয়ের ভার নিতে চাইছি।...তা হ'লে কালই জয়াকে আপনি আমার কাছে এনে দিয়ে যাবেন। বিয়ের ঠিক্ ঠাক ক'রে—আপনাদের খবর পাঠাবো। তবে জামাইকে বিয়ের আগেই আপনি দেখ্‌তে পাবেন। তাছাড়া দেখা জামাই। পরিচয়ও রয়েছে, কেবল নামটি আপনাদের জন্‌তে বাকী।

বিপ্রদাস ব'ললে—কিছু জান্‌তে চাইনি। তুমি যা করবে, আমি 'না' ব'লবো না। যদি বনমানুষ ধ'রেও জয়াকে তারই হাতে দিতে চাও তুমি, তবু আমি তোমার ওপর বিশ্বাস রাখবো। জয়াকে তুমি বোনের চেয়েও বেশী ভালোবাসো,—সে-তো আমার অজানা নেই, সদু।

সৌদামিনী ব'ললে—সত্যিই তা বাসি, মেসোমশায়। জয়াকে আমি নিজের চেয়েও বেশী ভালোবাসি। বোন্ তো দূরের কথা!

* * *

সীতানাথ রামজীবনপুর থেকে ফিরে এসেছে। অবশ্য কাজ হাঁসিল্ ক'রেই ফিরে এসেছে।

নসীরামবাবু বসতবাড়ী লেখাপড়া ক'রে দিয়েছেন। ছ'মাসের সময় নিয়েছেন,—অন্যত্র বাড়ী তৈরী ক'রে চ'লে যাবেন। আর শ্বেতবরণীকেও ভালুইপাড়ার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু শ্বেত-বরণীর আপত্তি,—স্বামীছাড়া হ'য়ে সে-বাড়ীতে বাস করবে না। মাটির ঘরে বাস করতে তার আপত্তি আর নেই, কিন্তু যদি স্বামীসঙ্গ সেখানে মেলে তবেই, নইলে আপত্তি আছে।

শ্বেতবরণী বলে,—কি সুখে সেখানে যাবো?

সৌদামিনী সকল সংবাদ পেয়ে গম্ভীর হলো।

সুকুমারকে ডেকে ব'ললে—তুমি ব'সে ব'সে আর বোনের অন্ন ধ্বংস ক'রো না। পাঁচজনে পাঁচকথা কইবে। শুন্‌তেও তা ভালো লাগবে না। কাজ নিয়ে তুমি মফঃস্বলে বেরিয়ে পড়ো।

সুকুমার ব'ললে—আমি রাজী আছি। কিন্তু কি কাজ তুই দিবি? সীতানাথ থাক্‌তে তোর কাজের লোকের তো অভাব দেখছিনে।

সৌদামিনী ব'ললে—অভাব ঢের আছে। আমার মহালে মহালে তুমি ঘুরে বেড়াও। যাত্রার দল করতে তোমার আনন্দ আসে সবচেয়ে বেশী। বোধ করি রাজত্বের চেয়েও তুমি যাত্রার দলের মাষ্টারী পেলে বেশী সুখী হবে।

সুকুমার লাফিয়ে উঠলো। ব'ললে—আমি রাজী আছি, সদু। এ-কাজ পেলে, আমি আর কিছু চাইবো না। দিন-কতক দুষ্ট-সরস্বতীর আবির্ভাব হ'য়েছিল, তাই রামজীবনপুরের বেড়াজালে আট্‌কে প'ড়েছিলাম।

সৌদামিনী হেসে ব'ললে—বিয়ে তোমার অগ্রাণেই দেব আমি। অগ্রা'ণ আসতে এখনো পাকা একটা মাস! আমি করি—আয়োজন, আর তুমি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে, যত যাত্রাপার্টি পাও, সব দু'পায়ে দ'লে-পিষে ভেঙে দিয়ে এসো।

সুকুমার অস্ফুট-কণ্ঠে বলে উঠলো—ভেঙে দিয়ে আসবো!

সৌদামিনী দৃঢ় হয়ে ব'ললে—হ্যাঁ, ভেঙে দিয়ে আসবে। কিন্তু ভেঙে দিয়ে সেখানে ইস্কুল বানাতে হবে। যতগুলো যাত্রাপার্টি আছে ততগুলো হবে ইস্কুল। আমি জানি, 'বিপ্রদাস-অপেরাপার্টি' ক'রে তুমি ভালুই-পাড়ার কচি ছেলেদের মাথা থেকে ঘি চুষে খেয়েছ। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতে হবে। টাকার, ভাবনা আমার, কাজের ভার তোমার। আজ থেকে তৈরী হও।

সুকুমার যাত্রাপার্টি ভেঙে, স্কুল বানাবার কাজ নিয়ে চলে গেলে, বিপ্রদাস একদিন জয়াকে সৌদামিনীর কাছে রেখে দিয়ে শহরে চলে গেল।

এদিকে নসীরাম বাবুও শ্বেতবরণীকে ভায়া ভালুইপাড়া হয়ে জসিমপুরে নিয়ে এলেন।

শ্বেতবরণীর আর সে তেজ নেই। স্বামীর দুঃসহ বিরহ স'য়ে স'য়ে স্বামী-মর্য্যাদা সে চিনতে পেরেছে।

জয়া, শ্বেতবরণী আর সৌদামিনী—তিনজনের মজলিস বসে যখন-তখন।

জয়া বলে—বিয়ের বর কোথায় রে? বিয়ে দিবি বলে এখানে তো আমাকে এনে ফেললি।

শ্বেতবরণীকে শুনিয়ে শুনিয়ে সৌদামিনী বলে—বর আমার দাদা,—কুমার মুখুয্যে। বড়লোকের মেয়ে শ্বেতু-ঠাকরুণ তো গরীবের মর্য্যাদা বোঝে না, তাই দাদার অবার বিয়ে দেব। তুই হবি সেই বিয়ের কনে।

জয়া বলে—অর্থাৎ তোমার ভ্রাতৃ-পূজোর আমি হবো 'বলি'? কেমন?

সৌদামিনী বলে—দাদাকে তোর পছন্দ হয় না?

—খুব হয়। দাদাকে আবার বোনের অপছন্দ হ'য়ে থাকে কোন্ কালে? কিন্তু দাদাকে বর করতে আমি রাজী নই ভাই। ও-সব নাটক-নভেলে হ'য়ে থাকে। আসল সংসারে মানায় না।

সৌদামিনী বলে—কিন্তু তোকে না পেলে, দাদা আমার বিষ খাবে, নয় বেহালা কাঁধে করে বিবাগী হ'য়ে পালাবে।

—কেন বউদি?

—বউদির পেঁচার মত কালোমুখ সে আর দেখবে না।

শ্বেতবরণী খালি কাঁদে। ওর চোখের জলে দরিয়া তৈরী হয় বড়লোকের মেয়ের বড় অহঙ্কার সেই দরিয়ার জলে ভেসে চলে যায়।

এমনিভাবের মজলিস রোজ বসে। রোজই এই সব কথা আলোচনা চলে।

* * * * * *

অঘ্রাণ এসেছে।

শীতের অবগুণ্ঠন তার গায়ে। গাঁদা আর স্থলপদ্মর মালা তার গলায় সৌদামিনী বিপ্রদাসকে সংবাদ দিলে—জয়ার বিবাহ ঠিক হয়ে গেছে আসছে হপ্তায় রবিবারে ভালো দিন আছে, আপনি বিনোদ মামাকে নিয়ে চলে আস্থন। আত্মীয়-কুটুম্ব যেখানে যত আছে, সবাইকেই আনা চাই।

বিপ্রদাস এলো, বহু বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনও তার সঙ্গে এলো কেবল সুকুমার তখনো ফিরে আসেনি।

রবিবার সকালবেলায় সৌদামিনী সীতানাথকে ডেকে ব'ললে—তোমার মায়ের হুকুম,—শুধু মায়ের হুকু মনয়—মেয়েরও অনুরোধ,—আমার বোন জয়াকে পায়ে ঠাঁই দিতে হবে। আমি মা হ'য়ে আশীর্ব্বাদ করছি, সীতা-সাবিত্রীর মতই জয়া হবে তোমার সঙ্গিনী। আর মেয়ে হ'য়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি—মা অন্নপূর্ণার মত জয়া তোমাকে অন্ন দেবে,—দেবে আনন্দ।

সীতানাথ অবাক হ'য়ে গেল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত সৌদামিনীর পায়ের তলায় মাথা নোয়ালো।

সৌদামিনী দু'পা পিছিয়ে গিয়ে ব'ললে—আমি তোমার ঠাট্টার যো

নই, সীতানাথ। আমি তোমার মেয়ে। প্রণাম করো তোমার শ্বশুর বিপ্রদাস চৌধুরীকে।

জয়া আড়ালে দাঁড়িয়ে সীতানাথকে দেখতে লাগলো।

ওর বর পচ্ছন্দ হয়েছিল।

সেইদিনই হঠাৎ বিনা সংবাদে স্নকুমার এসে পড়লো।

শ্বেতবরণী তার পায়ের তলায় মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে ব'ললে—তুমি আমাকে মাপ করো। আমি ভুলে গেছলাম যে, হিঁদুর মেয়ের স্বামী ছাড়া দেবতা নেই। স্বামীর অপমানে সতী বাপের বাড়ীতে জীবন ত্যাগ করেছিল।

স্নকুমার ছিল আত্মভোলা। শ্বেতবরণীর সকল দোষ ভুলে হাসতে হাসতে ব'ললে—সবই এই সহু পোড়ামুখীর কারসাজি।

সৌদামিনী ব'ললে—কারসাজী করাই তো আমার বিদ্যে। যে-লোক এ-বিদ্যে আমাকে শিখিয়ে গেছেন—আজ তিনি বেঁচে নেই, কিন্তু তবু তিনি লোকের মত লোক। তাঁকে তোমরা প্রণাম করো।

—শেষ—

